উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,৯০০.৭১ (-৩৩১.২১)

নিফটি : ২৫,৯৫৯.৫০ (-১০৮.৬৫)

স্বর্ণ সিংহাসনে সূর্য কান্ত

সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। বিদায়ি প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই অবসর নেওয়ার পর সোমবার ৫৩তম প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিলেন তিনি। » ৭

তরুণীকে হেনস্তা চিনে

অরুণাচল চিনের, যুক্তি দিয়ে হেনস্তা তরুণীকে। ঘটনাটি ঘটেছে সাংহাই পুডং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। ওই তরুণীকে দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা আটক রেখে হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৮°	১৫°	২৮°	১৫°	২৮°	১৫°	২৫°	১৩°

বিদায় বীরু

» ৮

শিলিগুড়ি ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ মঙ্গলবার ৫.০০ টাকা 25 November 2025 Tuesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 186

জিন্দেগি বিলকুল ইন বরফ কি তরা হি হোতা হ্যায়। পল ভর কে লিয়ে ঠেহরতি হ্যায় অউর পিঘল যাতি হ্যায়। পর কমবক্ত জিতনি দের র‍্যাহতি হ্যায়, বড়ি খুবসুরত লগতি হ্যায়...

-আপনে (২০০৭) সিনেমায় ধর্মেন্দ্রর ডায়ালগ

রহে না রহে...

অভিনেতার আগে পালোয়ান হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন

লিলি চক্রবর্তী

শোলে সিনেমার সেই দৃশ্যটি মনে আছে আপনাদের? বন্ধু জয়ের (অমিতাভ বচ্চন) মৃত্যুতে হুংকার ছেড়েছিলেন, '... এক এক কো চুন চুন কে মারুঙ্গা। গব্বর সিং আ রহা হুঁ ম্যায়।' এভাবে বোধহয় চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে পারেননি আর কেউ। ধর্মেন্দ্রর কেরিয়ারের অন্যতম মাইলফলক সিনেমাটি। 'বীরু' হয়েছিলেন তিনি। জয়ের সঙ্গে তাঁর অটুট বন্ধুত্ব, বসন্তীর সঙ্গে প্রেম, গব্বরের সঙ্গে লড়াই- কোটি কোটি ভারতবাসীর হৃদয়ে চিরকাল অমর হয়ে থাকবে, এমন চরিত্র উপহার দিয়েছেন ধর্মেন্দ্র।

আমি ওঁর সঙ্গে চুপকে চুপকে ছবিতে কাজ করেছিলাম। বড় রোল ছিল না আমার। দেখে অবাক হয়েছিলাম, এত বড় মাপের অভিনেতা সেটের সকলের সঙ্গে কত সহজে মিশে যেতেন। কথা বলতেন বন্ধুর মতো। বেশ হাসিখুশি মানুষ ছিলেন। অ্যাকশন স্টার হিসেবে বিপুল খ্যাতি পেয়েছিলেন বটে, কিন্তু আমার তাঁর সফট রোল, বিশেষ করে হৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়ের ছবিতে অভিনয় খুব ভালো লেগেছিল। সম্প্রতি খুব অসুস্থ হয়ে পড়েন, তারপর আবার ভালো হয়ে বাড়িও ফিরেছিলেন শুনেছি। আবার কী হল, কে জানে। বয়স হয়েছিল। একদিন আমাদের সবাইকেই যেতে হবে। কিন্তু এই চলে যাওয়া বড্ড বেদনাদায়ক। *এরপর দশের পাতায়*

চুপকে চুপকে সিনেমার শুটিংয়ে লিলি চক্রবর্তী ও ধর্মেন্দ্র।

দার্জিলিং বা উত্তরবঙ্গে যে সমস্ত সিনেমার শুটিং করেছেন ধর্মেন্দ্র

মমতা (১৯৬৬)

এটি ছিল বাংলা ছবি 'উত্তর ফাল্গুনী'-এর হিন্দি রিমেক। ধর্মেন্দ্র এই ছবিতে অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের বিপরীতে অভিনয় করেন এবং এই ছবির কিছু রোমান্টিক দৃশ্যের শুটিং দার্জিলিংয়ে হয়েছিল

আয়ে দিন বাহার কে (১৯৬৬)

এই ছবির অনেক দৃশ্যের শুটিং দার্জিলিংয়ের চা বাগানগুলিতে হয়েছিল।

বাহারোঁ কি মঞ্জিল (১৯৬৮)

ধর্মেন্দ্র অভিনীত এই ছবিটিরও কিছু অংশ দার্জিলিংয়ের মনোরম লোকেশনে শুট হয়েছিল।

নিঃশব্দে শেষযাত্রা, মহাশূন্যতা বলিউডে

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর : না! আগেরবারের মতো গুজব প্রমাণিত হল না। তামাম বিনোদন দুনিয়াকে শোকস্তব্ধ করে হেমা মালিনীর 'ধরমজি' হারিয়ে গেলেন চিরতরে। চলচ্চিত্র জগতে নেমে এল মহাশূন্যতা। রহে না রহে হম... আগেই বলে রেখেছিলেন ধর্মেন্দ্র। ১৪ দিন পর বয়স ৯০ হওয়ার অপেক্ষা আর করলেন না। ৮ ডিসেম্বর তাঁর জন্মদিনের পারিবারিক প্রস্তুতিও শুরু হয়েছিল।

অসুস্থতার কারণে কিছুদিন আগে মুম্বইয়ের ব্রিচ ক্যান্ডি হাসপাতালে তিনি ভর্তি ছিলেন। সেসময়ই তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি নিয়ে নানা খবর রটে। সেসব মিথ্যা করে দিয়ে মাত্র ১২ দিন আগে বাড়ি ফিরেছিলেন ছয়-সাতের দশকে হিন্দুস্তানের হার্টথ্রব ধর্মেন্দ্র। চিকিৎসকরাও বলেছিলেন তিনি ভালো আছেন। বাড়িতে চিকিৎসা চলছিল। কিন্তু ৯০ বছর পূরণের অনুষ্ঠান পালনের সুযোগ আর দিলেন না।

নিঃশব্দে হয়ে গেল তাঁর শেষযাত্রাও। সোমবার দুপুরের পর একটি অ্যাম্বুল্যান্সকে তাঁর বাসভবন থেকে বেরোতে দেখা যায়। তারপরই সানি দেওল, এষা দেওল ও হেমা মালিনীকে পবন হন্স শ্মশানে দেখা যায়। এষা ও হেমার চোখে তখন জল। ততক্ষণে খবর ছড়িয়ে গিয়েছে, শোলের বীরু আর নেই। যিনি ছিলেন বাংলা চলচ্চিত্রের মহানায়িকা সুচিত্রা সেনের গুণমুগ্ধ। 'মমতা' ছবির শুটিংয়ে দার্জিলিংয়ে গিয়ে একসঙ্গে দুজনের গাড়িতে ঘুরে বেড়ানোর স্মৃতি এখনও অমলিন। *এরপর দশের পাতায়*

কাছের মানুষকে শেষ দেখা দেখতে। পবন হন্স শ্মশানের পথে হেমা মালিনী ও অমিতাভ বচ্চন। মুম্বইয়ে সোমবার।

ভুয়ো এনআইএ কাণ্ডের মূল চক্রী বাংলাদেশি

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : এনআইএ অফিসার পরিচয় দিয়ে তোলাবাজিতে অভিযুক্ত মূল চক্রী মানিক রায় নিজেই বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী! পুলিশি জেরায় মানিকের এমনই স্বীকারোক্তি ঘিরে পুলিশ মহলে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মানিক ও তাঁর পরিবারের আসল বাড়ি লালমণিরহাট জেলায়। চোদ্দো বছর আগে ওই ব্যক্তি শহর শিলিগুড়িতে এসেছিলেন। তবে ওই অভিযুক্তের কাছ থেকে কোনও পাসপোর্ট কিংবা বাংলাদেশ সংক্রান্ত কোনও নথি না মেলায় পুলিশের অনুমান, ওই অভিযুক্ত চোরাপথেই ভারতে ঢুকেছিলেন। পরবর্তীতে তাঁর পুরো পরিবারই একে একে শহর শিলিগুড়িতে চলে আসে।

জিজ্ঞাসাবাদে নিজেকে গ্রিলের কাজের ঠিকাদার হিসেবে দাবি করলেও ওই ব্যক্তির লাইফস্টাইল ও টাকার উৎস নিয়ে পুলিশের অন্দরে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ১৪ বছরে ওই ব্যক্তি শহর ও শহর সংলগ্ন এলাকায় দুটো বিলাসবহুল বাড়ি বানিয়ে ফেলেছেন। পাঁচটি দামি ফোন ব্যবহার করতেন। শুধুমাত্র গ্রিলের ঠিকাদারির কাজ করে এত টাকা উপার্জন কোনওভাবেই সম্ভব নয়। সেক্ষেত্রে মানিক আরও কোনও অবৈধ কাজের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন কি না সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং বলছেন, 'সমস্ত বিষয়েই তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।'

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মানিক শহর শিলিগুড়িতে আসার পর প্রথমে হাতিয়াডাঙ্গাতেই থাকা শুরু করেছিলেন। ভাড়ায় থাকলেও বছরপাঁচেক আগে মানিকের পরিবারের সদস্যরা ওই ভাড়ার বাড়িতে চলে আসেন। এদেশে থাকা মানিকের পরিবার বলতে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী, সন্তান, বাবা ও মা। পরিবারের বাকি সদস্যরা আসার পরেই মানিক হাতিয়াডাঙ্গাতেই জমি কিনে বাড়ি বানানো শুরু করেন। এরমধ্যেই স্ত্রী, বাবা, মা ও নিজের জন্যও ভোটার কার্ড সহ এদেশের অন্যান্য নথিপত্র ওই অভিযুক্ত বানিয়ে ফেলেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। *এরপর দশের পাতায়*

পুরনিগমের কাউন্টারে লম্বা লাইনে নাগরিকরা

কর্মসংস্কৃতির মুখে আগুন

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : হাতে টিফিন ব্যাগ। বগলদাবা করা জলের বোতল। গল্প করতে করতে পুরনিগমের গৃহনির্মাণ বিভাগের পাশে থাকা বায়োমেট্রিক মেশিনে হাজিরা দিলেন দুই মহিলা কর্মী। তারপর সোজা চলে গেলেন ওপরতলায়। পাশেই রেকর্ড রুমের সামনে তখন লম্বা লাইন। ১১টা বাজতে চললেও কেন কেউ আসছেন না, কেন কাউন্টার খুলছে না, তা নিয়ে নানা প্রশ্ন তুলছেন লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা শহরের মানুষ।

হাতে তিনটি জলের বোতল নিয়ে তড়িঘড়ি রেকর্ড রুমে ঢুকলেন এক কর্মী। ঘরে ঢুকেই কাপড় দিয়ে টেবিল-চেয়ার মুছতে শুরু করেন তিনি। অপেক্ষারত মানুষ জানতে চাইলেন, কখন কাউন্টার খুলবে, কেন এত দেরি হচ্ছে। প্রশ্ন এড়িয়ে গিয়ে তিনি বললেন, 'যা বলার বিভাগের কর্মী এলে তাঁকে বলুন। আমি এসব জানি না।' এই বাক্যালাপের মধ্যেই তড়িঘড়ি ঘরে ঢুকলেন বিভাগের কর্মী। কোনওমতে ব্যাগ টেবিলের ওপর রেখেই কাউন্টারের জানলা খুলে কাজ শুরু করে দিলেন। ঘড়িতে তখন ১১টা ১০ মিনিট।

পাশেই গৃহনির্মাণ বিভাগের সব চেয়ার তখনও ফাঁকা। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, সরকারি আবাস যোজনার টাকা নেই, তাই কর্মীরাও সময়মতো আসেন না। কর্মীদের এই বেপরোয়া মনোভাব পুরনিগম জানে। পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের কথাতেই তা পরিষ্কার। তিনি বলেন, 'বিষয়টি আমাদেরও নজরে এসেছে। এনিয়ে আবারও পদক্ষেপ করা হবে।'

অফিসের সময় হলেও চেয়ার ফাঁকা।

জানা কথা

- পুরনিগমের অধিকাংশ কর্মীই সময়মতো তাঁদের কাজে আসছেন না
- কাউন্টারের সামনে পরিষেবার জন্য লাইন দীর্ঘ হলেও জানলা খোলে না
- সোমবার ১১টা-সওয়া ১১টা পর্যন্ত অনেক বিভাগেই চেয়ার ফাঁকা দেখা গেল
- কর্মীদের এই বেপরোয়া মনোভাবের কথা পুরনিগমের কর্তারাও জানেন

শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, 'আমাদের রাজ্যে এটা একটা বড় রোগ। আমি যখন রাইটার্সে যেতাম সেখানেও এটা দেখতাম। পরবর্তীতে পুরনিগমেও একই পরিস্থিতি ছিল। আমরা তাও পাঞ্চিং মেশিন বসিয়ে কিছুটা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছিলাম। এই বোর্ড যদি সেটা করতে পারে তবে তো খুবই ভালো।'

কথা হচ্ছে পুরনিগমের কর্মসংস্কৃতি নিয়ে। বামেদের বোর্ডে অশোক ভট্টাচার্য থাকাকালীনও একই রোগ ছিল। বোর্ড পরিবর্তন হওয়ার পর পরিস্থিতির কিছুটা পরিবর্তন হয়। মাঝে এই পরিস্থিতি দেখে বর্তমান মেয়র গৌতম দেব কড়া পদক্ষেপ করেন। যত সময় গড়িয়েছে সেই পুরোনো জায়গাতেই ফিরে এসেছে পুরনিগমের কর্মসংস্কৃতি। এদিন পুরোনো ভবনের দোতলায় ইউপিই সেলের দরজা বেলা ১১টাতেও বন্ধ ছিল। ১১টা বেজে পাঁচ মিনিটে দরজা খুলেছে নগদ বিভাগের। তার আগে পর্যন্ত বড় তালা ঝুলছিল ওই ঘরে। পাশেই ক্রয় বিভাগে ১ জন, হিসাবরক্ষক বিভাগে ১ জন করে ছিলেন ওই সময়ে। হিসাবরক্ষক বিভাগের কর্মী ১১টায় ঢুকে কাপড় দিয়ে নিজের আসন পরিষ্কার করছিলেন। *এরপর দশের পাতায়*

কথায় কথায়

বিহারে জয়ী লিস্টে বাহুবলীর সংখ্যাই বেশি

আশিস ঘোষ

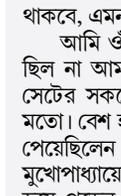

তাঁর দাপটে বাঘে গোরুতে এক ঘাটে জল খায়। মোকামায় তিনিই শেষ কথা। গোটা তল্লাটে লোকে তাঁকে জানেন 'ছোটে সরকার' নামে। দাপুটে এই ভূমিহার বাহুবলী এবারের ভোটে বিহার বিধানসভার সদস্য হয়েছেন। তিনি দশবার শপথ নেওয়া মুখ্যমন্ত্রী সুশাসনবাবু নীতীশ কুমারের ঘোষিত সমর্থক। তিনি ভোটের প্রচারে বারবার বলেছেন, নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রী না করা হলে তিনি বিধায়ক পদে ইস্তফা দেবেন।

বিহারের আরেক জবরদস্ত নেতা দুলারচাঁদ যাদবের হত্যাকাণ্ডে জড়িয়ে এই মহামহিম অক্টোবরের ৩০ তারিখ নির্বাচনি প্রচারের মাঝে গ্রেপ্তার হয়েছেন। যাঁর নাম অনন্ত সিং। নথিপত্র ঘেঁটে দেখা যাচ্ছে, ভারতীয় দণ্ডবিধি আর ন্যায় সংহিতার নানা ওজনদার ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে ২৮টি মামলা ঝুলছে। তার মধ্যে হাফ ডজন খুনের চেষ্টা, খুনের মতলবে অপহরণ ও ভয় দেখিয়ে তোলাবাজির এক জোড়া মামলা আছে। *এরপর দশের পাতায়*

মহাকাল মন্দিরে মন্ত্রীসভার সিলমোহর

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : দিঘার পর উত্তরবঙ্গ। ধর্মীয় পর্যটনের আরেক সরকারি উদ্যোগ। ঘোষণাটা আগেই ছিল। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছিলেন, শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির হবে। সেই ঘোষণায় সোমবার সিলমোহর দিল রাজ্য মন্ত্রীসভা। শিলিগুড়ি শহরের অদূরে মন্দির নির্মাণে ১৭.৪১ একর জমির অনুমোদন দেওয়া হল। যাকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠবে সাংস্কৃতিক ট্যুরিজম।

মন্ত্রীসভার বৈঠকের পর অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানান, মাটিগাড়া থানা এলাকায় ২৫.১৫ একর যে জমি লক্ষ্মী টাউনশিপ অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেডের হাতে ছিল, তা শিলিগুড় জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষকে (এসজেডিএ) হস্তান্তর করা হবে। যার মধ্যে ১৭.৪১ একর জমি পরিত্যক্ত ও অব্যবহৃত আছে। ওই জমি ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তর হয়ে এসজেডিএ'র মাধ্যমে পর্যটন দপ্তরের হাতে আসবে।

এর আগে দিঘায় জগন্নাথ মন্দির নির্মিত হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের উদ্যোগে। কলকাতার পাশে নিউটাউনে দুর্গা অঙ্গন নির্মাণের সিদ্ধান্তও নিয়েছে রাজ্য সরকার। তার জন্য ছাড়পত্র আগেই দেওয়া হয়েছে। দিঘা এখন যত না পর্যটনকেন্দ্র, তার চেয়েও বেশি তীর্থক্ষেত্রের রূপ নিয়েছে। সেই টানে সাধারণ পর্যটকের পাশাপাশি প্রচুর পুণ্যার্থীর ভিড় হচ্ছে দিঘায়। *এরপর দশের পাতায়*

দার্জিলিংয়ের মহাকাল মন্দির। এমনই মন্দির হবে শিলিগুড়িতে।

স্কুল পালানোয় টেক্কা দিচ্ছে ছাত্রীরা

কেউ পালাচ্ছে খোলা গেট দিয়ে, কেউ পাঁচিল টপকে

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : পড়াশোনায় বরাবরই ছেলেদের টেক্কা দিয়ে আসছে মেয়েরা। এবার স্কুল পালানোতেও নাকি ছাত্রদের চাইতে একদম এগিয়ে ছাত্রীরা। স্কুল পালাতে মেয়েরা নিত্যনতুন কায়দা বের করে ফেলছে। স্কুলের ব্যাগ দোতলার ক্লাসঘরের জানলা দিয়ে বাইরে ছুড়ে ফেলে দিচ্ছে। এরপর সুযোগ বুঝে স্কুলের গেট খোলা পেলেই পালিয়ে যাচ্ছে। আবার কেউ কেউ স্কুলের পেছনের ঘর এবং পাঁচিল টপকে স্কুল ফাঁকি দিচ্ছে। নিত্যদিন এমন ঘটনায় বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কার্যত মাথায় হাত। বাড়ি থেকে বেরিয়ে স্কুলে না যাওয়া কিংবা স্কুলের এক, দুটি ক্লাস করে পালিয়ে গেলে যে পড়ুয়াদের বড় বিপদের মধ্যে পড়তে হতে পারে, তা নিয়ে শিক্ষক মহল উদ্বিগ্ন। গ্রামাঞ্চলে কেবল নয়, শহরের স্কুলেও ছাত্রীদের আকছার পালিয়ে যাওয়ার ঘটনা ঘটছে।

সম্প্রতি শিলিগুড়ির জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল ও শিলিগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের চার ছাত্রী স্কুলে যাওয়ার নাম করে বাড়ি থেকে বের হলেও আর স্কুলে যায়নি। চারজনই নাকি ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল। এনজেপি স্টেশন থেকে তাদের উদ্ধার করার ঘটনায় শহরজুড়ে শোরগোল পড়ে যায়। তারপরও স্কুল পালানোর ঘটনায় রাশ টানা যায়নি। সোমবার স্কুলের টিফিনের সময়ের অন্তত এক ঘণ্টা আগে ফুলবাড়ির পূর্ব ধনতলা এলাকায় কয়েকজন নাবালিকাকে গলির ভেতর ঘোরাঘুরি করতে দেখা গেল। নীল-সাদা রঙের স্কুলের পোশাক, পিঠে ব্যাগ নিয়ে দুজন নাবালিকা রাস্তায় হাঁটাহাঁটি করছিল। কিছুটা দূরে এক ছাত্রী অন্য এক তরুণের সঙ্গে রাস্তার কোনায় গল্প করতে ব্যস্ত ছিল। স্কুলে না গিয়ে কেন তারা ঘুড়ে বেড়াচ্ছে, সেই প্রশ্ন স্থানীয় এক বাসিন্দা ছাত্রীদের করেছিলেন। যা শুনে তিন ছাত্রী দিগবিদিক না তাকিয়ে ছুটে পালিয়ে যায়। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, তিন ছাত্রী পূর্ব ধনতলা হাইস্কুলে পড়াশোনা করে।

ছবি : এআই

নিত্যদিন অনেক ছাত্রী স্কুল থেকে পালিয়ে ঘুরে বেড়ায়। স্কুল পালানোতে ছেলেদের চাইতে মেয়েরা যে টেক্কা দিচ্ছে তা মেনে নিয়েছেন পূর্ব ধনতলা হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী। তিনি বলেন, 'স্কুল পালানো বন্ধ করতে বিদ্যালয়ের চারপাশ ঘিরে দেওয়া হয়েছে। *এরপর দশের পাতায়*

৩ ডিসেম্বর জনসভার প্রস্তুতি

বিজেপির কেন্দ্র গাজোলে মমতা

গৌতম দাস

গাজোল, ২৪ নভেম্বর : পঞ্চায়েত স্তরের নির্বাচনে সাফল্য পেলেও, গাজোল বিধানসভা কেন্দ্রটি এখনও দখল করতে পারেনি তৃণমূল। কিন্তু গাজোল তাঁর কাছে পছন্দের, বারবার স্বীকার করেছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মালদায় নির্বাচনি প্রচারের ক্ষেত্রে তিনি গাজোলকে বেছে নেন। এবারও তার ব্যতিক্রম ঘটছে না। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী ৩ ডিসেম্বর জেলায় আসতে পারেন তৃণমূল নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা সোমবার স্পষ্ট হয়েছে তৃণমূল নেতৃত্বের তৎপরতায়। মমতার রাজনৈতিক সভার জন্য এদিন জেলা নেতৃত্ব গাজোল কলেজ মাঠ পরিদর্শন করে। কোথায় হবে মঞ্চ বাঁধা বা কোথায় হেলিপ্যাড, এমন নানা বিষয় নিয়ে এদিন আলোচনা করতে দেখা যায় তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর রহিম বক্সী, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি মোজাম্মেল হোসেন, তৃণমূলের ব্লক সভাপতি রাজকুমার সরকারদের।

মালদা সফরে এলে মুখ্যমন্ত্রীর প্রথম পছন্দ থাকে গাজোল। বারবার গাজোলে এসেছেন তিনি। তবে গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদে নজরকাড়া ফল করলেও, অধরা থেকে গিয়েছে গাজোল বিধানসভা কেন্দ্র। '২৬-এর ভোটে গাজোল দখল করতে মরিয়া তৃণমূল। যে কারণে তৃণমূল নেত্রীর এবারের সফরের ক্ষেত্রে তাঁর পছন্দর গাজোলকে বেছে নেওয়া হয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে গাজোলবাসী পুরসভা, দমকলকেন্দ্র ও অত্যাধুনিক বাসস্ট্যান্ডের দাবি জানিয়ে আসছেন। এবার কী আশ্বাস দেন মুখ্যমন্ত্রী, জানতে চাইছেন গাজোলের আমজনতা।

এদিন বিকেলে মাঠ পরিদর্শনের পর সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি আব্দুর বলেন, 'ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মুখ্যমন্ত্রীর গাজোল সফরে আসার কথা রয়েছে। এখানে তিনি দলীয় সমাবেশে যোগ দেবেন। গাজোলবাসী এবং গাজোল কলেজ মাঠকে বরাবরই পছন্দ করেন মুখ্যমন্ত্রী। এখানে সভা করতে বরাবরই উৎসাহী তিনি। আমরাও চাই মুখ্যমন্ত্রীর কর্মসূচি গাজোলে হোক। যোগাযোগ ব্যবস্থা ভালো থাকায় দূরদূরান্তের মানুষ এখানে আসতে পারেন। প্রাথমিকভাবে যা খবর, তাতে আগামী ৩ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রী আসতে পারেন। তবে মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় আমরা।'

প্রসঙ্গত, ২০২০ সালের ৫ মার্চ আদিবাসীদের গণবিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ গিতে এখানে এসেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। '২১-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে ১০ ফেব্রুয়ারি গাজোলে আসেন তিনি। গ্রাম পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগে '২৩-এর ১ জানুয়ারি প্রশাসনিক সভা করেন এখানে। লোকসভা নির্বাচনের আগে গত বছর ৪ এপ্রিল গাজোলে সভা করেন মমতা। ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে আসতে পারেন '২৬-এর ভোটকে পাখির চোখ করে।

অপেক্ষায় দল

- ৩ ডিসেম্বর মুখ্যমন্ত্রীর গাজোলে আসার কথা
- গাজোল কলেজ মাঠকে বরাবরই পছন্দ করেন মুখ্যমন্ত্রী
- এখানে তাঁর দলীয় সমাবেশে যোগ দেওয়ার কথা
- মুখ্যমন্ত্রীর দপ্তর থেকে সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব

পাহাড়ি রাস্তায় কমলালেবুর পসরা সাজিয়ে ক্রেতার অপেক্ষা। (নীচে) সিটিংয়ের বাগানে মরশুমের প্রথম কমলা। সোমবার ছবিগুলি তুলেছেন সুশান্ত পাল ও শুভঙ্কর চক্রবর্তী।

কুমারগ্রামে হাতির হানায় জখম এক

কুমারগ্রাম, ২৪ নভেম্বর : কালীপুজোর মেলা দেখে ফেরার পথে রবিবার রাতে হাতির হামলায় জখম হলেন কুমারগ্রামের ঘাকসাপাড়া লক্ষ্মীবাড়ির বাসিন্দা ধনকুমার রায়। ঘটনার পর রাতেই স্থানীয়রা ও ভক্কা রেঞ্জের কর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে কামাখ্যাগুড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য জখম ব্যক্তিকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে রেফার করা হয়। সোমবার সকালে সেখান থেকে আহত ব্যক্তিকে কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি।

আহতের দাদা সুশান্ত রায় বলেন, 'এলাকারই একটি জায়গায় পাকা ধান খাচ্ছিল হাতিটি। ভাই সাইকেল চালিয়ে বাড়ি ফেরার সময় হাতিটি ভাইয়ের পিছু নেয়। এরপর একটি বাড়ির সামনে ভাইকে শুঁড়ে পেঁচিয়ে রাস্তায় ছুড়ে ফেলে। লাথিও মারে।'

এই ঘটনার পর সোমবার সকাল থেকে বন দপ্তরের তরফে এলাকায় মাইকিং করে স্থানীয়দের সতর্ক থাকতে বলা হয়। ভক্কা রেঞ্জের এক অফিসার জানান, হাতির হানা রুখতে বনকর্মীরা রাতভর পাহারা দিচ্ছেন। মানুষ ও বন্যপ্রাণী সংঘাত এড়াতে হাতির গতিবিধির উপর নজরদারি রাখা হচ্ছে।

কর্মখালি

বিধান মার্কেটে Electronics Accessories এর দোকানে (11-8 P.M.) 2 জন ছেলে/ মেয়ে চাই। (বেতন: 10 K) M : 98325-33383. (C/119148)

●

গার্ড ও সুপারভাইজার (10,000/- থেকে 14,000/-) ও গ্লাস ফ্যাক্টরির জন্য স্টাফ (12,000/-) চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, মাসে 4টা ছুটি। M :- 86536 09553, 85098 27671. (C/119148)

●

শিলিগুড়িতে চিমনী সেলস ও সার্ভিসিং করার জন্য ছেলে ও মেয়ে নিয়োগ করা হচ্ছে। ফিক্সড বেতন - ১৪,১০০/- ও ইনসেন্টিভ। কাজের সময় সকাল ৮-৩০ থেকে ২ টা। Ph :- 8250106017. (C/119154)

অ্যাফিডেভিট

The date of birth was printed wrongly as 31.12.2000 in my Birth Certificate. Now before the J.M. Court, 1st class, Jalpaiguri by affidavit I declared that my actual date of Birth is 31.12.2002. Subham Choudhary, Jalpaiguri. (C/119203)

●

I, Md Ibrahim, S/o- Saifuddin, Vill- Hosenpur, P.O- Goalpara, P.S- Chanchal, Dist- Malda. Vide an affidavit made dated 12/11/2025 before JM 1st Court at Chanchal that (1) Md Ibrahim & Md Ebrahim (2) Masuda Khatun & Masuda Bibi are the same and one identical person. (C/119401)

●

আমার পাসপোর্ট No. 8737992 -এ আমার বাবার নাম ভুলবশত Biplab Chakraboty থাকায় গত ৭/১১/২৫ Ld. J.M. 1st Class সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে Biplab Chakraborty ও Biplab Chakraboty উভয়ই একই ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হল। শুভ শংকর চক্রবর্তী, এইচ. এন. রোড, কোচবিহার।

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৩৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৪১৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১৮০০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৫৪৪৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৫৪৫৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

আজ টিভিতে

কেমন হবে লাজু-অনুভব-বনলতার সম্পর্কের সমীকরণ?
কনে দেখা আলো রাত ৯.৩০ জি বাংলা

সিনেমা

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ মেজবউ, দুপুর ১২.০০ অভিমান, ২.৩০ চিতা, বিকেল ৫.০০ বেদের মেয়ে জোসনা, রাত ১০.৩০ শতরূপা
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ দুই পৃথিবী, দুপুর ১.০০ শত্রুর মোকাবিলা, বিকেল ৪.৩০ মহান, সন্ধে ৭.৩০ বন্ধন, রাত ১০.৩০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ শপথ নিলাম
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ ক্রিমিনাল
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অধিকার
অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৩ দ্য কেরালা স্টোরি, দুপুর ২.০৭ অ্যাতরাজ, বিকেল ৪.৫১ স্যামি-টু, সন্ধে ৭.৩০ অজয়, রাত ৯.৫০ কমান্ডো-থ্রি
জি সিনেমা এইচডি : দুপুর ১.৩০ সূর্য দ্য সোলজার, বিকেল ৪.৩৫ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি, রাত ১১.০০ রাউডি নাম্বার ওয়ান
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.৩১ লভ হস্টেল, ২.০৮ মিশন মজনু, বিকেল ৪.২০ রঙ্গি, সন্ধে ৬.২০ কিসমত কানেকশন, রাত ৯.০০ ডাঙ্কি, ১১.৪৫ ব্লার

লভ হস্টেল দুপুর ১২.৩১ অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি

পিটার র‍্যাবিট বিকেল ৩.৫৫ রমেডি নাউ

জি বলিউড : সকাল ১০.৫৭ পেয়াসা সাওয়ান, দুপুর ২.০৩ বোল রাধা বোল, বিকেল ৫.১৬ দাদাগিরি, রাত ৮.০০ অন্দাজ, ১১.০৭ অঙ্গারে
রমেডি নাউ : দুপুর ১২.১৫ লভ অ্যাকচুয়ালি, বিকেল ৩.৫৫ পিটার র‍্যাবিট, রাত ৯.০০ ফান উইথ ডিক অ্যান্ড জেন

আফ্রিকাজ ডেডলিয়েস্ট সন্ধে ৭.০০ ন্যাট জিও ওয়াইল্ড

প্লাস্টিকের জন্য বিপদবার্তা জলদাপাড়ায়

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২৪ নভেম্বর : প্যাকেটজাত খাবার খেয়ে অনেকেই সেই প্যাকেট যত্রতত্র ফেলে দেন। এতে পরিবেশ তথা প্রাণীজগতের যে কতটা ক্ষতি হতে পারে, তা সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিও পোস্ট করে দেখালেন জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের ডিএফও পারভিন কাশোয়ান। জলদাপাড়ার কোর এলাকায় পাওয়া যাচ্ছে প্লাস্টিকের বর্জ্য। এই এলাকায় সাধারণ মানুষ যেতে পারে না, শুধু বনকর্মীদের যাওয়ার অনুমতি রয়েছে। এরকম জায়গাতেও প্লাস্টিকের বর্জ্য মেলায় উদ্বিগ্ন বনকর্তারা।

জঙ্গলের কোর এলাকা বুনোদের সুরক্ষিত চারণভূমি। একদিকে জঙ্গলে যেমন তারা ঘুরে বেড়ায়, তেমনই পাশের নদীতে জলও খেতে আসে। সাধারণ মানুষের প্রবেশ এখানে নিষিদ্ধ হলেও যত পরিমাণ প্লাস্টিক বর্জ্য মিলছে, তা ভাবাচ্ছে বনকর্তাদের। ওই প্লাস্টিক কোনওভাবে বুনোদের পেটে গেলে তাদের ক্ষতি হবে। তাহলে কীভাবে ওই এলাকায় প্লাস্টিক বর্জ্য পৌঁছাচ্ছে? বনকর্তাদের পর্যবেক্ষণ, নদীর মাধ্যমে জঙ্গলে প্লাস্টিক পৌঁছে যাচ্ছে। গত অক্টোবরে নদীর প্লাবনে প্রচুর প্লাস্টিক বর্জ্য জঙ্গলে পৌঁছেছে। ডিএফও বলেন, 'ভিডিওর মাধ্যমে জাতীয় উদ্যানে প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলা নিয়ে সচেতনতা করা হচ্ছে, এমনটা নয়। জাতীয় উদ্যানে প্লাস্টিক বর্জ্য ফেলা নিষিদ্ধই রয়েছে। কিন্তু তা কীভাবে একটি জায়গা থেকে অনেক দূরে আসতে পারে, সেটা বোঝানোর জন্য এই ভিডিও করা হয়েছে। মানুষ অনেক সময় ছোট নদী, ঝোরায় প্লাস্টিকের সামগ্রী ফেলে দেয়। রাস্তায় চলতে গিয়েও ওটা করা হয়। সেটা নদীর মাধ্যমে কোথায় পৌঁছাতে পারে, সেটাই দেখানো হয়েছে।'

প্লাস্টিক বর্জ্যের ক্ষতিকর প্রভাব পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে বক্সা টাইগার রিজার্ভ সহ হাতির করিডরগুলিতেও। আলিপুরদুয়ারের প্রবীণ আইনজীবী তথা পরিবেশকর্মী সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'প্লাস্টিক সামগ্রীর অনেক ক্ষতিকর দিক রয়েছে। এর কারণে ভূগর্ভে জল পৌঁছাতে পারে না। সেই জিনিস কোনও জীবজন্তু খেয়ে ফেললে তাদের প্রাণ সংকট হতে পারে।'

বাংলা ফুটবল দলে হলদিবাড়ির কাবেরী

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : ক্লাসরুম নয়, সবুজ মাঠে স্বাচ্ছন্দ্যে থাকত মেয়েটি। বল দখলের লড়াইয়ে ছেলেদের টেক্কা দিত অনায়াসে। মেয়েটির পায়ের স্কিলে যে জাদু রয়েছে, জহুরির চোখে দেখেছিলেন দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ দত্ত। তাঁর তত্ত্বাবধানে শুরু হয়েছিল মেয়েটির 'নতুন ক্লাস'। হলদিবাড়ি ব্লকের দেওয়ানগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩ নম্বর হুদুমডাঙ্গার কাবেরী রায় এখন অনূর্ধ্ব-১৭ বাংলা ফুটবল দলের সদস্য হয়ে সোমবার রওনা দিল অন্ধ্রপ্রদেশের উদ্দেশে। ক্ষুদ্র চাষির ঘরের মেয়ে নবম শ্রেণির ছাত্রী রাজ্য দলে সুযোগ পাওয়ায়, জাতীয় দলেও ডাক পাবে, স্বপ্ন দেখতে শুরু করে দিয়েছে দেওয়ানগঞ্জ।

ক্লাসের বাকিরা যখন অঙ্ক কষছে বা বাংলা বই নিয়ে ব্যস্ত, তখন কাবেরীর চোখ থাকত সবুজ মাঠের দিকে। অপেক্ষা করে থাকত কখন পায়ে উঠবে চামড়ার গোলাকার বস্তুটি। স্কুল ছুটি হতেই ছুটে যেত দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পে। অবশ্য এখানে তাকে নিয়ে এসেছিলেন ক্রীড়া শিক্ষক প্রসেনজিৎ। ফুটবল পায়ে ছেলেদের সঙ্গে সমানতালে দাপিয়ে ঘাম ঝরাত মেয়েটি। কাবেরীর বাবা বটকৃষ্ণ রায় বলছিলেন, 'ছোটবেলা থেকেই ফুটবল খেলার নেশা মেয়ের। বাড়ির আশপাশে যখন ছেলেরা ফুটবল খেলত, সেখানে ও চলে যেত। কিন্তু মেয়ে বলে অনেকে ওকে খেলতে নিতে চাইত না। পঞ্চম শ্রেণিতে পড়াকালীন দেওয়ানগঞ্জ কোচিং ক্যাম্পে পাঠিয়ে দিই। আজ খুব ভালো লাগছে।' মা জ্যোৎস্না রায় বলেন, 'একটু মোটা হওয়ায় একসময় কম বিদ্রুপ শুনতে হয়নি। কিন্তু মুখ বন্ধ রেখে ও নিজের কাজটি করে গিয়েছে। যার জন্য স্কুল স্তরে জেলা দলে প্রতিনিধিত্ব করে। এবার তো রাজ্য দলে সুযোগ পেল।' কয়েকদিনের চূড়ান্ত পর্যায়ের ট্রায়াল চলছিল কলকাতায়। ট্রায়ালে ভালো খেলায় ১৮ জনের দলে সুযোগ করে নিয়েছে কাবেরী। কাবেরী যে বাংলা দলে সুযোগ পেয়েছে, তা আর অজানা নয় দেওয়ানগঞ্জের। গ্রামের মেয়ের এমন সাফল্যে খুশি সকলেই। কাবেরীর এই উত্থান নিয়ে স্কুল শিক্ষক তথা কোচিং ক্যাম্পের প্রশিক্ষক প্রসেনজিৎ বলেন, 'নিজের প্রচেষ্টা ও কঠোর পরিশ্রমের মধ্যে দিয়ে আজ এই জায়গায় পৌঁছাতে পেরেছে কাবেরী। আগামীতে জাতীয় দলে ঠিক জায়গা করে নেবে এই আশা রাখছি।'

e-Tender Notice
Office of the BDO&EO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-018/2025-26** Last date of online bid submission **20/12/2025 Hrs 09:00 AM**. For further details you may visit https://wbtenders.gov.in
Sd/-
BDO&EO, Banarhat Block

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/05/2025-26(3rd Call), Dt. 24/11/2025, Last date and time for bid submission- 19/12/2025 at 16.50 Hrs. For more information please visit : www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Developement Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

e-TENDER NOTICE
Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/eNIT-02/2025-26 (2nd Call) MEMO No. 3786/JM Date: 20/11/2025
Tender ID: 2025_MAD_957905_1
Tender ID: 2025_MAD_957905_2
Tender ID: 2025_MAD_957905_3
Tender ID: 2025_MAD_957905_4
Tender ID: 2025_MAD_957905_5
2) WBMAD/JM/APAS/eNIT-03/2025-26 (2nd Call) MEMO No. 3787/JM Date: 20/11/2025
Tender ID: 2025_MAD_957945_1
Tender ID: 2025_MAD_957945_2
Tender ID: 2025_MAD_957945_3
Last date of bidding (On line) dated:- December 22, 2025 at 12:00 Hrs.
Details of which are available in the web portal www.wbtenders.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

UTTAR BANGA KRISHI VISWAVIDYALAYA
Pundibari, Cooch Behar
Notice Inviting Tender (NIT)
Offline tenders are being invited from reputed agencies for (a) Disposal of Live trees and (b) For supply of Animal Feeds on Annual Rate contract. For details please visit **www.ubkv.ac.in**
Registrar (Actg.)

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল আলম বক্স, পিতা- নুর বক্স, গ্রামঃ ও পোঃ জাবরামালী, থানা ঃ ময়নাগুড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি এবং গোলাম মোস্তাফা, পিতা- জলিলউদ্দিন, গ্রাম ঃ দক্ষিণ গোঁসাইরহাট, পোঃ গোঁসাইরহাট থানা ঃ ধূপগুড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি। ইনি রিপন কুমার পাল, পিতা- নরেন্দ্র পাল, সাং- ১৬৭/১ শ্রীপুর কিরণ বাবুর বাগান, ওয়ার্ড নং- ২০, পোঃ- মধ্যমগ্রাম বাজার, থানা- মধ্যমগ্রাম, জেলা- চব্বিশ পরগনা, যা আমোক্তাকারী হিসাবে রামপ্রসাদ পাল, পিতা- সুকুমার পাল, সাং- গোবিন্দপল্লি, ওয়ার্ড নং- ১৫, থানা ঃ ধূপগুড়ি, জেলা ঃ জলপাইগুড়ি। আমোক্তারনামা দলিলের নং - I-6224, তারিখ - 24/03/2023। জমির তপশিল- থানা ও এডিএসআর অফিস- ধূপগুড়ি, বি. এল. এল. অ্যান্ড আর. ও অফিস- ধূপগুড়ি, মৌজা- ধূপগুড়ি, পরগনা মরাঘাট, তৌজি- ৮৫, এল. আর. জে. এল নং- ৮৯, ধূপগুড়ি পৌরসভা ১৫ নং ওয়ার্ড। এল. আর. খতিয়ান নং- ৩৩৩৩, সাবেক দাগ নং- ৭৭১, জমির পরিমাণ ১৬.৫ ডেসিমেল মাত্র। জমিটি ক্রয় করিতে যাচ্ছে এবং খুব শীঘ্রই জমিটি ক্রয় করিবেন। কাহারো কোনও ওজর আপত্তি থাকিলে ৭ দিনের মধ্যে জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।

Sitanath Mukherjee
Advocate
Dhupguri, Jalpaiguri
Enrolment No. F/1149/1025/2002
E-mail : sitanathmukhopadhyay9@gmail.com
Mobile - 97490-47720

NOTICE INVITING e-TENDER N.I.e.T. No. WB/APD-I/BDO-ET/10/2025-26, Dt. 21/11/2025, Last date and time for bid submission- 19/12/2025 at 16.50 Hrs. For more information please visit : www.wbtenders.gov.in
Sd/-
Block Developement Officer
Alipurduar-I Development Block
Panchkolguri :: Alipurduar

UNIVERSITY OF NORTH BENGAL
EXAMINATION NOTIFICATION
[P.G. & U.G. under D.E. Mode]
The students are requested to visit ***www.nbu.ac.in*** or ***https://cdoe.nbu.ac.in*** for detailed information regarding P.G. & U.G. Odd & Even Semester Examinations (under Distance and Online Education Mode) held in **January, 2026**.
Advt. No. 35/R-2025, dated : 25.11.2025 **Registrar (Acting)**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় আর্থিক লেনদেন নিয়ে অংশীদারের সঙ্গে মনোমালিন্য। কর্মক্ষেত্রে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তর্কাতর্কিতে আটকে যেতে পারে পদোন্নতি। বৃষ : বহুজাতিক কোম্পানিতে চাকরির সম্ভাবনা। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা-মোকদ্দামার ফল আপনার পক্ষে যাবে। অর্থনৈতিক সমস্যা কেটে যাবে। মিথুন : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বর সাংগঠনিক দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণে দায়িত্ব আরও বাড়বে। বাবা-মাকে নিয়ে তীর্থভ্রমণের স্বপ্ন সফল হবে। কর্কট : সামান্য ভুলে পরিবারের সদস্যের কাছে অপমানিত হতে পারেন। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় আর্থিক বাধা কেটে যাবে। কর্মক্ষেত্রে পদমর্যাদা বাড়বে। সিংহ : বন্ধুর পরামর্শে কোনও অনামী আর্থিক প্রতিষ্ঠানে টাকা রেখে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা। বাইরের খবার থেকে পেটে সংক্রমণের আশঙ্কা। কন্যা : বহুদিনের বকেয়া ফেরত পেয়ে উপকৃত হবেন। প্রেমে কোনও তৃতীয় ব্যক্তির কারণে অশান্তি হতে পারে। মায়ের স্বাস্থ্য নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। তুলা : নতুন জমি কেনার আগে অভিজ্ঞের পরামর্শ নিন। পথেঘাটে একটু সাবধানে চলাচল করুন। পায়ের হাড়ে আঘাত লাগার সম্ভাবনা। বৃশ্চিক : শরিকি সম্পত্তি নিয়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে ঝামেলা মিটিয়ে ফেলতে পারবেন। আপনার উদ্ধত আচরণের কারণে কর্মক্ষেত্রে সমালোচিত হবেন। ধনু : স্বদেশি বা বিদেশি কোম্পানিতে লোভনীয় চাকরির প্রস্তাব পাবেন। বন্ধুর পরামর্শে ব্যবসায় কর্মচারী সমস্যা মিটে যাবে। মকর : একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে। আধ্যাত্মিক চিন্তায় আগ্রহ বাড়বে। স্ত্রীর ভাগ্যে প্রচুর ধনলাভ। জনহিতকর কাজে অংশ নিয়ে সম্মানিত হবেন। কুম্ভ : স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। সন্তানের উচ্চশিক্ষায় বিদেশে যাওয়ার বাধা কাটবে। বেহিসেবি খরচে রাশ টানতে না পারলে সমস্যা বাড়বে। মীন : স্বামী-স্ত্রীর যৌথ প্রচেষ্টায় কোনও সমস্যার সমাধান হবে। বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমনে আনন্দের পরিবেশ। পথে চলাফেরা একটু সাবধানে করুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৮ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ৪ অগ্রহায়ণ, ২৫ নভেম্বর, ২০২৫, ৮ অঘোন, সংবৎ ৫ মার্গশীর্ষ সুদি, ৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।২, অঃ ৪।৪৭। মঙ্গলবার, পঞ্চমী রাত্রি ৭।৯। উত্তরাষাঢ়ানক্ষত্র রাত্রি ৯।২১। গণ্ডযোগ দিবা ১১।৩১। ববকরণ প্রাতঃ ৬।৪৩ গতে বালবকরণ রাত্রি ৭।৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-মকররাশি বৈশ্যবর্ণ মতান্তরে শূদ্রবর্ণ নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী রবির দশা, রাত্রি ৯।২১ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী চন্দ্রের দশা। মৃতে- ত্রিপাদদোষ, রাত্রি ৯।২১ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ৭।৯ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি ৭।২৩ গতে ৮।৪৩ মধ্যে ও ১২।৪৫ গতে ২।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৬।২৬ গতে ৮।৬ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- সীমন্তোন্নয়ন। বিবাহ- রাত্রি ৮।২৪ গতে ৯।২১ মধ্যে কর্কটলগ্নে সুতহিবুকযোগে বিবাহ পরে রাত্রি ১২।৫১ মধ্যে কর্কট ও সিংহলগ্নে পুনঃ রাত্রি ৩।১ গতে শেষরাত্রি ৬।২ মধ্যে তুলা ও বৃশ্চিকলগ্নে সুতহিবুকযোগে যজুর্বিবাহ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- পঞ্চমীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। ষটপঞ্চমীব্রত। বিভাপঞ্চমী (বিহার)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।০ মধ্যে ও ৭।৪২ গতে ১১।১৩ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩২ গতে ৮।২৬ মধ্যে ও ৯।২০ গতে ১২।১ মধ্যে ও ১।৪৯ গতে ৩।৩৬ মধ্যে ও ৫।২৪ গতে ৬।২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ৭।৩২ মধ্যে।

এক হোয়াটসঅ্যাপেই বিজ্ঞাপন

জন্মদিনে অথবা
বিবাহবার্ষিকীতে
শুভেচ্ছা জানাতে,
হবু জামাই অথবা
পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির
খোঁজ পেতে অথবা
শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে,
কখনও বা হারিয়ে যাওয়া
প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

একইভাবে ফেসবুকেও বিজ্ঞাপন দিতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ভেলা ছেড়ে নদীতে ঝাঁপ পাচারকারীদের

বালি চুরি রুখতে পুলিশি অভিযান

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : হঠাৎ করে দেখলে মনে হতে পারে কোনও সিনেমার শুটিং চলছে। তবে সোমবার দুপুরে শীতলাপাড়ার কাছে মহানন্দা নদীতে যে ঘটনা ঘটল তা দেখে অবাক সেখানে থাকা মানুষজনও। কিন্তু কী এমন ঘটেছে?

মহানন্দা থেকে বালি, পাথর চুরি রুখতে এদিন দুপুরে হঠাৎই এনজেপি থানার পুলিশ শীতলাপাড়ার কাছে হানা দেয়। সে সময় নদীতে অসংখ্য থার্মোকলের ভেলা ভাসিয়ে দিব্যি বালি, পাথর তোলা চলছিল। অনেকে সেই ভেলা নদীর পাড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এমন সময়ই হঠাৎ করে লাঠি উঁচিয়ে এনজেপি থানার সাদা পোশাকে পুলিশ দৌঁড়ে আসতে দেখে ভেলা ছেড়ে যে যার মতো নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে মাটিগাড়া থানার অন্তর্গত কলা বস্তির দিকে উঠে যায়। নদীর জল পার করে অবশ্য পুলিশ সেদিকে যেতে পারেনি। সে কারণে কাউকে ধরাও সম্ভব হয়নি। তবে নিয়মিত ওই এলাকায় অভিযান চালানোর কথা পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'অবৈধভাবে যেখানে বালি, পাথর তোলা হচ্ছে সেখানে অভিযান চলছে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে।'

দিনের বেলায় যে কোনও সময় তৃতীয় মহানন্দা সেতু থেকে মাটিগাড়া-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কলা বস্তির দিকে তাকালেই দেখা যায়, অগুন্তি সাদা থার্মোকলের ভেলা নদীর মধ্যে ভেসে বেড়াচ্ছে। প্রতিটি ভেলাতে কয়েকজন করে বালি, পাথর তুলছে। আর সেগুলি নদীর পাড়ে এসে জমা করে ট্রাকে তুলে পাচার করে দেওয়া হচ্ছে।

মহানন্দা ও বালাসন নদী যেখানে মিলছে সেখানেই রয়েছে কলা বস্তি। সেখানে মহানন্দা নদী থেকে বালি, পাথর তোলার ক্ষেত্রে প্রশাসনের তরফে ঘাটের কোনও লিজ দেওয়া হয়নি। কিন্তু বছর তিনেক ধরে সেই জায়গা থেকে বালি চুরি হচ্ছে বলে একাধিকবার অভিযোগ উঠেছে। মাটিগাড়া থানার তরফে বার কয়েক অভিযান করা হলেও বালি চুরি বন্ধ হয়নি। উলটে কলা বস্তি ছাড়িয়ে গ্রামবাসীদের একাংশ শীতলাপাড়া ও নৌকাঘাটের দিকে এসে নদী থেকে একইভাবে বালি, পাথর তুলতে শুরু করেছে। যা

> অবৈধভাবে যেখানে বালি, পাথর তোলা হচ্ছে সেখানে অভিযান চলছে। পাশাপাশি নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হচ্ছে।
>
> **রাকেশ সিং,** *ডিসিপি (পূর্ব)*
> *শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশ*

নিয়ে এনজেপি থানায় স্থানীয়রা অভিযোগ দায়ের করেন কয়েকদিন আগে।

এলাকাবাসীর একাংশের অভিযোগ, কলা বস্তিতে ভোর থেকে সন্ধ্যা গড়ানোর আগে পর্যন্ত প্রতিদিন বালি, পাথর চুরি হয়। স্থানীয়দের কথায়, ভেলায় করে নিয়ে আসা বালি, পাথর বাঁধের নীচে ট্রাক নামিয়ে বোঝাই করা হচ্ছে। প্রতিদিন অগুন্তি ট্রাক নদীর মধ্যে নামছে। এভাবে চলতে থাকলে নদীর অস্তিত্ব সংকটে পড়বে। যদিও এদিনের পুলিশি অভিযানের পর বালি, পাথর চুরি কিছুটা কমবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন অনেকে। তবে এধরনের অভিযান যাতে লাগাতার চলে সেই দাবি জানিয়েছেন তাঁরা।

তৃতীয় পক্ষের হাত? ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের প্রশ্নে পুলিশ

জোড়া দেহ উদ্ধারে রহস্যই

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : প্রায় ৯ দিন পরেও থারুঘাটিতে স্বামী, স্ত্রীর জোড়া দেহ উদ্ধারের ঘটনার কোনও কিনারা করতে পারেনি পুলিশ। আদৌ তাঁদের দুজনকে অন্য কেউ খুন করেছিল নাকি স্বামী তপন রায় প্রথমে স্ত্রী অণিমা রায়কে ধারালো অস্ত্র দিয়ে হত্যা করে তারপর নিজে আত্মঘাতী হন সে বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য তদন্তকারীদের হাতে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে ঘটনার কিনারা করতে ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারস্থ হয়েছেন পুলিশ আধিকারিকরা। সেইমতো সোমবার ঘটনাস্থলে চার সদস্যের একটি দল ঘটনাস্থল পরিদর্শন করে। ঘটনাস্থল পরিদর্শন করার পাশাপাশি ক্রাইম সিন অ্যাজামসান (ঘটনার মুহূর্ত কল্পনা) করেন ফরেন্সিক দলের সদস্যরা।

এদিন ফরেন্সিক দল আসার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে আসেন মৃত ওই দম্পতির দুই ছেলে সহ এলাকার বাসিন্দারা। মৃত দম্পতির বড় ছেলে সুজন রায় বলেন, 'গোটা ঘটনার সত্যতা জানতে চাই আমরা। প্রথম থেকেই বলছি বাবা ও মাকে কেউ খুন করেছে। সেই খুনির শাস্তি চাই।'

এদিকে, তল্লাশি চালিয়েও এদিন কোনও অস্ত্রের খোঁজ পাননি ফরেন্সিক দলের সদস্যরা। যদিও প্রথম থেকে পুলিশের দাবি ছিল, তপন প্রথমে ধারালো অস্ত্র দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করেন। পরে নিজের গলাতেও তা চালানোর চেষ্টা করেন। তা না পেরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মঘাতী হন। এদিন ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের কাছেও একই দাবি করে পুলিশ। যা শুনে তাঁরাও অবাক হয়ে যান। এই যুক্তি শুনে তাঁরা পালটা প্রশ্ন করেন, 'গলায় আঘাত করে মৃত্যুর চেষ্টা করার পর আবার ফাঁস দেওয়া!'

যেখানে তপনের দেহ উদ্ধার হয়েছিল সেখানে দুটি বড় গাছ রয়েছে। সেই জায়গাতে যান ফরেন্সিক দলের সদস্যরা। দুটি গাছের মধ্যে একটি গাছ অপেক্ষাকৃত ছোট। ওই

ঘটনাস্থলে পুলিশ ও ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞরা। সোমবার। -সংবাদচিত্র

গাছের ডালেই ফাঁস লাগানো অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল তপনের দেহ। সেই গাছ থেকে কয়েক পা দূরেই রয়েছে একটি বড় গাছ। ফরেন্সিক বিশেষজ্ঞদের কাছে পুলিশ জানায়, বড় গাছের উঁচু ডালে অণিমার শালের ছেড়া অংশ পাওয়া গিয়েছে। পুলিশের দাবি, গলায় আঘাতের পর তপন ওই গাছেই নিজেকে শেষ করার দ্বিতীয় চেষ্টা করেছিলেন। কোনও কারণে সেই প্ল্যান ফেল হওয়ায় অপেক্ষাকৃত ছোট গাছের ডালে ফাঁস লাগান তিনি। যদিও যে গাছে তপনের দেহ পাওয়া যায় সেই গাছের ডালের উচ্চতা মাটি থেকে মাত্র ছ'ফুট। তপনের উচ্চতা পাঁচ ফুট সাত ইঞ্চি। এখানেই একাধিক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে, অপেক্ষাকৃত উঁচু গাছের ডালে নিশ্চিত মৃত্যুর চেষ্টা না করে কেন নীচু গাছের ডালে ফাঁস দিলেন তপন? এখানেই প্রশ্ন তাহলে কি স্বামী, স্ত্রীকে খুন করে একজনকে নদীর পাড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। আর একজনকে গাছে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়েছিল?

যদিও এদিনের ফরেন্সিক দলের তথ্য সংগ্রহ নিয়ে মুখ খুলতে চায়নি পুলিশ। ফরেন্সিক দলের সদস্যরাও জানিয়েছেন, তদন্ত চলছে। এখন কোনও মন্তব্য করা সম্ভব নয়। তবে বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'তদন্তের স্বার্থে আমরা সমস্ত দিক খতিয়ে দেখছি। সেকারণেই ফরেন্সিক করাচ্ছি। তবে ঘটনার দিন তপন একটি দোকান থেকে বড় ছুরি কিনেছিল বলে খোঁজ মিলেছে। সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

কাঁচা চা পাতা চুরির অভিযোগ

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : আসিনা চা বাগানে কাঁচা পাতা চুরির অভিযোগে চাঞ্চল্য ছড়াল সোমবার সকালে। অভিযোগ, রবিবার রাতে বাগানের একপাশ থেকে প্রায় ৭০০ কেজি কাঁচা চা পাতা তুলে নিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ঘটনাটি সোমবার সকালে বাগান কর্তৃপক্ষের নজরে আসতেই চোপড়া থানার পুলিশকে বিষয়টি জানানো হয়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

শংসাপত্র বিলি

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : সিএএ আবেদনের সুবিধার্থে সোমবার চোপড়ার তিন মাইল এলাকায় মতুয়া মহাসংঘের তরফে শংসাপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব ছাড়াও বিজেপির উদ্বাস্তু সেলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সভাপতি ডাঃ বাবুলাল বালা, বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলার প্রাক্তন সম্পাদক ভবেশ কর সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। এদিন মোট ৮০ জনের হাতে এই শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৩৯৩, তারিখ ২১.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার/টিআরডি, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা: মালদা, পিন-৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিপন্ন প্রখ্যাত সংস্থা/এজেন্সি/ ঠিকাদারদের নিকট থেকে ওপেন ই-টেন্ডার নোটিস আহ্বান করা হচ্ছে : কাজের নাম : মালদা টাউন ডিভিসনের কনভেনশনাল এয়ার কন্ডিশনগুলিকে বিদ্যুৎ সাশ্রয়কারী ৫ স্টার রেটেড এয়ার কন্ডিশন দ্বারা প্রতিস্থাপনের পরিপ্রেক্ষিতে বৈদ্যুতিক কাজ। টেন্ডার মূল্য : ৮৮,৪২,৩৪৮.৬৪ টাকা। বায়না অর্থ : ১,৭৭,৩০০ টাকা। টেন্ডার নথির মূল্য : শূন্য। ই-টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ২৮.১১.২০২৫ তারিখ থেকে ১২.১২.২০২৫ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিট পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিসবোর্ড : ওয়েবসাইট: www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউনের কার্যালয়। টেন্ডারদাতাগণকে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং নথি পড়ে দেখতে বলা হচ্ছে। কোনো অবস্থাতেই হাতেহাতে দাখিল করা দরপ্রস্তাব গৃহীত হবে না।

MLD-243/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

তোর টিমে তোর পাশে

ক্যারমে মগ্ন শিশুরা। সোমবার কোচবিহারের টাকাগাছ এলাকায় অপর্ণা গুহ রায়ের ক্যামেরায়।

বিক্ষোভ

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : চোপড়া ব্লকের চিতলঘাটা এলাকায় সোমবার ব্লক ভূমি দপ্তর ও পুলিশ যৌথভাবে পরিদর্শন করে বৈধ বালি খাদানের জন্য নির্দিষ্ট জমি চিহ্নিত করে। এদিকে ভূমি দপ্তরের আধিকারিকদের ঘিরে স্থানীয়দের একাংশ এদিন বিক্ষোভ দেখান। তাঁদের দাবি, খতিয়ানভুক্ত জমিতে অনেক সময় বালি তোলা হচ্ছে। এই নিয়ে আগে একাধিকবার ঝামেলাও হয়েছে। এদিন সরকারি আধিকারিকদের কাছে পেয়ে বিষয়টি নিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা।

রক্তদান

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : চোপড়া কমলা পাল স্মৃতি মহাবিদ্যালয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের উদ্যোগে রক্তদান ও চোখ পরীক্ষা শিবির আয়োজন করা হয় সোমবার। এই শিবিরে ৩০ জন রক্তদান করেন। ১১০ জন চোখের পরীক্ষা করান। সংগৃহীত রক্ত ইসলামপুর ব্লাড ব্যাংকের হাতে তুলে দেওয়া হয়।

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার নোটিস নং : সিগ_ডব্লু_৫_পলিসি, তারিখ ২১.১১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল সিগন্যাল অ্যান্ড টেলিকম ইঞ্জিনিয়ার, পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন, মালদা টাউন অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর : ঝলঝলিয়া, জেলা-মালদা, পিন: ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নং: এমএলডিটি_এসএনটি_২৫-২৬_৪২_ওটি, তারিখ ২১.১১.২০২৫। কাজের নাম : মালদা ডিভিসনে ৯টি স্টেশনে বর্তমানের নন-আরডিএসও ধরনের অগ্নি নিরূপণ ও সতর্কীকরণ (ফায়ার ডিটেকশন অ্যান্ড অ্যালার্ম) পদ্ধতির প্রতিস্থাপনের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্য : ৪৬,২৮,১৪৫ টাকা। বায়না অর্থ : ৯২,৬০০ টাকা। টেন্ডার দাখিলের তারিখ ও সময় : ০১.১২.২০২৫ তারিখ থেকে ১৫.১২.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা পর্যন্ত। ওয়েবসাইট বিবরণ ও নোটিস বোর্ড: ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in নোটিস বোর্ড : সিনি. ডিএসটিই অফিস, ডিআরএম বিল্ডিং মালদা।

MLD-242/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দুর্নীতি নিয়ে কর্মীদের বিঁধলেন উদয়ন

দিনহাটা, ২৪ নভেম্বর : দুর্নীতি প্রসঙ্গে তিনি ফের প্রকাশ্যেই সরব। দলে আবারও কানাঘুষো শুরু।

'উপর থেকে নীচুতলা, এককথায় আগাপাশতলা দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। আবাস যোজনার নাম করে বিভিন্ন এলাকার প্রধান ও অঞ্চল সভাপতিরা টাকা তুলছেন। যেসব উপভোক্তার কাছে টাকা পাওয়া যাবে না, তাঁদের নাম ইচ্ছে করে বাদ দেওয়া হচ্ছে। এককথায়, টাকার লোভে যোগ্যদের নাম বাদ দিয়ে অযোগ্যদের নাম ইচ্ছে করে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে। কেউ কেউ তো আবার জুয়ার আসর থেকে টাকা তুলছেন। এভাবে চললে আগামী বিধানসভায় দল বিপাকে পড়তে পারে।' খোদ উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এভাবেই আবার তৃণমূল কংগ্রেসের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হলেন। সোমবার কর্মীসভায় তাঁর বক্তব্যের অডিও ভাইরাল হলে কোচবিহারের রাজনীতিতে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

রবিবার পুরসভার সামাজিক ভবনে দিনহাটা বিধানসভাভিত্তিক তৃণমূলের কর্মীসভা হয়। যেখানে সাহেবগঞ্জ, নয়ারহাট, বুড়িরহাট, চৌধুরীহাট সহ একাধিক অঞ্চলে নাম ধরে ধরে দলীয় কাজকর্ম নিয়ে অভিযোগ ওঠে। নয়ারহাট ও বুড়িরহাট নিয়ে উদয়নের সবচেয়ে বেশি ক্ষোভ ছিল। এই দুই অঞ্চল সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'এই দুই অঞ্চলে ঘরের নাম করে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা তোলা হয়েছে। সেই টাকা অঞ্চল নেতৃত্ব কুক্ষিগত করে রেখেছে। এরকম চলতে দেওয়া যায় না।'

> উপর থেকে নীচুতলা, এককথায় আগাপাশতলা দুর্নীতিতে ভরে গিয়েছে। আবাস যোজনার নাম করে বিভিন্ন এলাকার প্রধান ও অঞ্চল সভাপতিরা টাকা তুলছেন।
>
> **উদয়ন গুহ**
> *উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী*

প্রধান, অঞ্চল সভাপতিদেরও তিনি একহাত নেন। তাঁর কথায়, 'দুর্নীতি নিয়ে আমরা কিছু জানি না, যা করছে পঞ্চায়েত সদস্য করছে বলে তাঁরা বললে আমরা তা মানব না। প্রধান ও অঞ্চল সভাপতি জানেন না এরকমটা হতে পারে না। এভাবে চললে তৃণমূল সুষ্ঠুভাবে জিততে পারবে না।' সভায় শহরের কাউন্সিলার থেকে শুরু করে নানা নেতাকে তিনি সবাধান করেন।

আবাস যোজনার টাকা নিয়ে উদয়নকে এর আগেও সরব হতে দেখা গিয়েছে। তারপরেও যে পরিস্থিতি বদলায়নি তা মন্ত্রীর কথায় স্পষ্ট। এ বিষয়ে উদয়নের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি বললেন, 'ঘরই এল না, টাকা নেওয়ার প্রসঙ্গ কোথা থেকে এল?' নিজের বক্তব্যের বিষয়ে সংবাদমাধ্যমে সেভাবে কিছু বলতে না চাইলেও সভায় যে বিভিন্ন অঞ্চলের নেতাদের সাবধান করা হয়েছে সেই বিষয়টি তিনি স্বীকার করেছেন। দলের বুড়িরহাট অঞ্চল সভাপতি সঞ্জীব বর্মনের অবশ্য দাবি, 'আমাদের অঞ্চল নিয়ে কেউ মন্ত্রীকে ভুল বুঝিয়েছে। সমস্ত অভিযোগই ভিত্তিহীন।' পঞ্চায়েত প্রধান আলিমা খাতুন বিবি এবিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

দলের বিরুদ্ধে মন্ত্রী সরব হওয়ায় বিরোধীরা এই সুযোগে সরব হয়েছে। বিজেপির কোচবিহার জেলা কমিটির সম্পাদক বিরাজ বসু বললেন, 'শিক্ষা থেকে স্বাস্থ্য, তৃণমূলের লাগামহীন দুর্নীতি চলছে। এটি আগামী বিধানসভায় তাদের জন্য বুমেরাং হতে চলেছে। আর তা বুঝতে পেরেই মন্ত্রী বিভিন্ন কর্মীসভায় আত্মসমালোচনা করছেন।'

জিটিএ'র মেয়াদ নিয়ে কটাক্ষ সাংসদের

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) মেয়াদ আর মাত্র ছ'মাস! তারপর অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চারও (বিজিপিএম) কোনও অস্তিত্ব থাকবে না। সোমবার কালিম্পংয়ে এই মন্তব্য করেছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট। যথারীতি পালটা কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজিপিএম। দলের মুখপাত্র শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'অনেকেই স্বপ্ন দেখেন। আমাদের সাংসদও দিবাস্বপ্ন দেখছেন। উনি ২০২১ সালে বিধানসভা ভোটের আগেও একই কথা বলেছিলেন।'

বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সরগরম হচ্ছে পাহাড়ের রাজনীতি। '২১-এর ভোটে পাহাড়ের তিনটি আসনের মধ্যে দার্জিলিং ও কার্সিয়াং দখল করেছিল বিজেপি। কালিম্পংয়ে জয়ী হয়েছিল বিজিপিএম। দুটি দলই এবার তিনটি আসন দখলে রাখতে মরিয়া। যে কারণে সুর চড়াচ্ছেন দার্জিলিংয়ের সাংসদ বিস্ট। সোমবার কালিম্পংয়ে দলীয় কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে বিস্ট হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, 'আগামী বিধানসভা ভোটে রাজ্য থেকে তৃণমূল কংগ্রেস এবং পাহাড় থেকে বিজিপিএম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।' শক্তিপ্রসাদের পালটা হুমকি, 'এবার পাহাড় থেকেই বিজেপি নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন কোচবিহার-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, কোচবিহার - এর একজন বাসিন্দা সম্রাট সর্মাধিকারি - কে 26.08.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 55H 67833 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমি আমার উপার্জনের খুবই অল্প পরিমান অর্থ ব্যায় করেছিলাম আর তাতেই ডিয়ার লটারি আমার ভাগ্য পুরোপুরি বদলে দিয়েছে। আমি এবং আমার পরিবার ভবিষ্যতে জীবনে উন্নতির জন্য সঠিক সময়ের জন্য অপেক্ষা করছিলাম আর আজ সেই দিন। আমি সত্যিই কৃতজ্ঞ ডিয়ার লটারির কাছে এটা আমাকে দেখিয়েছে যে আশা এবং ধৈর্য কখনই বিফলে যায়না।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জায়গা কমছে প্যারেড গ্রাউন্ডে

আলিপুরদুয়ার

আলিপুরদুয়ার, ২৪ নভেম্বর : প্যারেড গ্রাউন্ড হয়তো উত্তরবঙ্গের সবথেকে বড় মাঠ। গোটা রাজ্যেই এত বড় মাঠ খুব বেশি নেই। এই মাঠ এতটাই বড় যে এখানে মেলা, রাজনৈতিক সমাবেশ-যা-ই হোক না কেন, গোটা মাঠটি নিয়ে আয়োজন করা কখনোই সম্ভব হয় না। কিন্তু সেই প্যারেড গ্রাউন্ডের আকার কিন্তু ধীরে ধীরে কমছে। আকারে তা এখনও বিশাল ঠিকই, কিন্তু আগের মতো বড় আর নেই।

সরকারি তথ্য বলছে, এই প্যারেড গ্রাউন্ড একসময় ছড়িয়ে ছিল প্রায় ৪৫ বিঘা জমিতে। আর আজ? সেই আকার অনেক কাটছাঁট হয়েছে। মাঠের কিছু অংশে নির্মাণ হয়েছে। চারদিকে রাস্তা হয়েছে। এ সবকিছুই তো হয়েছে মাঠের জায়গা কমিয়েই। প্যারেড গ্রাউন্ডের সীমানার হিসেব বিগত কুড়ি বছরে অনেকটাই বদলেছে। মাঠের মধ্যে যে ৩০ মিটার করে দুই দিকে এবং ১৫ মিটার করজর দুই দিকে জায়গা ফাঁকা রাখা হয়েছে, সেখানে বিভিন্ন নির্মাণ করা হয়েছে। কোথাও শেড বানানো হয়েছে। কোথাও শৌচাগার বা জলের ট্যাংক থেকে শুরু করে বসার জায়গাও বানানো হয়েছে। এছাড়াও কৃষি দপ্তরের তরফে বিভিন্ন গাছ লাগানোর পরীক্ষানিরীক্ষা ওই জায়গাজুড়ে হয়েছে। মোদ্দা কথা হল, প্যারেড গ্রাউন্ডের চারদিকের সেই ফাঁকা জায়গাটুকু আর মাঠ হিসেবে ব্যবহার করা যায় না।

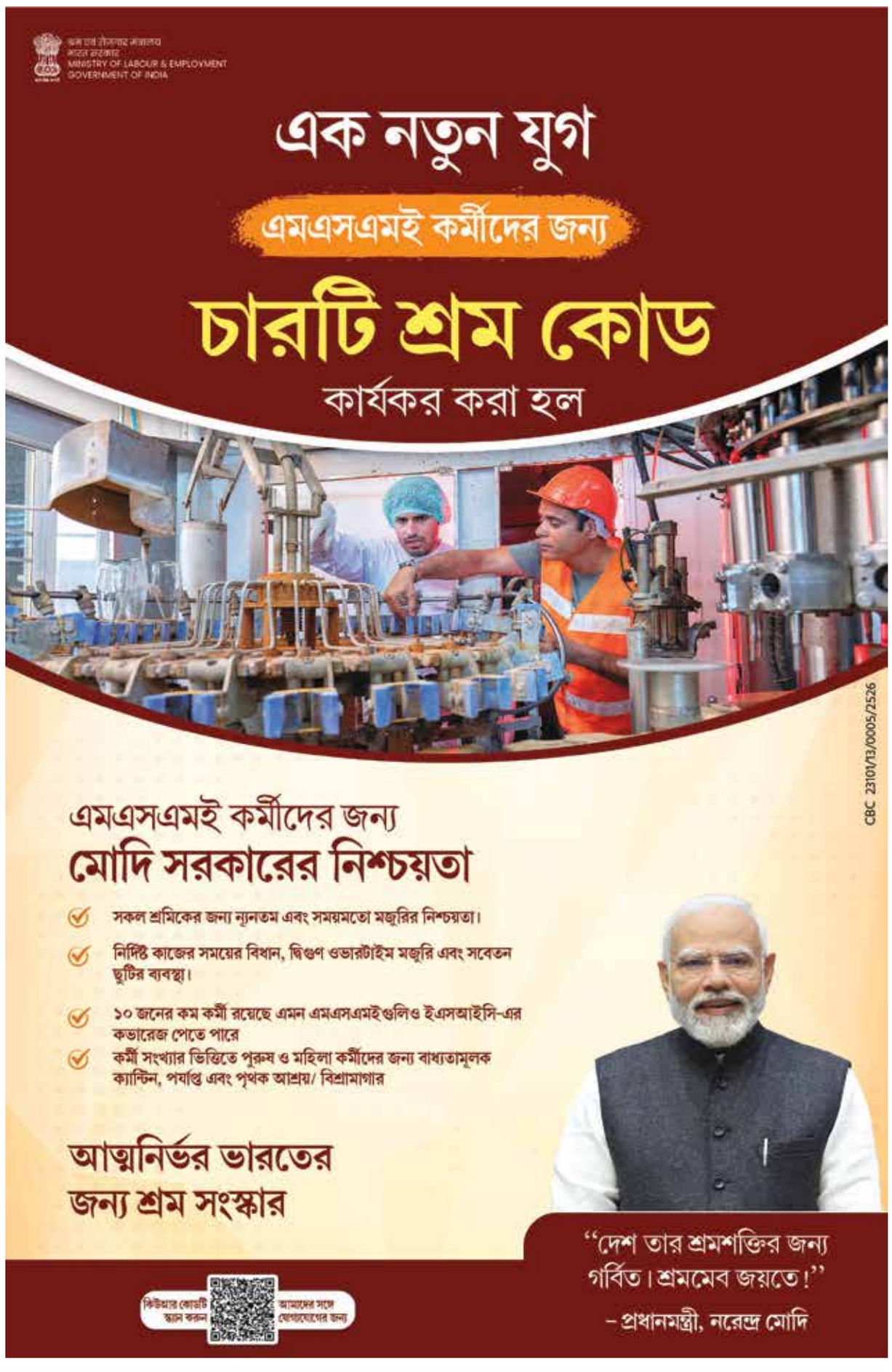

বাড়িতেই প্রসব, মৃত্যু সদ্যোজাতের

চোপড়া, ২৪ নভেম্বর : বারবার ফোন করা সত্ত্বেও আসেনি অ্যাম্বুল্যান্স। শেষমেশ বাড়িতে প্রসব করাতে গিয়ে যমজ সদ্যোজাতের মধ্যে একজনের মৃত্যু হল। ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সোমবার চোপড়া ব্লকের ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েতের মিলিকপাড়া এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়। সময়মতো অ্যাম্বুল্যান্স পরিষেবা না পাওয়ায় ক্ষোভে ফুঁসছে প্রসূতির পরিবার। তাঁরা ব্লক প্রশাসন ও স্বাস্থ্য দপ্তরের কাছে বিষয়টি নিয়ে অভিযোগ জানাবেন বলে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন।

যদিও স্থানীয় স্বাস্থ্যকর্মী ও আশাকর্মীদের দাবি, ওই পরিবারের তরফে তাঁদের কোনও খবর দেওয়া হয়নি। বিএমওএইচ রঞ্জিত সাহা বলেন, '১০২ নম্বরের পরিষেবা বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। বিষয়টি আমাদের আওতায় নেই। পুরো ব্যাপারটা শুনেছি। খোঁজ নিয়ে দেখছি।'

লাগাতার ফোন, আসেনি অ্যাম্বুল্যান্স

প্রসূতির স্বামী আহমেদ হুসেইন বলেন, 'রবিবার রাতে আমার স্ত্রীর প্রসবযন্ত্রণা শুরু হয়। জরুরি সহায়তার জন্য ১০২ নম্বরে বারবার ফোন করি। কিন্তু অ্যাম্বুল্যান্স পাওয়া যায়নি। বাড়িতেই প্রসব করানো হয়। এক সন্তানের মৃত্যু হয়েছে। পরে স্ত্রী ও বেঁচে যাওয়া এক সন্তানকে গাড়ি ভাড়া করে ইসলামপুর সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে যাই।'

সংশ্লিষ্ট এলাকার স্বাস্থ্যকর্মী (এএনএম) শিখা দাস বলেন, 'ওই মায়ের ডিসেম্বরে চতুর্থ চেকআপের সময় ছিল। জানুয়ারিতে প্রসব হওয়ার কথা। কিন্তু হঠাৎ করে প্রসববেদনা হলেও আমাদের কিছুই জানানো হয়নি। বাড়িতে ডেলিভারি করাতে গিয়ে এই বিপত্তি হয়েছে।'

ধৃত কারবারি

খড়িবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কি থেকে ব্রাউন সুগার সহ এক কুখ্যাত মাদক কারবারিকে আটক করে পুলিশের হাতে তুলে দিল এসএসবি। ধৃতের নাম বলাই বর্মন ওরফে জল্পেশ। বাড়ি গৌড়সিংজোত এলাকায়। তাঁর কাছ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয় ১০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার। ধৃতকে সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৪ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

রবিবার রাতে উত্তর রামধনজোত এলাকায় নকশালবাড়ি-পানিট্যাঙ্কি রাজ্য সড়ক দিয়ে বাইকে করে গৌড়সিংজোতের দিকে যাচ্ছিল ধৃত। এসএসবি'র ৪১ নম্বর ব্যাটালিয়নের জওয়ানরা তাঁকে আটক করে তল্লাশি চালান এবং বাইকের ভাইজারে লুকিয়ে রাখা ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। পাচারের কাজে ব্যবহৃত বাইকটিও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। খড়িবাড়ি থানার ওসি অনুপ বৈদ্য জানিয়েছেন, বলাইকে আগেও মাদক কারবারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। তাঁকে জেরা করে বাকি মাদক কারবারিদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

পাচারে করিডর বদল

মোষের ডাম্পিং পয়েন্ট পুণ্ডিবাড়ি

কৌশিক বর্মন

পুণ্ডিবাড়ি, ২৪ নভেম্বর : সোনাপুর আর নয়, মোষ পাচারের একেবারে নতুন করিডর হিসেবে দ্রুত মাথাচাড়া দিচ্ছে পুণ্ডিবাড়ি অঞ্চল। কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ার জেলার সীমানা সংলগ্ন বিস্তীর্ণ এলাকা দীর্ঘদিন ধরেই পশু পাচারের অন্যতম নিরাপদ রুট হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বিশেষ করে পার্শ্ববর্তী রাজ্য অসমে মোষ পাচারের এই নেটওয়ার্ক বহুদিন ধরে সক্রিয়। দীর্ঘদিন মোষবোঝাই কনটেনারগুলির প্রাথমিক ডাম্পিং পয়েন্ট ছিল সোনাপুর। অর্থাৎ, ভিনরাজ্য থেকে মোষ নিয়ে এসে এখানে নামানো হত। গাড়িবদল করা হত। এখন সেই কাজে সোনাপুরের বদলে বেছে নেওয়া হচ্ছে পুণ্ডিবাড়িকে।

সাধারণত বিহারের মুজাফফরপুর, বৈশালী ও ছাপরার মতো জেলা থেকে বড় কনটেনার, ট্রাক বা লরিতে প্রচুর সংখ্যক মোষ আনা হয়। এরপর আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা, জটেশ্বর, সোনাপুর এলাকার নির্জন অংশকে বহুদিন ধরেই পাচারকারীরা ডাম্পিং পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করছিল। ডুয়ার্সের ঘন জঙ্গল, চা বাগান ঘেরা রাস্তা এবং রাতে পুলিশের সীমিত টহলদারি, সব মিলিয়ে এই অঞ্চলগুলো বহু বছর ধরে পাচারকারীদের কার্যত মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠেছিল। তবে গত কয়েক মাস ধরে পুলিশি নজরদারি বেড়েছে। ফলে পুরোনো রুটে চাপ বেড়েছে। আর এখন পাচারচক্রের রুট বদলাতে শুরু করেছে। চাপ এড়াতে পাচারকারীরা বিকল্প পথ হিসেবে পুণ্ডিবাড়ি ও তার আশপাশের গ্রামীণ এলাকা বেছে নিচ্ছে বলে মনে করছেন তদন্তকারীরা। তাঁদের মতে, এই পাচারচক্রের সঙ্গে একাধিক পেশাদার দালাল, পরিবহণ ব্যবসায়ীর যোগসূত্র থাকতে পারে।

গত ৩১ অক্টোবর বাণেশ্বর এলাকায় একটি অসমগামী লরি থেকে ৩১টি মোষ উদ্ধার করা হয়েছিল। তারপর থেকেই পশু পাচারচক্রে পুণ্ডিবাড়ি-যোগের আশঙ্কা সামনে আসে। এরপর রবিবার রাতে পুণ্ডিবাড়ি-সোনাপুর ৩১ নম্বর রাজ্য সড়কের পাশে, পাতলাখাওয়া গ্রামের ছাট সিঙ্গিমারি জঙ্গলে হানা দেয় পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ। সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় ২০টি পূর্ণবয়স্ক মোষ, ২৪টি বাছুর এবং ৪টি কমবয়সি মোষ। পুলিশের ধারণা, এই মোষগুলো এখান থেকে অসমে পাচারের পরিকল্পনা ছিল।

এই বিষয়ে কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার সন্দীপ কাররা বলেন, 'এই মোষ পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকায় ঘটনাস্থল থেকেই অসমের বিলাসিপাড়া থানা এলাকার বাসিন্দা রহিম বাদশাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে এবং তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।'

তদন্তকারীদের দাবি, বিহারের মুজফফরপুর থেকে এই মোষগুলো আনা হয়েছিল অসমের ধুবড়ি, গোলপাড়া ও কোকরাঝাড় জেলার

বাঁশবাগানে মোষ।

নয়া কৌশল

- বিহারের মুজফফরপুর, বৈশালী ও ছাপরার মতো জেলা থেকে প্রচুর সংখ্যক মোষ আনা হয়
- আলিপুরদুয়ার জেলার ফালাকাটা, জটেশ্বর, সোনাপুর এলাকার নির্জন অংশকে পাচারকারীরা ডাম্পিং পয়েন্ট হিসেবে ব্যবহার করছিল
- তবে গত কয়েক মাস ধরে পুলিশি নজরদারি বেড়েছে, পুরোনো রুটে চাপ বেড়েছে

বিভিন্ন বেআইনি পশু বাজারে পাঠানোর উদ্দেশ্যে। ধৃত রহিম বাদশার কাছ থেকে সীমান্তবর্তী একাধিক গোপন রুট, জঙ্গলের ভেতরে লুকোনো ডাম্পিং পয়েন্ট, পাচারকারীদের ব্যবহৃত কোড ওয়ার্ড এবং ভুয়ো চালান তৈরির কায়দা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়ার সম্ভাবনাও রয়েছে।

পুলিশের একটি বড় অংশের মতে, এই নেটওয়ার্ক অত্যন্ত পেশাদারভাবে পরিচালিত হয়। পশু কেনা, পরিবহণ, ভুয়ো চালান তৈরি- প্রতিটি ধাপ আলাদা আলাদা দলের নিয়ন্ত্রণে থাকে। ফলে গোটা চক্র ভাঙতে হলে শুধু পরিবহণ নেটওয়ার্ক নয়, আর্থিক যোগসূত্র, ব্যাংক লেনদেন, এমনকি স্থানীয় দালালদের ভূমিকা- সবকিছু একসঙ্গে খতিয়ে দেখা জরুরি।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
সস্নেহে।। ময়নাগুড়ির ভোটপট্টিতে ছবিটি তুলেছেন মুন্না বণিক।

বকেয়া মেটেনি, বিক্ষোভ চা বাগানে

ফাঁসিদেওয়া, ২৪ নভেম্বর : অভিযোগ, দীর্ঘ ৬ মাস ধরে টালবাহানা চলছে। তারপরও মেলেনি বকেয়া টাকা। এই ইস্যুতে প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হলেন চা শ্রমিকরা। সোমবার ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর সংলগ্ন সৈয়েদাবাদ চা বাগানের ঘটনা। বকেয়া টাকা না পেয়ে এদিন কাজ বন্ধ করে বাগানের ম্যানেজারকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। পরে বকেয়া মেটানোর আশ্বাসে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়।

মে-জুন মাস নাগাদ ঘর সংস্কার ও চুক্তি অনুযায়ী বর্ধিত বেতনের বকেয়া পেয়ে যাওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ, বাগানে আর্থিক মন্দার অজুহাত দিয়ে শ্রমিকদের বারবার ফেরানো হচ্ছে। প্রায় ৭০০ শ্রমিক ৬ মাস ধরে বকেয়া না পেয়ে এদিন ম্যানেজারের কাছে তা মেটানোর দাবি করেন। এরপরই দু'পক্ষের মধ্যে বচসা শুরু হয়। বাগানের কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভে শামিল হন শ্রমিকরা।

পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতেই বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। আলোচনার পর বাগান কর্তৃপক্ষ শ্রমিকদের দ্রুত বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার আশ্বাস দেয়। এরপরই শ্রমিকরা ফিরে যান।

সৈয়েদাবাদ বাগানের ম্যানেজার সব্যসাচী ঘোষের যুক্তি, '২০০৪ সাল থেকে একই কোম্পানি বাগান চালাচ্ছে। কোনওদিন এমন পরিস্থিত হয়নি। শ্রমিকরা আজই বকেয়া চাইছেন। ফান্ডের অভাবে টাকা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। টাকা এলেই শ্রমিকদের ঘরের ২১০০ টাকা দেওয়া হবে।'

বেতন বৃদ্ধির পর এরিয়ারের টাকা তরাই ইন্ডিয়ান প্ল্যান্টার্স (টিপা)-এর অধীনে থাকা কোনও চা বাগানের শ্রমিকই পাননি, দাবি ম্যানেজারের। সব্যসাচী বললেন, 'যখন আমাদের সংগঠনের অন্য বাগান ওই টাকা দেবে, তখন আমরা শ্রমিকদের বকেয়া মিটিয়ে দেব।' আশ্বাসে মন গলছে না শ্রমিকদের। দ্রুত বকেয়া না পেলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন রোহিত এক্কা, জসনিতা তিরকি ও রুম্পা শীলরা।

ভগ্নপ্রায় ভবনে দুই বিদ্যালয়, কমছে পড়ুয়া

প্রোমোটারের গ্রাসে জমি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : একই ছাদের তলায় দুই স্কুল। এদিকে, ভবনের ভগ্নপ্রায় দশা। বৃষ্টি পড়লে শ্রেণিকক্ষে জল পড়ে। চার-পাঁচটি শ্রেণির পড়ুয়াদের পঠনপাঠন চললেও ঘর মাত্র দুটো। সেখানেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক বেঞ্চ নেই। বিদ্যালয়ের যে জিনিসটি পর্যাপ্ত পরিমাণে ছিল, সেই জমিও চুরির অভিযোগ উঠল। একটি বেসরকারি প্রোমোটিং সংস্থা জায়গা দখল করে ঘেরাও দিয়েছে। সবকিছু প্রকাশ্যে ঘটলেও যেন নীরব দর্শকের ভূমিকায় প্রশাসন।

অভিযোগ, চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুলের জমি দখল করা প্রোমোটিং সংস্থাকে মদত দিচ্ছে প্রশাসনেরই একটি অংশ। এই টালমাটাল পরিস্থিতিতে অনেক ছেলেমেয়েই লেখাপড়ার পাট চুকিয়ে অন্ধকার ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়াচ্ছে।

বিষয়টি বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ শিলিগুড়ি শিক্ষাজেলার প্রাথমিক বিদ্যালয় সংসদকে জানিয়েছে। সংস্থার সভাপতি দিলীপ রায়ের সাফ কথা, 'ওই স্কুলের ১.৯ একর জমি রয়েছে। সেটা আমাদের চাই। এই নিয়ে প্রশাসনিক স্তরে আলোচনা চলছে।' দিলীপ জানালেন, তিনি সমস্যাটি শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) নজরে এনেছেন। শিক্ষক-শিক্ষিকা ও অভিভাবকদের একসুরে প্রশ্ন, 'আর কবে পদক্ষেপ করবে প্রশাসন? এভাবে বেশিদিন চললে তো অভিযুক্ত প্রোমোটার কিছুই ছাড়বে না।'

সেই প্রোমোটার নাকি এতটাই প্রভাবশালী যে, শিক্ষক-শিক্ষিকারা সংবাদমাধ্যমে মুখ খুলতে রীতিমতো ভয় পাচ্ছেন। তাঁদের নিরুপায় স্বীকারোক্তি, 'চোখের সামনে জমি চুরি হয়ে যাচ্ছে। চাঁদমণি চা বাগান থাকাকালীন সময় থেকে খাতায়-কলমে এই স্কুলের নামে ১.৯ একর জমি রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে দুই-আড়াই কাঠা জমির মধ্যেই রয়েছি। বাকিটা প্রোমোটার ঘিরে ফেলেছে।'

চাঁদমণি বাগানে ১৯৫৭ সালে এই প্রাথমিক বিদ্যালয় চালু হয়। মূলত বাগানের শ্রমিক পরিবারের ছেলেমেয়েদের জন্যই প্রতিষ্ঠা। বাংলা ও হিন্দিভাষী শিশুরা প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে এখানে। প্রাতঃকালীন প্রাকপ্রাথমিক থেকে চতুর্থ শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয়। অর্থাৎ পাঁচটি শ্রেণির জন্য ন্যূনতম পাঁচটি শ্রেণিকক্ষ প্রয়োজন। বর্তমানে তিনজন শিক্ষক থাকলেও কক্ষ রয়েছে মাত্র দুটো। ফলে কখনও একাধিক ক্লাসকে একঘরে নিয়ে, কখনও আবার বারান্দায় বসিয়ে পড়ান শিক্ষকরা।

প্রধান শিক্ষক অনিলকুমার রামের কথায়, 'আমরা নিরুপায় হয়েই এক

চাঁদমণি টি এস্টেট জুনিয়ার বেসিক স্কুলের জমিতে ঘেরাও (নীল টিন)।

জায়গায় বসিয়ে পড়াই। স্কুল ভবনের ভগ্নপ্রায় পরিস্থিতির কারণে প্রতি বছর

আঁধারে পাঠশালা

- স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, খাতায়-কলমে জমি রয়েছে ১.৯ একর
- অভিযোগ, বর্তমানে মাত্র দুই-আড়াই কাঠা জমি বিদ্যালয়ের হাতে
- বাকিটা প্রোমোটিং সংস্থা দখল করে ঘেরাও দিয়েছে
- একই ভবনে সকাল ও দুপুরে দুটো স্কুল চলে, মাত্র দুটো ঘরে ঠাসাঠাসি করে ক্লাস হয়
- টালমাটাল পরিস্থিতিতে বহু অভিভাবক বাচ্চাদের ছাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছেন

পড়ুয়া সংখ্যা কমছে। এখন পড়ুয়া ৪৯ জন।' অনিলের আক্ষেপ, 'ভালোমতো বসতেই দিতে পারি না বাচ্চাগুলোকে, তাই হয়তো অভিভাবকরা অন্য স্কুলে নিয়ে চলে যাচ্ছেন।'

এই ভবনেই ২০১১ সাল থেকে দুপুরে চাঁদমণি জুনিয়ার হাইস্কুল চলছে। সেখানে পঞ্চম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হয়। শিক্ষক-শিক্ষিকা তিনজন। পড়ুয়া সংখ্যা ৭০। পড়ুয়াদের বসা নিয়ে একই সমস্যা। কমপক্ষে চারটি ক্লাসরুম দরকার। অথচ দুটোতে গাদাগাদি করে বসাতে হয় সবাইকে। ষষ্ঠ শ্রেণির ক্লাস চলাকালীন পঞ্চম, সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়ারা হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। 'একটা অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে আছি আমরা', বলছিলেন টিচার ইনচার্জ আশা সোরেন।

- তাহলে নতুন ভবন হচ্ছে না কেন?

- কুনজর পড়েছে দাদা। ওই যে লোকগুলো ঘেরাও করে দিল চারদিক। বড় বিল্ডিং উঠবে শুনলাম।

কথাগুলো বলছিলেন এক অভিভাবক। তাঁদের অভিযোগ, এই স্কুলের জন্য নতুন ভবন, পানীয় জলের ব্যবস্থা আর শিশুদের জন্য একটা খেলার মাঠ প্রয়োজন। সেই ব্যাপারে উদ্যোগ নেওয়া তো দূর, ধীরে ধীরে স্কুলটাই তুলে দেওয়ার ছক কষা হচ্ছে। একটি সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের জমি দিনের আলোয় দখল হয়ে গেলেও নির্বিকার শিক্ষা দপ্তর, এসজেডিএ থেকে জেলা প্রশাসন।

আফসোসের সুর মানব দাস, সুবল ওরাওঁয়ের গলায়। অভিভাবকরা বলছিলেন, আমরা তো এখানেই পড়াতে চাই সন্তানদের। কিন্তু যা পরিস্থিতি, তাতে হয়তো আর কোনও বাবা-মা এখানে নিজের ছেলেমেয়েকে রাখতে চাইবেন না। প্রশাসন যদি একটু চোখ তুলে দেখে, খুব ভালো হয়।

বইমেলা শুরু

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : সোমবার থেকে স্থানীয় গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে ভানু ভবনের গোর্খা রঙ্গমঞ্চে শুরু হল ৩০তম দার্জিলিং জেলা বইমেলা। উদ্বোধন করলেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা। এই মেলায় বাংলা, ইংরেজি, নেপালি ও হিন্দি ভাষার বই পাওয়া যাচ্ছে। এবারে মোট ২৩টি স্টল রয়েছে।

মেলা চলবে ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। বইমেলার মঞ্চে প্রবন্ধ, আবৃত্তি প্রতিযোগিতার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা রয়েছে। পড়ুয়ারা যাতে পাঠ্যপুস্তকের পাশাপাশি অন্য ধারার বইয়ের স্বাদ নিতে পারে সেজন্যই মেলার আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান জিটিএ জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা। বেলা ১১টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত মেলা খোলা থাকছে।

দখল উচ্ছেদ পুলিশের

বাগডোগরা, ২৪ নভেম্বর : দখলদারির জেরে সমস্যা হচ্ছে বলে বহুদিন ধরেই অভিযোগ ছিল। সেই ডাকে প্রশাসন অবশেষে সাড়া দিল।

বাগডোগরায় এশিয়ান হাইওয়ে ২-এর উড়ালপুলের নীচে ভাঙাড়ির ব্যবসা শুরু হয়েছিল। এনিয়ে স্থানীয় ব্যবসায়ীদের পাশাপাশি বাসিন্দাদের অনেকে সরব হন। প্রশাসনের তরফে ব্যবস্থা নিয়ে সোমবার উড়ালপুলের নীচ থেকে ওই ভাঙাড়ির ব্যবসা বন্ধ করা হয়। অন্যদিকে, বাগডোগরা বিহার মোড় সংলগ্ন রেলের মাঠের সামনে এশিয়ান হাইওয়ে ২-এর পাশে ফুটপাথ দখল হচ্ছে বলেও অভিযোগ ছিল। বাগডোগরা থানার পুলিশ গিয়ে ওই কাজ বন্ধ করে দেয়। প্রশাসন এভাবে পাশে দাঁড়ানোয় এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে।

কয়েকদিন হল বাগডোগরা চিত্তরঞ্জন হাইস্কুলের সামনে এশিয়ান হাইওয়ে ২-এর উড়ালপুলের নীচে ভাঙাড়ির ব্যবসা চালু করা হয়েছিল। এমনিতেই জায়গাটিতে বেআইনিভাবে গাড়ি পার্ক করা হয়। পাশাপাশি, আবর্জনাও ফেলা হয়। এর ওপর এই ভাঙাড়ির ব্যবসা চালু হওয়ায় খুবই সমস্যা হচ্ছিল। লোয়ার বাগডোগরা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ বলেন, 'সমস্যার বিষয়টি জানিয়ে ব্যবসায়ীরা সরব হন। পরে বিডিও অফিস থেকে বাগডোগরা থানায় অভিযোগ জানানো হয়। এরপরেই পুলিশ উড়ালপুলের নীচে ওই এলাকায় যায়। ভাঙাড়ির ব্যবসার জন্য ইলেক্ট্রনিক দাঁড়িপাল্লাটি তুলে নিয়ে যায়।' বিডিও অফিস থেকে অভিযোগ পাওয়ার পর সেইমতো ব্যবস্থা নেওয়া হয় বলে বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, বাগডোগরা বিহার মোড় সংলগ্ন রেলের মাঠের জমি একজন লিজ নিয়েছেন। জমিতে সীমানা প্রাচীরও দেওয়া হয়েছে। এশিয়ান হাইওয়ে ২-এর ঠিক পাশেই সীমানা প্রাচীরের বাইরে ফুটপাথের জায়গায় লোহার পাইপের খুঁটি লাগিয়ে টিন দিয়ে ঘিরে গেট করা হয়েছে। এভাবে ফুটপাথ দখল করায় ক্ষোভ ছড়ায়। সমস্যার বিষয়টি জানার পর এলাকায় গিয়ে ওই কাজ বন্ধ রাখতে বলা হয় বলে বাগডোগরা থানার ওসি পার্থসারথি দাস জানিয়েছেন।

হয়রানির অভিযোগ

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা মেলা নিয়ে ব্যাপক হয়রানির অভিযোগ উঠেছে। নকশালবাড়ি সাতভাইয়া এলাকার বাসিন্দা ৫৬ বছর বয়সি কৃষ্ণদেবী উপাধ্যায় দীর্ঘ চার বছর ধরে বিডিও অফিসে ঘোরাঘুরি করেও লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের সুবিধা পাননি বলে অভিযোগ।

কৃষ্ণদেবীর স্বামী কৃষ্ণপ্রসাদ উপাধ্যায় ভাড়ায় অন্যের গাড়ি চালান। ছেলেমেয়ে নিয়ে তাঁদের ছয়জনের সংসার। ওই মহিলা বলেন, '২০২১ সালে দুয়ারে সরকারে প্রথমবার লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের জন্য আবেদন জানিয়েছিলাম। কিন্তু আবেদনের পরেও এই প্রকল্পে নাম নথিভুক্ত হয়নি। স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত, বিডিও অফিসে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও রাজ্য সরকারের দেওয়া এই সুবিধা মেলেনি।'

বিডিও অফিসের কর্মীদের গাফিলতির জেরে এই প্রকল্পে তাঁর নাম নথিভুক্ত করা হয়নি বলে কৃষ্ণদেবীর অভিযোগ। তাঁর দাবি, 'আমার নামের জায়গায় স্বামীর নাম ও বয়সের হিসেবে ভুল করাতেই সমস্যা হয়েছে।' কৃষ্ণপ্রসাদ বলেন, 'সমস্যা মেটাতে গ্রাম পঞ্চায়েতে গেলে বিডিও অফিসে যেতে বলে, আর বিডিও অফিসে গেলে জেলা শাসকের দপ্তরে যেতে বলে।' প্রযুক্তিগত কিছু কারণে সমস্যা হয়েছে বলে তৃণমূল কংগ্রেসের স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুস্মিতা আগরওয়ালের বক্তব্য। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে নকশালবাড়ির বিডিও প্রণব চট্টরাজ জানিয়েছেন।

জেল খাটানোর হুমকি বিএলও'র

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : এনুমারেশন ফর্ম পূরণ করে জমা দিতে গিয়ে বিএলও'র হুমকির মুখে পড়লেন এক ব্যক্তি। অভিযোগ, নিজেকে শাসকদলের নেতা পরিচয় দিয়ে অভিযুক্ত তাঁকে জেল খাটানোর হুমকিও দিয়েছেন। ঘটনাটি শিলিগুড়ির উত্তর একতিয়াশাল ১৯/২০ পার্টের। অভিযুক্ত সেই বুথ লেভেল অফিসার স্বদেশ রায়ের অবশ্য দাবি, 'এসব মিথ্যে কথা।'

স্থানীয় বাসিন্দা রাহুল রায়ের দাবি, তাঁর সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছেন স্বদেশ। ঘটনার পর আশিঘর ফাঁড়িতে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কেও জানান। এরপরই নির্বাচন কমিশনকে চিঠি দেন শিখা।

কী ঘটেছিল?

অভিযোগকারীর দাবি, 'প্রথমদিন আমি ফর্ম ফিলআপ করে বিএলও'র কাছে নিয়ে গেলে তিনি বলেন, ভুল হয়েছে। আর নতুন ফর্ম দেননি। আমি নিজেই একটি জোগাড় করে তিনি যেভাবে বলে দিয়েছিলেন, সেভাবে পূরণ করেছি। সেটা নিয়ে যেতেই দাবি করেন, আগেরটাই নাকি ঠিক ছিল। তারপর আমি তাঁর বাড়িতে গিয়ে কথা বলার সময় ভিডিও রেকর্ড করলে হুমকি দেওয়া হয়। 'জেলের ভাত খাওয়াবে' বলেন। এরপর স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের ডেকে আমাকে সেখান থেকে সরিয়ে দেন।'

পেশায় শিক্ষক স্বদেশ উত্তর একতিয়াশালের ১৯/২০ পার্টের বিএলও। তিনি এলাকায় শাসকদলের নেতা হিসেবেও পরিচিত। অভিযোগ, এসআইআর শুরু হওয়ার পর থেকে নিজের বাড়িতে বসে ফর্ম বিলি করছেন। যাঁরা ফর্মটি নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের বাড়িতে এসেই জমা দিতে হচ্ছে। বিষয়টি স্বদেশ স্বীকার করেছেন।

রাহুল তাঁর বাড়ি থেকে ফর্ম নিয়ে ফিলআপ করে জমা দিতে যান দিনদুয়েক আগে। তখন নাকি বিএলও জানিয়ে দেন, পূরণে ত্রুটি হয়েছে। নতুন করে লিখতে বলেন। স্বদেশের কাছে নতুন ফর্ম চান রাহুল। কিন্তু তিনি তা দিতে

ফর্ম নিয়ে গণ্ডগোল

অস্বীকার করেন। এরপর রাহুল অন্য জায়গা থেকে ফর্ম জোগাড় করে পূরণ করে স্ত্রীর হাত দিয়ে স্বদেশের বাড়িতে পাঠান।

তবে, একজন ভোটারের জন্য নির্বাচন কমিশনের তরফে দুটো ফর্ম দেওয়া হয়। তাই দ্বিতীয়বার ফর্ম চাইলেও বিএলও দিতে পারেন না। ভুল সংশোধনের ক্ষেত্রে হোয়াইটনার ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রশ্ন ওঠে, রাহুল দ্বিতীয়বার ফর্মটি পেলেন কোথা থেকে?

রবিবার নতুন ফর্মটি দেখে বিএলও জানান, আগের ফর্মটি লাগবে। এই কথা শুনে রাহুল ঘটনাস্থলে চলে আসেন। শুরু হয় দু'পক্ষের তর্কাতর্কি। রাহুল সেসময় ভিডিও শুট শুরু করেন। অভিযোগ, তখন নিজেকে শাসকদলের কর্মী পরিচয় দিয়ে শাসাতে থাকেন অভিযুক্ত। পুলিশ ডাকার হুঁশিয়ারি দেন। এপ্রসঙ্গে শিখার সংক্ষিপ্ত প্রতিক্রিয়া, 'হ্যাঁ, নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ জানিয়েছি।'

রাজ্য তিরন্দাজ দলে পিউ রায় ও গোপাল রায়।

'ধনুকভাঙা পণ' গোপাল ও পিউয়ের

কোচবিহার, ২৪ নভেম্বর : ধনুক কেনার টাকা না থাকায় মাঠে নামা হত না। দিনের পর দিন মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে বাকিদের তিরন্দাজ অনুশীলন করা দেখত কোচবিহারের গোপাল ও পিউ। দিনমজুর পরিবারের ওই কিশোর-কিশোরীর আর্থিক অনটন থাকলেও মনের অদম্য জেদ কোনও অংশে কম ছিল না। বছরখানেক আগে সেই জেদের আঁচ হয়তো বুঝতে পেরেছিলেন তিরন্দাজের কোচ মৃত্যুঞ্জয় রায়। তাই নিজের উদ্যোগেই ধনুকের ব্যবস্থা করে তাদের ময়দানে নিয়ে আসেন। কঠোর অনুশীলন শেষে তাক লাগিয়ে দিয়েছে গোপাল-পিউ। জেলা থেকে একেবারে রাজ্য তিরন্দাজ দলে সুযোগ করে নিয়েছে তারা। গোপাল রায় ও পিউ রায় রাজ্যের হয়ে তির ছুড়বে জাতীয় প্রতিযোগিতায়। পিউ সাব-জুনিয়ার কম্পাউন্ড রাউন্ড এবং গোপাল সাব-জুনিয়ার রিকার্ভ রাউণ্ডে খেলবে।

রাজ্যের তরফে নামের তালিকা প্রকাশ হতেই জেলার ক্রীড়ামহলে উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়েছে। জেলা ক্রীড়া সংস্থার সচিব সুব্রত দত্তের কথা, 'গোপাল ও পিউ আমাদের গর্ব। ওদের মধ্যে অদম্য জেদ রয়েছে। আমার বিশ্বাস জাতীয় স্তরে ওরা রাজ্য তথা জেলার নাম উজ্জ্বল করবে।'

কোচবিহার-২ ব্লকের আমবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাটলাগুড়ির বাসিন্দা ওই দুজন। ওই এলাকায় গোপালদের বাড়ির পাশেই তিরন্দাজির প্রশিক্ষণ দিতেন মৃত্যুঞ্জয়। তখন দূর থেকে বাকিদের তির ছোড়া দেখত তারা। মৃত্যুঞ্জয় বলছিলেন, 'একদিন ওরা দুজন এসে তিরন্দাজি শিখতে চেয়েছিল। আমি বলেছিলাম ধনুক কিনতে হবে। তারপর বাড়ি থেকে শুনে এসে ওরা জানায় সেই খরচ করার মতো অবস্থা পরিবারের নেই। এরপর রোজ দেখতাম মাঠের পাশে দাঁড়িয়ে ওরা বাকিদের অনুশীলন করা দেখছে। ওদের আগ্রহ দেখে একদিন ডেকে ওদের সঙ্গে কথা বলি। ওরা রাজ্য দলে সুযোগ পাওয়ায় আমার খুব আনন্দ হচ্ছে।'

কোচবিহারে উন্নত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকায় ওয়েস্টবেঙ্গল আর্চারি অ্যাকাডেমিতে তারা ট্রায়াল দিয়েছিল। ভালো ফল করায় সেখানে প্রশিক্ষণের সুযোগ পায় তারা। বর্তমানে তারা ঝাড়গ্রামে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। গোপালের বাবা কমল রায় পেশায় টোটোচালক। পিউয়ের বাবা পরিমল রায় পেশায় দিনমজুর। দুই পরিবারেই আর্থিক অনটন নিত্যসঙ্গী হলেও সন্তানের সাফল্যে মুখে হাসি ফুটেছে তাঁদের।

মায়ের বকা খেয়ে বাড়ি ছাড়ল খুদে

শামুকতলা, ২৪ নভেম্বর : কথায় বলে, মায়ের থেকে মাসির দরদ বেশি। সত্যিই কি তাই? একথা হয়তো বলতে পারবে মাঝেরডাবরির সেই নাবালক। ৯ বছরের সেই বালক মায়ের বকা খেয়ে বাড়ি ছেড়ে সটান চলে গিয়েছিল দূরসম্পর্কের এক মাসির বাড়িতে। আর সেজন্য ১২ কিমি পথ পাড়ি দিয়েছিল হেঁটে হেঁটে। একা একাই।

ওই বালকের বাড়ি শামুকতলা থানার মাঝেরডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার একটি গ্রামে। আর লোকনাথপুরে সেই মাসির বাড়িতে দিনচারেক ছিল সে। অথচ মা তো কিছুই জানেন না। এদিক-ওদিক খোঁজাখুঁজি করে ততক্ষণে হন্যে হয়ে গিয়েছেন তিনি। শেষমেশ পুলিশের দ্বারস্থ হন মা। পুলিশ খুঁজতে শুরু করে, অবশ্য কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সন্ধান পায়। শেষপর্যন্ত সোমবার তাকে পুলিশ উদ্ধার করেছে। আপাতত তাকে কোচবিহারের একটি হোমে রাখা হয়েছে।

বাবা সংসার ছেড়ে অন্যত্র বিয়ে করে নতুন সংসার করেছেন। মা বেঙ্গালুরুতে পরিচারিকার কাজ করেন। তার দিদা নয় বছরের বালকটির দেখাশোনা করে। গ্রামের একটি স্কুলে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র সে। কয়েকদিন আগেই তার মা বেঙ্গালুরু থেকে ফিরেছেন। গত ২০ নভেম্বর ছেলেটি নিখোঁজ হয়ে যায়। সমস্ত জায়গায় খুঁজেও তাকে না পেয়ে

ছবি : এআই

মা রবিবার রাতে শামুকতলা রোড পুলিশ ফাঁড়িতে নিখোঁজের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই রাত থেকেই তার খোঁজ শুরু করে পুলিশ। শামুকতলা থানার ওসি অসীম মজুমদার এবং শামুকতলা রোড ফাঁড়ির ওসি সঞ্জীব মোদক গোটা এলাকায় ছেলেটির খোঁজে তল্লাশিতে নামেন। শেষপর্যন্ত সাফল্য মেলে।

তার মা বলেন, 'গ্রামের অন্যান্য ছেলের সঙ্গে খেলাধুলো করেই সময় কাটাচ্ছিল। স্নান করতে বলছিলাম। কোনওভাবেই বাড়িতে আসছিল না। তাই আমি বকা দিয়েছিলাম। কিন্তু সেই বকার জন্য যে সে বাড়ি থেকে চলে যাবে, বুঝতে পারিনি। সমস্ত আত্মীয়ের বাড়ি খুঁজেছি। কোথাও পাইনি। আমার ওই দূরসম্পর্কের বোনের বাড়িতে চলে যাবে, সেটা কল্পনাও করতে পারিনি।'

নয় বছরের ওই বালককে পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদও করেছে। সে বলেছে, 'মা খুব রেগে গিয়েছিল। বাড়িতে গেলে মা মারবে সেই ভয়েই আমি মাসির বাড়ি চলে গিয়েছিলাম।' আগে একবার সেই আত্মীয়ের বাড়িতে মায়ের সঙ্গে গিয়েছিল সে। কিন্তু ওই ছোট্ট ছেলেটি এতটা দূরের পথ কীভাবে চিনল, সেটা নিয়ে পুলিশও অবাক। আর অবাক, সেই দূরসম্পর্কের মাসি এতদিন ছেলেটির মাকে কিছু জানাননি কেন, তা ভেবে। মাসি সোনামণি খড়িয়া বা মেসো নিখিল খড়িয়াও এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারেননি। পুলিশের অনুমান, তাঁরা হয়তো বুঝতেই পারেননি যে এতকিছু ঘটে গিয়েছে।

পুলিশের তরফে চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটিকে ঘটনার কথা জানানো হয়েছে। চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটি এবং আদালতের নির্দেশে পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। সেইসঙ্গে ঘটনা নিয়ে পুলিশ ছেলেটি ও তার মা ছাড়াও গ্রামের লোকজনদেরও জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে।

টিআই প্যারেড

ছিনতাইকারীদের বাধা দিতে গিয়ে ডান হাতের অর্ধেক খুইয়েছেন হাওড়া-পুরী ধৌলি এক্সপ্রেসের যাত্রী সরমা হাজরা। ধৃতদের টিআই প্যারেডের আবেদন করা হয়েছে আদালতে।

ডুবে মৃত্যু

স্কুল থেকে ফেরা হল না আর। উলুবেড়িয়ায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পুলকার পুকুরে পড়ে মৃত্যু ৩ পড়ুয়ার। আহত ২ জন। বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। রেষারেষিকে দায়ী করছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা।

স্বস্তিতে বামেরা

২০২০ সালের মামলায় জামিন পেলেন বিমান বসু, সূর্যকান্ত মিশ্র, মহম্মদ সেলিম সহ ২২ জন বাম নেতা। তাঁদের বিরুদ্ধে বিপর্যয় মোকাবিলা আইন লঙ্ঘন সহ একাধিক ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছিল।

গ্রেপ্তার

বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহকর্মীর সঙ্গে দিনের পর দিন সহবাস। বিয়ের চাপ দিতেই কলকাতা ছেড়ে মুম্বই পাড়ি অভিযুক্তের। অবশেষে তাঁকে গ্রেপ্তার করল কসবা থানার পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

খোশ গপ্পো... *নদিয়ায়। সোমবার। ছবি : পিটিআই*

টেটে ভুল প্রশ্নে নম্বর সব পরীক্ষার্থীকে

বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে স্বস্তিতে পর্ষদ

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : ভুল প্রশ্নের জন্য নম্বর পাবেন সকলে, ভুল প্রশ্নপত্র সংক্রান্ত মামলায় এমনটাই নির্দেশ কলকাতা হাইকোর্টের। ২০১৭ ও ২০২২ সালের টেটে মোট ৪৭টি ভুল প্রশ্নের মামলায় সোমবার বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এজলাসে জমা পড়ল বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট।

ওই রিপোর্টে স্বস্তিতে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্টে ২০১৭ সালের টেটে পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ের মাত্র একটি প্রশ্নের সবকটি উত্তর ভুল ধরা পড়েছে। ২০২২ সালের টেটের প্রশ্ন-উত্তরে কোনও ভুল পায়নি কমিটি।

বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, ২০১৭ সালের টেটের রিপোর্ট সাতদিনের মধ্যে এবং ২০২২ সালের রিপোর্ট দু'দিনের মধ্যে পর্ষদের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে। যে প্রশ্ন-উত্তরে ভুল ছিল তার নম্বর পাবেন সকলে। ইতিমধ্যেই কারা নম্বর পেয়েছেন তা খতিয়ে দেখবে পর্ষদ। যাঁরা নম্বর পাননি তাঁদের নম্বর দিতে হবে পর্ষদকে। ২০১৭-এর টেটের ওই ভুল প্রশ্নের জন্য যাঁরা ১ নম্বর পাবেন, তাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারলে ২০২৫ সালের নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ দেবে পর্ষদ। বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট নিয়ে সংশয় থাকলে তা চ্যালেঞ্জ করে আলাদা আবেদন করা যাবে।'

সম্প্রতি প্রাথমিকে প্রায় ১৩ হাজার শূন্যপদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি জারি করে পর্ষদ। কিন্তু ২০১৭ ও ২০২২ সালের ভুল প্রশ্ন সংক্রান্ত মামলায় বিচারাধীন থাকায় নতুন প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে চেয়ে অনেকে আবেদন জানান। এদিন এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে পর্ষদ জানায়, ২০২৫ সালের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়া প্রায় শেষের পথে। বিচারপতি বলেন, 'আপনারা বিশেষজ্ঞ কমিটির রিপোর্ট সকলের দেখার জন্য ওয়েবসাইটে প্রকাশ করুন। যাঁরা আদালতের দ্বারস্থ হতে পারেননি তাঁদের জন্য রাস্তা খোলা থাকবে।' পর্ষদের যুক্তি, এতে নতুন করে জটিলতা তৈরি হতে পারে। ১,৮৯,৫১৪ জন পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন। দু'মাস সময় দেওয়া হোক। বিচারপতি জানিয়ে দিয়েছেন, ১ নম্বর যুক্ত হওয়ার পর যাঁরা উত্তীর্ণ হবেন, তাঁদের ২০২৫ সালের নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে দেওয়া হবে।

শুধু প্রাথমিক নয়, উচ্চপ্রাথমিকের নিয়োগ প্রক্রিয়া নিয়েও জটিলতা অব্যাহত রয়েছে। এদিন ১২৪১টি শূন্যপদে অবিলম্বে নিয়োগের দাবিতে করুনাময়ীতে বিক্ষোভ উচ্চ প্রাথমিকের চাকরিপ্রার্থীরা।

ফের চিঠি মমতার

খসড়া ভোটার তালিকা দেখে চূড়ান্ত রণকৌশল

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : ৯ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পরই রণকৌশল চূড়ান্ত করবে শাসকদল তৃণমূল। তার আগে এখন যেমন এসআইআর নিয়ে দলের বিরোধিতা চলছে, তেমনই চলবে। তবে দলের ভারপ্রাপ্ত বিএলএ ওয়ান ও টু-এর লোকজনেরা অবশ্যই এই কাজে সক্রিয় থাকবেন। কোনও খামতি রাখা চলবে না। সোমবার তৃণমূল সূত্রের খবর, এবিষয়ে আলোচনা হয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তাঁদের আলোচনায় ঠিক হয়েছে, এসআইআর-এর কাজ রাজ্যে এত প্রতিবাদ সত্ত্বেও স্থগিত না হলে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর সব দিক দেখেশুনে দলের রণকৌশল চূড়ান্ত করা হবে। তার আগে অভিষেকের সঙ্গে তাঁর ও দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কথা হবে।

দলের খবর, খসড়া তালিকা প্রকাশের পর বাদ পড়া ভোটারদের নাম কমিশনের নিয়মানুযায়ী আবার অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে রাজ্য ও জেলাস্তরে ভারপ্রাপ্ত দলের লোকেরা আবার ঝাঁপাবেন। সেইসঙ্গে দল রাজ্য ও জেলাস্তরে এখনকার মতোই কমিশনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও প্রচার আন্দোলন চালিয়ে যাবে। দলের এই পদক্ষেপের সিদ্ধান্ত আপাতত ভেবে রাখা হয়েছে। পরিস্থিতি অনুযায়ী তখন এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন দলনেত্রী।

জানা গিয়েছে, তৃণমূল সূত্রে খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর যদি দেখা যায় রাজ্যে একটা বড় অংশের মানুষের ভোটাধিকার খর্ব হয়েছে, সেক্ষেত্রে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের আগে এই নিয়ে দলনেত্রী ও অভিষেক দু'জনেই জেলায় জেলায় গিয়ে সোচ্চার হবেন।

জেলাস্তরে দায়িত্ব ভাগ অভিষেকের

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : রাজনৈতিক চাপেই নির্বাচন কমিশন কিছু কিছু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বলে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই নিয়ে সোমবার ফের মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে তীব্র নিশানা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। নির্বাচন কমিশনের দুটি 'উদ্বেগজনক' পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন মমতা। এসপ্তাহেই তৃণমূলের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে দেখা করবে বলেও দলের তরফে জানানো হয়েছে। এদিনই রাজ্যের প্রায় ১০ হাজার বিএলএ, সাংসদ, বিধায়ক ও দলের পদাধিকারীদের নিয়ে বৈঠক করেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তৃণমূল প্রতিটি জেলায় এসআইআর-এর কাজ খতিয়ে দেখতে একটি করে ওয়াররুম তৈরি করেছে। দলের নেতাদের প্রতিটি জেলার দায়িত্বও এদিন ভাগ করে দিয়েছেন অভিষেক।

সম্প্রতি কমিশনের প্রকাশিত রিকোয়েস্ট অফ ফর্ম অনুযায়ী সিইও দপ্তরের বাইরে থেকে ১ হাজার জন ডেটা এন্ট্রি অপারেটর ও ৫০ জন সফটওয়্যার ডেভেলপার নিয়োগের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মমতার বক্তব্য, হঠাৎ করে মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের দপ্তরের পক্ষ থেকে আলাদা করে এক বছরের জন্য বিপুল সংখ্যক নিয়োগের প্রয়োজন হল কেন? পাশাপাশি বেসরকারি আবাসনের কমপ্লেক্সের ভিতরে ভোটকেন্দ্র স্থাপনের প্রয়োজনীয়তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদ জানিয়েছেন মমতা।

চিঠির শেষদিকে মুখ্যমন্ত্রী কমিশনের শীর্ষকর্তাদের উদ্দেশে লিখেছেন, 'এই দুটি বিষয়ে অবিলম্বে নিরপেক্ষ তদন্ত করা হোক ও পুনর্বিবেচনা করা হোক। নির্বাচন কমিশনের বিশ্বাসযোগ্যতা এবং নিরপেক্ষ ভাবমূর্তি যেন কোনওভাবে ক্ষুণ্ণ না হয়। কমিশনের মর্যাদা, স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা সর্বোচ্চ। কোনও পরিস্থিতিতে তা বিপন্ন হওয়া উচিত নয়।' কমিশনকে ফের মমতার এই তোপের তীব্র সমালোচনা করেছে বিজেপি। বঙ্গ বিজেপি সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বলেন, 'নির্বাচন কমিশন যথেষ্ট নিরপেক্ষতা ও স্বচ্ছতা রেখেই কাজ করছে। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে নিরপেক্ষতা শিখতে হবে না। কমিশন নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে বলেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবাদ করেছেন। কারণ তিনি জানেন, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের নাম তালিকা থেকে বাদ যাবে।'

অভিষেক জানিয়ে দেন, 'রাজ্যের পাওনার দাবিতে সংসদে শীতকালীন অধিবেশন চলাকালীন তৃণমূলের দুটি দল কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে দরবার করবে। একটি দল যাবে গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকে ও অন্য দলটি যাবে জল স্বপ্ন মিশন মন্ত্রকে।'

উত্তরে কারা

- সামিরুল ইসলাম- উত্তর দিনাজপুর, মালদা
- প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়- দক্ষিণ দিনাজপুর
- দিলীপ মণ্ডল- কোচবিহার
- ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়- মুর্শিদাবাদ
- উদয়ন গুহ- জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার

বিএলওদের প্রশংসায় কমিশন

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : রাজ্যে এসআইআর-এ বিএলও-রাই হিরো, বললেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। বিএলওদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী যখন কমিশনকে এসআইআর স্থগিত রাখার দাবি করছেন, সেই সময়ই বিএলওদের পারফরম্যান্স নিয়ে বার্তা দিল কমিশন। পাশাপাশি কাজে ভুলত্রুটির জন্যে শাস্তি নিয়ে আতঙ্ক কাটাতে বিএলওদের আশ্বস্ত করলেন মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল। পাশাপাশি নিখোঁজ ভোটারের সংখ্যার সঙ্গে কমিশনেরই দেওয়া ম্যাপিংয়ের তথ্যে মিল নেই।

এসআইআর-এর কাজ নিয়ে বিএলওদের একাংশ ক্ষুব্ধ। এদিন তাঁদেরই একাংশ বিএলও অধিকার রক্ষা মঞ্চের তরফে কলেজ স্ট্রিট থেকে মিছিল করে সিইও দপ্তরে এসে ধর্নায় বসেন। মূলত, অল্প সময়ের মধ্যে এসআইআর শেষ করতে গিয়ে তাঁরা চাপে পড়ছেন বলে তাঁদের দাবি। এই আবহেই এদিন রাজ্যে বিএলওদের কাজের সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরে পালটা বার্তা দিলেন সিইও। কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, এদিন সকাল পর্যন্ত ৯৯.৭৬ শতাংশ ফর্ম বিলি হয়েছে। ফর্ম ডিজিটাইজড হয়েছে প্রায় ৬০ শতাংশ। ২০টি জেলায় বিএলওদের সাফল্য ৮০ থেকে ৯০ শতাংশের বেশি। এই পরিসংখ্যানের ভিত্তিতেই সিইও বলেন, 'চাপ রয়েছে এটা ঠিকই। যেভাবে তাঁদের কাজ করতে হচ্ছে, সেটা খুব সহজ নয়। ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ভোটারের কাছে পৌঁছোতে হচ্ছে। ফর্ম দেওয়া এবং সংগ্রহ করতে হচ্ছে এবং দিনের দিন পূরণ করা ফর্মের তথ্য আপলোড করতে হচ্ছে। প্রচুর কাজ করছেন তাঁরা। তাই বিএলওরাই কমিশনের চোখে হিরো।'

অধিকাংশ বিএলওই সময়সীমা বাড়ানো ও কমিশনের চাপ দেওয়ার যে অভিযোগ করেছেন, সেই প্রসঙ্গে সিইও বলেন, এটা জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত। তাই সিইও অফিস তার কোনও পরিবর্তন করতে পারে না। ফর্ম আপলোড করা নিয়ে বিএলওদের ক্ষোভের প্রসঙ্গে সিইও বলেন, প্রচুর হেল্প ডেস্ক হয়েছে। ইআরও, ডিইওদের বলা হয়েছে বিএলওদের সাহায্য করার জন্যে। ডিজিটাইজড করার ক্ষেত্রে নেটওয়ার্ক-এর যে সমস্যা রয়েছে, তা মেনে নিয়েছে কমিশন। এদিনই এই সমস্যার সমাধান করতে সব টেলিকম অথরিটির সঙ্গে জরুরি ভিত্তিতে বৈঠক করেছেন সিইও। এই প্রসঙ্গে সিইও বলেন, সব টেলিকম সংস্থাকে বলা হয়েছে অ্যাপের মাধ্যমে বিএলও এবং বিডিওদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। যাতে বিএলওরা নিরবচ্ছিন্নভাবে নেট কানেকশন পান। এর পাশাপাশি বিএলওদের আশ্বস্ত করতে সিইও বলেন, 'বিএলও-রা কমিশনের শত্রু নয়। একান্ত নিরুপায় না হলে কারওর বিরুদ্ধেই শাস্তি হোক এটা চায় না কমিশন। এসআইআর শুরু হওয়ার পর ২০ দিনে একজন বিএলওর বিরুদ্ধেও কোনও পদক্ষেপ করেনি কমিশন।

সরকারের মুখাপেক্ষী না থেকে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর এবং সফটওয়্যার ডেভেলপার নিয়োগ করতে সরাসরি টেন্ডার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সিইও দপ্তর। এরই প্রতিবাদে এদিন সিইওর বিরুদ্ধে এদিন অভিযোগ জানান মুখ্যমন্ত্রী। এ বিষয়ে এদিন সরাসরি মুখ্যমন্ত্রীর নাম না করেই আগরওয়াল বলেন, রাজ্য সরকারের কাছেই ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চাওয়া হয়েছিল। কমিশনের পরামর্শ মতোই এই কাজ করা হয়েছে। কারণ, কমিশনের নিয়মানুযায়ী অস্থায়ী চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ সম্ভব নয়। আবাসনে বুথ করার ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগকেও কমিশনের সিদ্ধান্ত বলে মন্তব্য করেছেন তিনি।

নবম-দশমের ফল প্রকাশ এসএসসিতে

রিমি শীল

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : একাদশ-দ্বাদশের পর সোমবার এসএসসির নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার নবম-দশমের ৬০ নম্বরের লিখিত পরীক্ষার ফলাফল প্রকাশ করল কমিশন। এদিন সন্ধ্যায় পরীক্ষার ৭১ দিনের মাথায় সেই ফল ঘোষণা করা হয়েছে। একাদশ-দ্বাদশের নিয়োগের ইন্টারভিউতে ডাক না পাওয়া অনেক পরীক্ষার্থীই নবম-দশমের ফলাফলের জন্য অপেক্ষায় ছিলেন। তবে অভিযোগ, ৮টার পরও ওয়েবসাইটে ফলাফল এবং আনসার-কি দেখতে পাননি অনেকে। কমিশন জানিয়েছে, প্রচুর সংখ্যক পরীক্ষার্থী একসঙ্গে ওয়েবসাইটে ভিজিট করায় সমস্যা তৈরি হয়েছে। নবম-দশমের মোট শূন্যপদ ২৩,২১২টি। ৭ সেপ্টেম্বর ১১টি বিষয়ে মোট ২ লক্ষ ৯৩ হাজার ৯১২ জন পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিয়েছিলেন। ফল প্রকাশের সঙ্গে প্রতিটি বিষয়ের চূড়ান্ত উত্তরপত্র ওয়েবসাইটে প্রকাশ করেছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। তবে একাদশ-দ্বাদশের শিক্ষক নিয়োগের ভেরিফিকেশন প্রক্রিয়া শেষ হলে নবম-দশমের নিয়োগের ইন্টারভিউয়ের জন্য যাচাইয়ের তালিকাও প্রকাশ করা হবে।

শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু এক্স হ্যান্ডেলে লিখেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিক নির্দেশনায় এবং রাজ্য ও জেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় সময় মতো ফল প্রকাশ করায় কমিশনকে সাধুবাদ। চাকরিহারা প্রার্থীদের কাছে আবেদন, সবকিছু স্বচ্ছতা ও নিয়ম মেনে হবে। ভরসা রাখুন, ভালো থাকুন।' এদিকে 'যোগ্য' চাকরিহারাদের অনেকেই চাইছেন দ্রুত ভেরিফিকেশনের তালিকা প্রকাশ হোক। চিন্ময় মণ্ডল বলেন, 'যোগ্য অথচ একাদশ-দ্বাদশে ডাক পাইনি, তাঁদের ভরসা নবম-দশম। ভেরিফিকেশনের তালিকা দ্রুত প্রকাশ হোক।'

এদিকে পূর্ব শিক্ষকতার অভিযোগের ভিত্তিতে বরাদ্দ ১০ নম্বর বাতিল, ১ লক্ষ শূন্যপদ বৃদ্ধি, ওএমআর শিট প্রকাশের দাবিতে শিয়ালদা থেকে মিছিল শুরু করেন এসএসসির নতুন চাকরিপ্রার্থীরা। শিয়ালদা থেকে মিছিল শুরু করে রামলীলা ময়দান পর্যন্ত অবস্থান বিক্ষোভের অনুমতি দেওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু মৌলালি মোড় থেকে তাঁরা এগিয়ে যান এসএন ব্যানার্জির দিকে। তাঁদের বাধা দেয় পুলিশ। কিন্তু ব্যারিকেড ভেঙে ফুটপাথ দিয়ে দৌড়োতে থাকেন তাঁরা। ধর্মতলা মোড়ে পৌঁছোতেই ধরপাকড় শুরু হয়। তাঁদের ছত্রভঙ্গ করতে পুলিশ বল প্রয়োগ করে বলে অভিযোগ। টেনেহিঁচড়ে তাঁদের প্রিজন ভ্যানে তোলা হয়। নতুন চাকরিপ্রার্থী সুলতান মামুদ বলেন, 'লালবাজার থেকে সন্ধের পর আমাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। আমাদের দাবি সকলের কাছে পৌঁছে যাক। আমরা বঞ্চনার শিকার।'

বিএলওদের প্রতিবাদ মিছিলে পুলিশের বাধা। সোমবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

ভারতীয় মুসলিমদের সাহায্য চাইলেন শুভেন্দু

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : এসআইআর-এর উত্তাপ যত বাড়ছে, এদেশের মুসলিমদের থেকে ততই দূরত্ব কমাতে চাইছে বিজেপি। ২৬-এর বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে রাজ্যজুড়ে পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা শুরু করেছে বিজেপি। সেই কর্মসূচিতেই এদিন সংখ্যালঘু অধ্যুষিত দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর লোকসভার মন্দিরবাজারে সভা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। সেই সভা থেকে দলীয় কর্মীদের উদ্দেশে শুভেন্দু বলেন, 'এসআইআর যদি ঠিকঠাকভাবে করতে পারেন, আর জাতপাতের উর্ধ্বে উঠে ভয় কাটিয়ে যদি এক হতে পারেন, তাহলে তৃণমূলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।'

এদিনও শুভেন্দু দাবি করেছেন, এসআইআর-এর শেষে রাজ্যের ভোটার তালিকা থেকে কম করে এক কোটি মানুষের নাম বাদ যাবে। কিন্তু বিধানসভার ভোটে বাঙালি মুসলিমদের ক্ষোভের জেরে রাজ্যের সংখ্যালঘু ভোট যাতে একজোট না হয়, সেই কারণেই মুর্শিদাবাদের পর এদিন দক্ষিণ ২৪ পরগনার মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত জেলায় গিয়ে বার্তা দিলেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, 'এসআইআর সফল করতে হিন্দু, ভারতীয় মুসলিম একযোগে কাজ করুন।' মুর্শিদাবাদের বড়ঞার সভা থেকে এসআইআর-এ বাঙালি মুসলিমদের শামিল করতে শুভেন্দু বলেছিলেন, আপনাদের 'জয় শ্রীরাম' বলতে হবে না। আপনারা 'বন্দে মাতরম' বলুন, 'ভারত মাতা কি জয়' বলুন, তাহলেই হবে।

পুজোর সময় কাকদ্বীপে মা কালীর মূর্তি ভাঙাকে কেন্দ্র করে তৃণমূলের বিরুদ্ধে তোষণের অভিযোগ করেছিল বিজেপি। দুই সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে হানাহানি রুখতে পুলিশকে ভাঙা কালীমূর্তি প্রিজন ভ্যানে তুলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে হয়। এদিনও সেই প্রসঙ্গ টেনে ২৬-এর ভোটে রাজ্যে পরিবর্তন চাইলেন শুভেন্দু। শুভেন্দু বলেন, 'মা কালীকে ওরা প্রিজন ভ্যানে তুলেছিল। তার বদলা চাইলে ৪-৫ মাস পরে ভোটে বদলা নিতে হবে।' দলীয় কর্মীদের ভরসা জোগাতে সাম্প্রতিক বিহার জয়ের দৃষ্টান্ত দিয়ে শুভেন্দু বলেন, '২৭ বছর পরে দিল্লি যদি জিততে পারি তাহলে ১৫ বছর পরে বাংলা কেন জিততে পারব না।'

এসআইআর-এর শুনানি স্থগিত

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের রায়ের ওপরে নির্ভর করছে ভবিষ্যৎ। অনির্দিষ্টকালের জন্য এসআইআর সংক্রান্ত মামলার শুনানি স্থগিত রাখল কলকাতা হাইকোর্ট। আদালতের নজরদারিতে এসআইআর প্রক্রিয়া সম্পন্ন ও সময়সীমা বৃদ্ধির দাবি জানিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল। ২০০২ সালকে ভিত্তি করে কেন এসআইআর চলছে, তা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হয়। এই নিয়ে কমিশনের হলফনামা তলব করেছিল ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের ডিভিশন বেঞ্চ। কিন্তু সোমবার হাইকোর্ট জানিয়েছে, এই মামলা মুলতুবি থাকছে। সুপ্রিম কোর্টে এসআইআর ইস্যুতে মামলা বিচারাধীন রয়েছে। কেরল, উত্তরপ্রদেশের এসআইআর নিয়ে মামলা চলছে শীর্ষ আদালতে।

তাই একই বিষয়ে মামলা গ্রহণের ক্ষেত্রে সতর্কতা নিতে বলেছে সুপ্রিম কোর্টের ভারপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ। এই পরিস্থিতিতে হাইকোর্ট এখনই এই সংক্রান্ত মামলা গ্রহণ না করে শীর্ষ আদালতের রায়ের জন্য অপেক্ষা করবে বলে জানিয়েছে।

এসআইআর ঘোষণার পর থেকে একের পর এক বিতর্ক তৈরি হয়েছে। বিএলও মৃত্যু, তাঁদের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ, এসআইআর আতঙ্কে আমজনতার মৃত্যু নিয়েও সরব হয়েছে রাজনৈতিক দলগুলি। পথে নেমেছে বিএলও অধিকার রক্ষা কমিটি। এই পরিস্থিতিতে ফের পশ্চিম মেদিনীপুরের খড়্গপুরে এসআইআর আতঙ্কে অসুস্থ হয়ে ৪০ বছরের বাবলু হেমব্রমের মৃত্যুর অভিযোগ উঠেছে। পরিবারের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁর বাবা-মায়ের নাম ছিল না। আতঙ্কে বেশ কয়েকদিন খাওয়াদাওয়া করেননি। ২০২৫ সালের সংশোধিত ভোটার ফর্ম হাতে পাওয়ার পরে আরও আতঙ্কিত হয়ে মৃত্যু হয়েছে তাঁর। পিংলার বিধায়ক অজিত মাইতি মৃতের বাড়িতে গিয়ে পরিবারকে আশ্বস্ত করেছেন। ঘটনায় শোকপ্রকাশও করেছেন বিধায়ক।

আপাতত নজর সুপ্রিম কোর্টের দিকে

ডেটিং অ্যাপে ফাঁদ, কসবার খুনে রহস্য ঘনীভূত

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : কসবার হোটেলে চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট আদর্শ লোসাল্কার দেহ উদ্ধারের ঘটনায় পুলিশের হাতে উঠে আসছে নতুন তত্ত্ব। ধৃত ধ্রুব মিত্র ও কমল সাহা ডেটিং অ্যাপে ফাঁদ পেতে ব্ল্যাকমেল করতেন। সেই কাজে বাধা দিতেই খুন করা হয় আদর্শকে। ধৃতদের জেরা করে এমনটা জানতে পেরেছে পুলিশ। ইতিমধ্যেই আদর্শের মোবাইল ফোনটি উদ্ধার করা হয়েছে। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, খুনের পর তিন জায়গায় ঘুরেছিলেন ওই তরুণ-তরুণী। হোটেল থেকে বেরিয়ে তাঁরা প্রথমে কৃষ্ণনগর, তারপর কল্যাণী যান। সেখান থেকে চলে আসেন দমদমে। এর মাঝে তাঁরা অন্য কোথাও গিয়েছিলেন কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ। প্রাথমিক ধারণা, পালানোর পথ না পেয়ে শেষ পর্যন্ত আত্মসমর্পণ করেছেন ওই যুগল।

এই ঘটনায় রীতিমতো রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদে চাঞ্চল্যকর তথ্য উঠে আসছে তদন্তকারীদের হাতে। জানা গিয়েছে, হোটেল রুমে ঢোকার পর ডেলিভারি অ্যাপ থেকে তাঁরা খাবার অর্ডার করেন। ওই পার্টিতে অনেকের আসার কথা ছিল। যদিও তাঁরা এসেছেন কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। হোটেলের ঘরে মদ্যপানের সময় আদর্শের সঙ্গে ঝামেলার সূত্রপাত হয় ধৃতদের। প্রথমে আদর্শের ওপর আঘাত হানে ধ্রুব। তাঁকে সাহায্য করেন লিভ ইন পার্টনার কমল। দু'জনে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন তাঁকে। পারিপার্শ্বিক তথ্যপ্রমাণ থেকে তদন্তকারীদের অনুমান, হোটেলের ভিতরে তিনজনের মধ্যে ধস্তাধস্তি হয়েছিল। কী কারণে দ্বন্দ্ব বা কেন তাঁরা আদর্শের হাত-পা বেঁধে দিয়েছিলেন, তা নিয়ে এখনও ধোঁয়াশা রয়েছে। আদর্শের দু'টি ফোন ও মানিব্যাগ নিয়ে অ্যাপ বাইকে করে তাঁরা উল্টোডাঙাও গিয়েছিলেন। সেখানে আদর্শের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকাও তোলা হয়েছিল। এখনও পর্যন্ত বেশ কয়েকটি মোবাইল ফোন উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেগুলি ফরেন্সিকে পাঠানো হবে। ডেটিং অ্যাপের কথোপকথনও খতিয়ে দেখা হবে।

জামিনের আর্জি খারিজ

সিউড়ি, ২৪ নভেম্বর : বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তরুণীকে ধর্ষণে অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেস থেকে বহিস্কৃত কাউন্সিলরের জামিনের আবেদন খারিজ করল জেলা জজ কোর্ট। অভিযুক্ত তৃণমূল কংগ্রেসের কাউন্সিলরের নাম প্রিয়নাথ সাউ। অভিযোগ একমাস হয়ে গেলেও অভিযুক্ত কাউন্সিলরকে গ্রেপ্তার না করায় পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ বাড়ছে নানা মহলে।

২৯ অক্টোবর বীরভূমের রামপুরহাট থানার প্রিয়নাথের বিরুদ্ধে ধর্ষণের লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন এক তরুণী। কাউন্সিলরের বিরুদ্ধে তরুণীর অভিযোগ বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সহবাসের ফলে তার পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। তারপর ঘাতপ্রতিঘাত সহ্য করে শেষ পর্যন্ত পুলিশের দ্বারস্থ হন তরুণী। কিন্তু একমাস হতে চলল পুলিশ তাকে গ্রেপ্তার না করায় হতাশ তরুণী।

আজ মতুয়া-গড়ে মুখ্যমন্ত্রীর মিছিল

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর ইস্যুকে হাতিয়ার করে মতুয়া ভোট নিজেদের ব্যাংকে টানতে মরিয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এই আবহে মঙ্গলবার মতুয়া-গড়ে সভা ও পদযাত্রা করবেন মুখ্যমন্ত্রী।

২০১৯ সালে শেষবারের মতো ঠাকুরনগরে গিয়েছিলেন মমতা। কিন্তু ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে বা পরবর্তীকালে মতুয়া এলাকায় তৃণমূলের ভোটব্যাংকে ধস নামায় সেখানে আর তিনি যাননি। ৬ বছর পর ফের সেই মতুয়া-গড়কেই হাতিয়ার করে এগোতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মতুয়াদের নাগরিকত্বের ইস্যুতে বিজেপি যখন সিএএ ফর্ম পূরণে ব্যস্ত, তখন মুখ্যমন্ত্রী চাইছেন এই আতঙ্ক তাঁদের মধ্যে থেকে কাটাতে। সেই লক্ষ্যেই মতুয়াদের হারানো ভোটব্যাংক ফিরে পেতে এবার ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।

মঙ্গলবার বেলা ১টায় বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে জনসভা করবেন মমতা। তারপর সেখান থেকে সড়কপথে তিনি আসবেন চাঁদপাড়া। চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর ৩ কিলোমিটার মিছিলে হাঁটবেন তিনি। এই মিছিলে মতুয়া সম্প্রদায়ের একটি বড় অংশকে হাজির করাতে মরিয়া তৃণমূল।

সেই লক্ষ্যেই জেলা তৃণমূল নেতৃত্ব আদাজল খেয়ে মাঠে নেমেছেন। সোমবার সভাস্থল ও চাঁদপাড়া থেকে ঠাকুরনগর এলাকা ঘুরে দেখেন রাজ্যের প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর প্রমুখ। জ্যোতিপ্রিয় বলেন, 'বনগাঁর সভা বা মিছিলে এবার রেকর্ড সংখ্যক লোক হবে। উপস্থিত দলীয় কর্মীদের অধিকাংশই মতুয়া সম্প্রদায়ের। গত কয়েক বছর ধরে মতুয়াদের বিজেপি যে ভুল বুঝিয়েছে, তা তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। তাই তাঁরা জানেন তৃণমূলই একমাত্র তাঁদের পাশে আছে। মুখ্যমন্ত্রীও সেই বার্তা দেবেন।'

তৃণমূল সাংসদ মমতাবালা ঠাকুর বলেন, 'বড় মা'র একশো বছরে মুখ্যমন্ত্রী এসেছিলেন। তারপর থেকে তিনি এখানে আসেননি। এখন মতুয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্ক তৈরি হয়েছে। সেই আতঙ্ক কাটাতেই মুখ্যমন্ত্রী বনগাঁয় সভা ও ঠাকুরনগরে মিছিল করবেন। আমরা বরাবরই মতুয়াদের পক্ষে রয়েছি।'

যদিও কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'কোনও অবস্থাতেই মতুয়ারা বিপদে নেই। তাঁরা নাগরিকত্ব পাবেন। কিন্তু তাঁদের উসকানোর জন্য মুখ্যমন্ত্রী আসছেন। তিনি এলেও মতুয়ারা তাঁর পাশে থাকবেন না।'

হাকিমপুর সীমান্তে রাজ্যপাল

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : গত কয়েকদিন ধরেই উত্তর ২৪ পরগনার হাকিমপুর সীমান্তে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার জন্য জড়ো হয়েছেন কয়েকশো বাসিন্দা। সোমবার পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে নিজেই সেই এলাকায় গেলেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন সকালেই সীমান্ত এলাকা সরেজমিনে খতিয়ে দেখার কথা ঘোষণা করেন তিনি। হাকিমপুর সীমান্তে পৌঁছে সেখানে জড়ো হওয়া লোকজনের সঙ্গে কথা বলেন। বিএসএফ কর্তাদের সঙ্গে কথা বলে ওই এলাকায় নিরাপত্তা আরও বাড়ানোর আর্জিও জানান।

রাজ্যপাল বলেন, 'হাকিমপুর সীমান্তে অনেক লোক জড়ো হয়েছে বলে আমি খবর পেয়েছিলাম। গোটা ঘটনা আমি নিজে খতিয়ে দেখতে এসেছি। স্থানীয় লোকজনদের সঙ্গে আমার কথা হয়েছে। ওই লোকজনদের নিয়ে অনেক ব্যাখ্যা তৈরি করা হচ্ছে। আমি বাস্তব চিত্র দেখতে এসেছি।' মঙ্গলবার যে তিনি মুর্শিদাবাদ যাবেন তাও এদিন জানিয়ে দিয়েছেন। রাজ্যপাল বলেন, 'অনুপ্রবেশ থেকে চোরাচালান, নিরাপত্তা সব বিষয় নিয়ে আমি বিএসএফ-এর সঙ্গে কথা বলেছি।' গত কয়েকদিন ধরেই রাজ্য সরকারের সঙ্গে রাজভবনের সংঘাত তীব্র হয়েছে। তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইতিমধ্যেই থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন রাজ্যপাল। পালটা কল্যাণও তাঁর বিরুদ্ধে কলকাতার হেয়ার স্ট্রিট থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন। রাজ্যপালের 'অতি সক্রিয়তা' ভালো চোখে দেখছে না নবান্ন।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১৮৬ সংখ্যা, মঙ্গলবার, ৮ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

গরিমা তলানিতে

যতদিন রাজ্যপালরা সংবিধান বর্ণিত এক্তিয়ারের মধ্যে থাকেন, ততদিন সমস্যা হয় না। যেই তাঁরা কেন্দ্রের প্রতিনিধি হিসাবে রাজ্যের এক্তিয়ারে নাক গলানোর চেষ্টা করেন, সঙ্গে সঙ্গে সংঘাত শুরু হয়ে যায়। বিশেষ করে কেন্দ্র ও রাজ্যের শাসকদল যদি ভিন্ন হয় এবং পরস্পরের বিরোধী হয়। তবে কেন্দ্রের আস্থাভাজন রাজ্যপাল থাকলেই যে বিরোধ বাধবে- এমন নিশ্চয়তা নেই। বাম জমানায় বিজেপি ঘনিষ্ঠ বীরেন জে শা রাজ্যপাল হয়ে কাটিয়ে গিয়েছেন কোনও বিরোধে না জড়িয়েই।

কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার নিযুক্ত হয়ে এলেও বাংলায় রাজ্যপালের মেয়াদ কাটিয়ে লাল সেলাম স্লোগান শুনে ফিরেছেন ত্রিভুবন নারায়ণ সিং। অথচ একই কংগ্রেস সরকার নিযুক্ত ধরমবীরের সেই সৌভাগ্য হয়নি। তাঁকে গো ব্যাক শুনে ফিরতে হয়েছে। আবার ইউপিএ সরকার নিযুক্ত গোপালকৃষ্ণ গান্ধি 'হাড়হিম সন্ত্রাস' বলে নন্দীগ্রামের পরিস্থিতির কঠোর সমালোচনা করলেও বামফ্রন্ট সরকারের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কখনও তলানিতে ঠেকেনি।

প্রাক্তন বিজেপি নেতা কেশরীনাথ ত্রিপাঠীর রাজ্যপাল হিসেবে কার্যকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকারের সমীকরণে ওঠানামা থাকলেও তিক্ততা মাত্রা ছাড়ায়নি। আসলে রাজভবনের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্কের মসৃণতা অনেকটা নির্ভর করে রাজ্যপালের ওপর। তিনি অতি সক্রিয় বলে ক্ষমতার দ্বিতীয় কেন্দ্র তৈরি হচ্ছে মনে করে রাজ্য সরকার। তখনই বিবাদ বাধে। জগদীপ ধনকর ও সিভি আনন্দ বোসের সময় পরিস্থিতিটা তিক্ততার চরমে পৌঁছেছে।

রাজভবনকে আরেকটি ক্ষমতার কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরার কোনও বিধান সংবিধানে নেই। কিন্তু গত কয়েক বছর ধরে রাজ্যপালদের আচরণে সমান্তরাল প্রশাসন তৈরি করার প্রয়াস আছে বলে মনে হয়েছে। রাজ্যপালরা 'শোম্যানশিপ'-এ বেশি নজর দিচ্ছেন। নির্বাচিত মুখ্যমন্ত্রী পদের সমান্তরালে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস শুরু হয়েছে। যা সংবিধান সম্মত তো নয়ই। তাছাড়া হাস্যকরও বটে। কোনও কোনও ক্ষেত্রে সেই প্রয়াস এত লঘু হয়ে যাচ্ছে যাকে শিশুসুলভ বললে অত্যুক্তি হয় না।

সম্প্রতি দুর্মুখ বলে পরিচিত তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তেমনই অনাবশ্যক সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছেন সিভি আনন্দ বোস। কল্যাণের কথায় কোনও সারবত্তা নেই। তিনি ভেবে বলেছিলেন বলেও মনে হয় না। কেননা, রাজভবনে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত আছে বললে যে তা রাজ্য সরকারের ব্যর্থতা প্রমাণ হয়- সেই কাণ্ডজ্ঞান নিশ্চয়ই এই প্রবীণ আইনজীবীর আছে। রাজভবনের নিরাপত্তার দায়িত্বে রাজ্য পুলিশ। কল্যাণের অভিযোগ সঠিক হলে সেই পুলিশের দিকে আঙুল ওঠে।

ভেবে বলুন আর না ভেবে বলুন, কল্যাণের এই মন্তব্যের সারবত্তা থাকার কথা নয়। তবে সংকীর্ণ রাজনীতির তাগিদে নেতারা অনেক সময় নানা অহেতুক, আলটপকা মন্তব্য করেই থাকেন। তা নিয়ে পারস্পরিক ঝগড়া চললেও তা নিয়ে পুলিশে অভিযোগ দায়ের বা আইন-আদালত কমই হয়। কিন্তু রাজ্যপাল যেন পায়ে পা দিয়ে সংঘাতকে তীব্র করলেন।

প্রথমে কল্যাণের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণে মহাসাড়ম্বরে ঢাকঢোল পিটিয়ে পুলিশ ও আধাসেনার সঙ্গে ডগ ও বম্ব স্কোয়াড এনে টিভি চ্যানেলের লাইভে রাজভবনে তল্লাশি করালেন। সেখানে যে কিছু পাওয়া যাবে না, তা জানাই ছিল। দ্বিতীয়ত, তৃণমূল সাংসদের বিরুদ্ধে থানায় এফআইআর করলেন। তৃতীয়ত, কল্যাণের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক পদক্ষেপের আর্জি জানিয়ে মামলার হুমকি দিলেন।

কল্যাণও পালটা রাজ্যপালের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছেন। মামলার জন্য প্রস্তুত আছেন বলে আস্ফালন করেছেন। এ যেন কোনও টেলিসিরিয়ালের এপিসোড, যার পরতে-পরতে নাটক। এক্ষেত্রে রাজ্য সরকার বা কোনও দলের সঙ্গে নয়, রাজ্যপাল একজন সাংসদের সঙ্গে যেন ব্যক্তিগত সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছেন। রাজ্য সরকার ও তৃণমূল এই আবহ থেকে নিজেদের দূরে রাখছে। ফলে ব্যক্তিগত স্তরের এই বিরোধে রাজ্যপাল পদটির গরিমাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। এক নেতিবাচক বার্তা দৃষ্টান্ত হয়ে উঠেছে।

অমৃতধারা

একজন মানুষের নিজের কাছে নিজের প্রাণ যতখানি প্রিয়, অন্য মানুষের কাছে, অন্য জীবের কাছে শুধু মানুষ কেন অন্য জীবের ক্ষেত্রেও এটা সত্য- নিজের নিজের প্রাণ প্রত্যেকের কাছেই ততখানিই প্রিয়। যিনি এটা অনুভব করেন তথা নিজের প্রাণকে তিনি যতখানি ভালোবাসেন, অন্যের প্রাণকেও তিনি ততখানিই ভালোবাসেন, তাঁকেই সাধু বলা হয়। আর এটা বুঝে, এই অনুভবের ফলে তিনি অন্যের প্রতি দয়াশীল হন। শরীরে ভস্ম মাখলে বা বিশেষ ধরনের পোশাক পরলেই কেউ সাধু হয়ে গেল, তা নয়। সাধু হতে গেলে নিজের ভেতরটাকে রাঙাতে হবে। পরমপুরুষ-পরমাত্মা কোথায় আছেন ? তিনি তোমার প্রাণের ভেতরে, মনের ভেতরে লুকিয়ে আছেন।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

বুথ যার, ভোট দখলের মেশিনারি তার

বাকি দলগুলোর বুথ স্তরে জোরদার অস্তিত্ব না থাকায় এসআইআর প্রক্রিয়াকে হাতের মুঠোয় নিয়েছে রাজ্যের শাসকদল।

জয়ন্ত চৌধুরী

রাজ্যে ভোটের বুথ ৮১ হাজার ৬৬১। ভোটের ফলাফল বাংলায় কী হবে, তা নিয়ে জ্যোতিষগিরি নয়। তবে বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ করতে গেলে অন্তত পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে বুথের সংখ্যা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। নির্বাচন সর্বস্ব রাজনীতিতে শেষ কথা বলে বুথই। আর বুথকে কথা বলায় কিন্তু 'ভোট মেশিনারি।' বাংলার রাজনৈতিক সমাজ (পলিটিকাল সোসাইটি, সূত্র ঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায়, নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার পথিকৃৎ) বহুযুগ ধরে কলুষিত হয়ে চলেছে। ভোট মেশিনারি শব্দবন্ধটি বামেরা তাদের পূর্বসূরি সাতের দশকের কংগ্রেসের থেকে পেয়েছিল।

বামেরা ভোট ছাড়াও সারাবছর নানা কিসিমের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে ব্যস্ত রাখত দলীয় কর্মীদের। সেই কর্মকাণ্ডের একটা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল, ভোটার তালিকা ধরে বুথভিত্তিক জনসংযোগ। যদিও ধীরে ধীরে এই জনসংযোগ যান্ত্রিকতায় আক্রান্ত হয়। অপরদিকে সেই যুক্তফ্রন্ট, নকশাল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলায় যে পলিটিকাল সোসাইটি গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে শাসকের স্বার্থের সংঘাত বাড়তে লাগল।

শাসকের দলীয় আধিপত্য যত তীব্র হল, জনসংযোগের বাঁধন তত আলগা হয়ে গিয়েছিল। ক্ষমতার ঔদ্ধত্যে বামপন্থার মূল্যবোধ ভেসে গিয়েছিল। যার অভিঘাত এমনই যে, নিজেদের জনবিচ্ছিন্নতা তারা টের পায়নি। ফলে ২০০৬ সালে বিপুল বিজয়ের মাত্র দুই থেকে আড়াই মাসের মধ্যে বাম সরকারের পতনের বীজ বোনা শুরু হয়ে গিয়েছিল। নির্বাচনি নিরিখে বললে ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচন হাতেনাতে বুঝিয়ে দিয়েছিল, বামেদের বিদায় আসন্ন। এককথায়, ভোট মেশিনারি ক্রমে দুর্বল হচ্ছিল সিপিএমের।

তৃণমূল সরকার সূচনা থেকেই ভোট মেশিনারি নির্মাণে গুরুমারা বিদ্যা রপ্ত করেছে। বরং বামেরা যা পারেনি, তা এখন হয়ে গিয়েছে তৃণমূলের বাঁ হাতের খেল। বাম জমানায় যত দুর্বলই হোক, বিরোধীদের একটা অস্তিত্ব ছিল। ২০১১ সালের পর থেকে ক্রমে বিরোধীশূন্য হয়ে গিয়েছে বাংলা। যেটুকু বিরোধী পরিসর পরিষদীয় রাজনীতিতে বঙ্গে টিকে আছে, তা এখন গেরুয়া শিবিরের দখলে। যারা বাস্তবে এখনও পরিষদীয় রাজনীতি রপ্তই করতে পারেনি।

রাজ্যে প্রশাসনিক স্বৈরাচার ও কিয়দংশে ভ্রষ্ট বিচার বিভাগের কল্যাণে এবং শাসকের বেনজির পরাক্রমের সুবাদে পরিষদীয় স্তরে বিরোধী শক্তি বস্তুত অস্তিত্বহীন। পরিষদীয় রাজনীতিতে প্রত্যাখ্যাত বামেরা পথের লড়াইয়েও দিশা দেখতে ব্যর্থ। কংগ্রেসের অবস্থা তথৈবচ। এই পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখে বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) ভবিষ্যৎ আলোচনা করা উচিত।

যেকথা দিয়ে শুরু করেছিলাম, বাংলায় যে ৮০ হাজারের বেশি বুথে বিএলএ অর্থাৎ রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি জোগাড়ের ক্ষমতা তৃণমূল ছাড়া যে আর কারও নেই, সেটা হলফ করেই বলা যায়। উত্তরবঙ্গে সেই ক্ষমতা কিছুটা বিজেপির রয়েছে। মালদা, মুর্শিদাবাদ ও উত্তর দিনাজপুরের অংশ বিশেষে কংগ্রেস থাকলেও পুলিশ ও প্রশাসনের মদতে সেখানে তৃণমূল খোলা ময়দান ছেড়ে দেবে ভাবার কারণ নেই।

শুনতে যতই কর্কশ শোনাক, সমস্ত জেলার পুলিশ সুপার থেকে থানার আইসি পর্যন্ত আসলে তৃণমূলের সাংগঠনিক পরাক্রমের অন্যতম সহায়ক। এই পরিস্থিতিতে কমিশন নিয়োজিত বিএলও-ও শাসক অনুগত হবে। ফলত বাড়ি বাড়ি গিয়ে মৃত ভোটার শনাক্ত করা বা ভুয়ো নাম চিহ্নিত করার কাজ পরোক্ষে রাজ্যের শাসকের নিয়ন্ত্রণে থাকা মোটেই অস্বাভাবিক নয়।

বছরের পর বছর ধরে ভুয়ো আধার কার্ড, এপিক (সচিত্র পরিচয়পত্র) করে দেওয়া যাদের রাজনৈতিক হোমটাস্ক ছিল, যতই বিএলও থাকুক সেই ব্যবস্থাকে খতম করার মতো আত্মঘাতী শাসকদল হবে, এটা ভাবাটাই বাতুলতা। ভুয়ো হলেও 'এপিক' করার জন্য কাস্ট সার্টিফিকেট একটা দরকারি নথি। দুয়ারে সরকার চালু হওয়ার পর সেকাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সেরে ফেলছে শাসকদল।

তাই এসআইআর মানছি না বলে জনসমক্ষে যতই হুমকি দিক না কেন, তৃণমূল পুরো প্রক্রিয়াটায় বাধা দিয়ে অহেতুক জটিলতা বাড়াবে না। বরং এসআইআর আতঙ্ক জাগিয়ে রেখে বিজেপি বিদ্বেষের পালে হাওয়া দেওয়ার কাজটা তৃণমূলের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কেননা, বিজেপি শুধু মুসলমান নয়, বাংলাদেশ থেকে আসা মতুয়া বা নমশূদ্র সহ অনেক হিন্দুর মনেও সংশয়ের কারণ হয়ে উঠছে।

সংশোধিত নাগরিকত্ব আইনের (সিএএ) গাজর ঝুলিয়ে হিন্দু উদ্বাস্তুদের মনে আস্থা অর্জন করতে পারেনি কেন্দ্র বা বিজেপি। সেকাজ করার মতো সাংগঠনিক তাগদ বিজেপির নেই। নেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সংগঠনকে নিজের নিরঙ্কুশ নিয়ন্ত্রণে রাখার মুরোদও। অনুপ্রবেশের মোড়কে তীব্র মুসলমান বিদ্বেষ আর উগ্র হিন্দুয়ানা বাংলার ভোটের রাজনীতির ময়দানে এতদিন তেমন প্রভাব ফেলতে পারেনি।

বরং রাজ্যের মোট ভোটারের প্রায় সত্তর শতাংশ হিন্দু ভোটের সত্তর-পঁচাত্তর ভাগের সমর্থন না পেয়ে দলের জেতা কঠিন করে ফেলেছে বিজেপি। তাছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ওই হারে ভোটারকে বুথ পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার মতো সাংগঠনিক শৃঙ্খলার ছিটেফোঁটা নেই বঙ্গ বিজেপির। যতটুকু ভোট বিজেপির ঘরে জমা হয়, তার সিংহভাগ সামাজিক বিভাজনের ফল। অর্থাৎ তাদের বুথমুখী করে তোলার নেপথ্যে মুরলীধর সেন লেনের কর্তাদের বিশেষ ভূমিকা নেই।

অন্যদিকে বামপন্থী সমর্থক ও কর্মীবাহিনীর কিছু ভোট পদ্ম ফুলে জমা হয়ে আছে কট্টর তৃণমূল বিরোধিতার কারণে। সেখানে বিজেপিকে অন্তর্বর্তীকালীন মিত্র বলে ভাবনা আছে। অথচ বাংলায় কমবেশি অবাম ভোট বরাবরই আছে, যার একটা সামাজিক ভিত্তিও আছে। তৃণমূলের জন্মলগ্ন থেকে সেই ভিত্তি ঝান্ডা বদলে ফেলেছে। ফলে কংগ্রেসের সেই ভিত্তিও এখন তৃণমূলের দখলে।

তৃণমূল ক্ষমতায় বসার পর থেকেই বিভিন্ন কিসিমের সামাজিক উন্নয়ন প্রকল্পের নামে টাকা দিতে শুরু করে। ফলে একটা উপভোক্তা ভোট ব্যাংকও তৈরি হয়েছে তৃণমূলের। বিজেপির চালিকাশক্তি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের সোশ্যাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের সৌজন্যে বাংলায় যেটুকু হিন্দুত্ব মাথাচাড়া দিয়েছে, তৃণমূলের নরম হিন্দুত্বের অনুশীলন তাকে মোকাবিলাও করতে পারছে।

সন্দেহ নেই, তৃণমূল ব্যক্তিকেন্দ্রিক দল। যেখানে দলনেত্রীর জনপ্রিয়তাই শেষ কথা। তাই দলের ডজনখানেক নেতাকে হাত পেতে টাকা নিতে দেখা গেলেও সামগ্রিকভাবে তৃণমূলের বিশেষ ক্ষতি হয় না। কেননা, নেত্রীর ভরসায় দল চলে। এসআইআর নিয়ে প্রথম থেকে আতঙ্কের আবহ তৈরি হয়েছে বিজেপি বিশেষত শুভেন্দু অধিকারীর কোটি ভোটারের নাম বাদ দেওয়ার হুমকির কারণে।

অন্যদিকে, রাজনীতিতে দৃশ্যমানতা বুঝতে মমতার দক্ষতা মানতেই হয়। অভিষেককে সঙ্গে নিয়ে ময়দান থেকে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি হেঁটে আমআদমির দৃশ্যপটে পিসি-ভাইপোর যুগলবন্দির ঠাঁই করে দিলেন। একইসঙ্গে দলকে রাস্তায় নামিয়ে দিলেন। অথচ ভোটের এখনও অন্তত ছয় মাস বাকি। বুথ স্তরে হেল্প ডেস্ক খুলেছে তৃণমূল। বিএলও'র সঙ্গে বিএলএ একা নন, একাধিক দলীয় কর্মী ঘুরছেন। অনেক জায়গায় দলীয় পতাকা নিয়ে তারা বিএলও'র সঙ্গী।

রাজ্যের বাকি দলগুলোর বুথ স্তরে জোরদার অস্তিত্ব না থাকায় গোটা এসআইআর প্রক্রিয়াকে একাই হাতের মুঠোয় নিয়ে ফেলেছে রাজ্যের শাসকদল। কেননা বুথ স্তরে দৃশ্যমান একমাত্র তৃণমূল। নির্বাচনি মেশিনারি নির্মাণের প্রাথমিক শর্তও বুথের নিয়ন্ত্রণ হাতে রাখা। গণতন্ত্রের নিরিখে এই নেতিবাচক প্রবণতাই সবটা নয়। বুথভিত্তিক সংগঠন মানে বছরভর তৃণমূল স্তরে জনসংযোগ। এভাবেই গড়ে ওঠে, বুথ যার মেশিনারি তার। কে না জানে, মেশিনারি যার, ভোট তার।

সেই বিচারে এসআইআর বিপাকে ফেলেনি, বরং বিধানসভা ভোটের প্রায় ছয় মাস আগেই সাংগঠনিক ট্র্যাকে ফিরিয়েছে তৃণমূলকে। রাজ্যে তৃণমূলের বুথভিত্তিক কমিটি তৈরি শুরু হয় মুকুল রায়ের উদ্যোগে। এখন সেটা চলছে আইপ্যাক-এর কড়া নজরদারিতে। সমস্ত বিডিও, কিছু ক্ষেত্রে মহকুমা শাসকের দপ্তরে ওপরতলার নির্দেশে নাক গলাচ্ছে আইপ্যাক। অর্থাৎ বেসরকারি নজরদারি সর্বত্র চলছে। একইরকম নজরদারি থাকছে প্রশাসন ও পুলিশের। 'মেরা বুথ সব সে মজবুত' স্লোগান দিয়ে বঙ্গ বিজেপি দায় সারলেও, তৃণমূল সেটা আগেই সেরে রেখেছে।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

২০২০

ফুটবলের রাজপুত্র মারাদোনার জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৮২

আজকের দিনে জন্ম মহিলা ক্রিকেট দলের প্রাক্তন অধিনায়ক ঝুলন গোস্বামীর।

আলোচিত

বিজেপির মতো ফ্যাসিবাদী দলের কায়দা দেশজুড়ে ফুটে উঠেছে। এসআইআর-এর মাধ্যমে মানুষকে আতঙ্কিত করছে। ভোটার তালিকায় নাম থাকবে কি না, তার চেয়ে বড় হয়ে উঠেছে, এই কাজের সঙ্গে যুক্তদের উপর অত্যধিক চাপ। যাঁদের নিয়ে কাজ করছেন, তাঁদের দয়া করে মেরে ফেলবেন না।

- মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়

ভাইরাল/১

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের খাসতালুক হরনৌতের সিরসি গ্রামে নতুন রাস্তা হয়েছে। মাটির ওপর নামমাত্র পিচ ঢেলে রাস্তা তৈরির অভিযোগ। হাল এতটাই খারাপ যে, হাত দিলে পিচের টুকরো উঠে আসছে।

ভাইরাল/২

পাহাড়ি আঁকাবাঁকা রাস্তা। সঙ্গে দোসর কাদা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে নেপালে স্কুটার নিয়ে উলটে পড়ে যান এক বিদেশি তরুণ। স্কুটারটি খাদের কিনারে আটকে যায়। কয়েকজন ভারতীয় তরুণ তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে তাঁকে সাহায্য করেন। নেটিজেনরা তাঁদের বাহবা দিচ্ছেন।

জনমন
জনমত

হাতির হানা রুখতে অবিলম্বে পদক্ষেপ প্রয়োজন

গত কয়েকবছর ধরে হাতির হানা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। প্রায়ই হাতির হানায় শিশু থেকে বয়স্ক অনেকের প্রাণ যাচ্ছে। সম্প্রতি প্লাবনবিধ্বস্ত এলাকায় বাঁধ ভেঙে জঙ্গলগুলিতে জল, কাদা জমে যাওয়ায় বন্যপ্রাণীরা সেখানে না থাকতে পেরে খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসছে। আর এতেই ঘটে যাচ্ছে মানুষ-বন্যপ্রাণীর সংঘাত। অকালেই চলে যেতে হচ্ছে অনেককে। ফলস্বরূপ কোথাও গ্রামবাসীরা হাতির হানা থেকে তাঁদের ফসল বাঁচাবার জন্য দলবেঁধে রাত জাগছেন তো কোথাও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বাঁচানোর জন্য। বন দপ্তরের কাছে আমার প্রশ্ন যে, এদের আটকাতে কি কোনও ব্যবস্থা নেই? শুধুমাত্র আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিলে হয়তো আর্থিক সমস্যা কিছুটা দূর হয়। কিন্তু হারানো প্রিয় মানুষটিকে আর ফিরে পাওয়া যায় না। তাই বন দপ্তরের কাছে অনুরোধ, হাতির হানা আটকাতে যেন যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয় যাতে আর কারও মর্মান্তিক মৃত্যু না হয়।

শিপ্রা শিকদার, জলপাইগুড়ি।

আশায় বেঁচে এসএসসি চাকরিপ্রার্থীরা

দুর্নীতির কোপে প্রায় ২৬,০০০ শিক্ষক-শিক্ষাকর্মীর চাকরি চলে গিয়েছে অনেক আগেই। তবুও সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী এসএসসি আবার একাদশ-দ্বাদশ ও নবম-দশম শ্রেণির শিক্ষক নিয়োগের পরীক্ষাও নিয়েছে। তার মধ্যে সফল চাকরিপ্রার্থীদের নথি যাচাইয়ের প্রক্রিয়াও চলছে। কিন্তু বিতর্ক যেন কিছুতেই পিছু ছাড়ছে না। ৪২০০ জনের মধ্যে ৩০০ জনেরই নাকি নথি ঠিক নেই। এই সংখ্যা নাকি আরও বাড়তে পারে বলে সন্দেহ রয়েছে। মোদ্দা কথা হল, পুরো প্রক্রিয়াটাই জটিলতায় ভরা। কারও নথি ঠিক নেই, কোথাও আবার পরীক্ষায় স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে বলে অভিযোগ। একজন শিক্ষক দেশকে এগিয়ে নিয়ে যেতে এবং সমাজ গড়তে খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকেন। তাই স্কুল সার্ভিস কমিশনকে অনুরোধ, শিক্ষক নিয়োগে আর যেন কোনও ত্রুটি না থাকে। সঠিকভাবে নথি যাচাই করে স্বচ্ছ ভাবমূর্তিসম্পন্ন শিক্ষকদেরই যেন সমাজের কান্ডারি হিসেবে গণ্য করা হয়।

অণিমা দত্ত, বীরপাড়া।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

কবিতার পাশাপাশি প্রাণজুড়ে ছিল গানও

তালিম নেননি, তবুও যেখানেই সুযোগ মিলত কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত। আজ তাঁর জন্মদিন।

আশুতোষ বিশ্বাস

প্রকৃতি-নিঃস্ব আমাদের এই নগরজীবনে হেমন্ত ঋতু পঞ্জিকার পাতায় বারো মাসে একবার বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণের মতো ফিরে আসে। গ্রামবাংলার মাঠেঘাটে শীতের প্রথম শিশির নিঃশব্দে নেমে এলে ধানকাটা ফাঁকা শস্যখেতে জেগে ওঠে হেমন্তভাব। জীবনের আনন্দ থাকুক বা না থাকুক— আমাদের নষ্ট শসা আর পচা চালকুমড়োর দেশে জীবনানন্দীয় হেমন্তের রিক্ত বেদনার আমেজ আম-বাঙালি বোধিচিত্তে আমে-দুধে গড়াগড়ি খায়। বাংলা বর্ণমালার শরীর ছেনে কবিতার অঙ্গে অঙ্গে রহস্য, খাঁটি দেশজ শব্দ আর কথ্যভাষার সঙ্গে শিষ্ট বাংলার সুমিত অনুপাত মিলিয়ে পাঠকের হৃদয়-আঙিনায় হেমন্তের অরণ্যের এক আশ্চর্য পোস্টম্যান এলেন। তিনি শক্তি চট্টোপাধ্যায়— জীবনানন্দ দাশের যোগ্য উত্তরসূরি হিসেবে বাংলা আধুনিক কবিতা তাকে পথ ছেড়ে দিল, নাকি তিনি কেড়ে নিলেন— তা আজও আলোচনার বিষয়।

স্বাধীনতা-উত্তর পাঁচের দশকের বাংলা কবিতায় নতুন আবেগ, নতুন স্বপ্ন আর স্বপ্নভঙ্গের দোদুল্যমান সাঁকোর ওপর দাঁড়িয়ে শক্তি চট্টোপাধ্যায় কবিতার অভিমুখে পরিবর্তন এনে দিলেন। সময়ের নতুন অভিরুচি তার হেমন্তের ডাকবাক্স থেকে দুরন্ত লেফাফার মতো উড়ে এসে বসত পাঠকের মুখে মুখে— প্রেমের পরিভাষায়, বন্ধুর তর্জায়, অথবা ক্যাফেটেরিয়ার ঠেক-রকে। অরণ্যের আদিমতা আর মমতার ব্যাপ্ত আকাশে প্রেমের মাখামাখি তরতাজা কবিতার লাবণ্যপ্রভা নিয়ে শক্তির শক্তিমত্তা বিস্মিত পাঠকের মনকে হাঁটুগেড়ে বসতে বাধ্য করেছিল। সময়োচিত প্যাশন ও প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে তিনি যেন দস্তুরমাফিক বাংলা কবিতাকে শাসন করতে এলেন। তিনি এলেন, দেখলেন, আর জয় করলেন।

শক্তি চট্টোপাধ্যায় : ২৫ নভেম্বর, ১৯৩৩ - ২৩ মার্চ, ১৯৯৫

পঞ্চাশের বাংলা কবিতার ভদ্রলোকি শালীনতাকে 'ডোন্ট কেয়ার' করার সাহস জোগাতে শক্তির ভূমিকা কম ছিল না। তাই আপাত আলুথালু 'কেয়ারলেস বিউটি'-ময় কবিতাগুলির মধ্যেও বুদ্ধির ঝিলিক আর অনুভূতির অভিজ্ঞান দীপ্যমান হয়। কিন্তু অনেকেই জানেন না— শক্তি চট্টোপাধ্যায় শুধু কবিতার খেয়ালি খাসমহলেই আটকে ছিলেন না। তিনি একইসঙ্গে ছিলেন সুরমগ্ন গায়ক। তার কণ্ঠে ছিল সুর; শিশুসুলভ প্রাণের আনন্দে গেয়ে উঠতেন। তার গানে ছিল নিঃসঙ্গতা, নাগরিক যন্ত্রণার সুর, কখনও উন্মাদনার ছটাক। প্রথাগতভাবে কারও কাছে কখনও গান শেখেননি, তবু যেখানেই সুযোগ পেতেন— আড্ডা, সাহিত্য সম্মেলন, বা ব্যক্তিগত পরিসর— বেসুরো হলেও গাইতেন রবীন্দ্রসংগীত। কখনও নিজের কবিতা আবৃত্তির সঙ্গে জুড়ে দিতেন স্ব-আরোপিত সুর। বন্ধুদের সঙ্গে রাতভর গান করেছেন। একটি সুর নিয়ে ছুটেছেন কখনও গঙ্গার ঘাট থেকে কলকাতার কফি হাউস পর্যন্ত।

'উড়ালপুল সাহিত্য সম্মাননা ২০২০'-র অনুষ্ঠানে 'শক্তি চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার' গ্রহণের সময় গায়ক কবীর সুমন জানিয়েছিলেন— একদিন আড্ডায় তিনি কবিকে বলেছিলেন, 'কিছু মনে করবেন না, আপনি ঠিক কবি নন।' উত্তরে শক্তি বলেছিলেন, 'হ্যাঁ, আমি পদ্য লিখি।' সুমন বলেছিলেন, 'না, আপনি একজন গীতিকার!' কবি প্রসঙ্গ এড়াতে চাইলে সুমন তাঁর গান-প্রতিম কবিতাগুলি পড়তে থাকেন। শুনতে শুনতে শক্তি জিজ্ঞেস করেন, 'এগুলো কবিতা নয়?' সুমন উত্তর দেন, 'না, এগুলো গান।' তার সব লেখাই নাকি গান— কয়েকটা মাত্র কবিতা। 'পরান্মুখ সবুজ নালিঘাস'-এর মতো শব্দবন্ধ না লেখার পরামর্শও দিয়েছিলেন তিনি। শেষজীবনে লিরিক লেখার কাজে হাত দেবেন বলেছিলেন শক্তি, কিন্তু 'সময়' আর তাঁকে 'সময়' দেয়নি। সেই আফসোসই সুমনের গিটারে তুলেছিল মর্মভেদী ধুন—'ঘুমোও বাউন্ডুলে, ঘুমোও এবার।'

(লেখক শামুকতলা সিধো-কানহো কলেজের অধ্যক্ষ)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩০১

পাশাপাশি : ১। ঋষি গৌতমের পুত্র ৩। প্রধানত সরকারি হুকুমনামা, ফরমান, দলিল ৫। অর্থহীন প্রলাপ বা কাজ, আবোল-তাবোল ৬। শুকনো বড় আঙুর ৭। বৈদিক যজ্ঞের পুরোহিত, যাজক ৯। দরাদরি ১২। তরল পদার্থের মাপবিশেষ ১৩। চম্পট, পলায়ন, পৃষ্ঠপ্রদর্শন।

উপর-নীচ : ১। নাম ও ঠিকানা ২। বড় ও গভীর পুকুর, দিঘি ৩। সত্তা, অস্তিত্ব, সৌহার্দ্য, বন্ধুভাব ৪। ঢাকজাতীয় আনদ্ধ, রণবাদ্যবিশেষ, দামামা ৫। প্রভু, ঈশ্বর, মাতা, মৃত্যু ৭। শাস্ত্রজ্ঞ তপস্বী, বেদমন্ত্রের সংকলয়িতা যোগী, বাঙালি চর্মকার জাতিবিশেষ ৮। ঝিনুক, শামুক ইত্যাদি পুড়িয়ে তৈরি চুন ৯। বজ্র ১০। অঙ্গীকার, শর্ত, পিঙ্গল বা কপিশ, পিঙ্গল বর্ণের ১১। কখনও, কোনও এক সময়ে।

সমাধান ■ ৪৩০০

পাশাপাশি : ১। খেতাব ৪। রাধিকা ৫। রাকা ৭। পরাত ৮। কালাজিন ৯। পঞ্চালিকা ১১। সিকিম ১৩। ইন্দু ১৪। খোরাক ১৫। তাজ্জব।

উপর-নীচ : ১। খেলাপ ২। বরাত ৩। বকাঝকা ৬। কামিন ৯। পচাই ১০। কাটখোট্টা ১১। সিকতা ১২। মনিব।

বিন্দুবিসর্গ

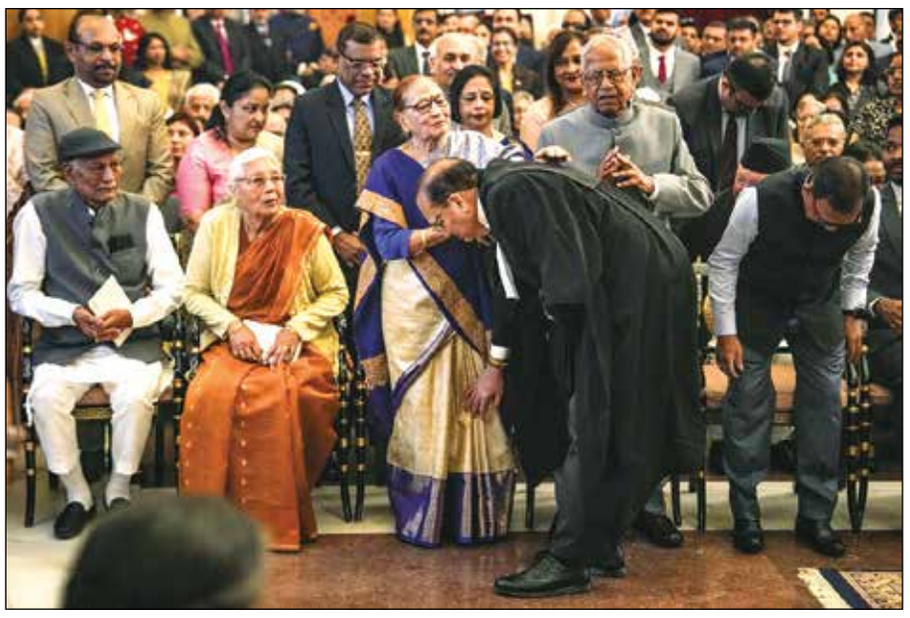

আশীর্বাদ করো... দেশের ৫৩তম প্রধান বিচারপতি হিসেবে শপথ নেওয়ার পর পরিবারের সামনে বিচারপতি সূর্য কান্ত।

‘ভাবিনি কোনওদিন বিচারপতি হব’

পর্ণকুটির থেকে স্বর্ণ সিংহাসনে সূর্য কান্ত

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিলেন বিচারপতি সূর্য কান্ত। বিদায়ি প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই অবসর নেওয়ার পর সোমবার ৫৩ তম প্রধান বিচারপতি পদে শপথ নিলেন তিনি। নয়াদিল্লির রাষ্ট্রপতি ভবনে এক অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু তাঁকে শপথবাক্য পাঠ করান। হিন্দি ভাষায় বিচারপতি কান্ত শপথ নেন। তাঁর বাবা ছিলেন সংস্কৃতের শিক্ষক। আইনি পেশার সঙ্গে কখনই যুক্ত ছিলেন না পরিবারের কেউ। তাই কান্তই প্রথম প্রজন্মের আইনজীবী।

শপথগ্রহণের পর বিচারপতি কান্তের ব্যক্তিগত জীবনের দিকগুলি সামনে এসেছে। সংবাদমাধ্যমে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তিনি অকপটে জানিয়েছেন, শৈশবে তিনি কল্পনাও করেননি যে, কোনওদিন এই পদে বসবেন। তাঁর কথায়, ‘তখন তো আমি বিচারবিভাগ কী বা একজন বিচারকের ভূমিকা কী, সেটাই জানতাম না!’

প্রায় রূপকথার মতোই দেশের প্রধান বিচারপতি পদে কান্তের উত্থান। হরিয়ানার হিসার জেলার প্রত্যন্ত পেটওয়ার গ্রামের এক সাধারণ নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে উঠে এসে বিচারব্যবস্থার শিখরে চড়ার গল্পটা আসলে মেধা ও অধ্যবসায়ের যুগলবন্দির।

কান্তের বাবার বেতন ছিল নামমাত্র। সংসারে অর্থাভাব লেগেই থাকত। তার মধ্যেই চলত চার ছেলে ও এক মেয়ের পড়াশোনা। ছোটবেলায় কান্তের গ্রামে না ছিল বিদ্যুৎ, না ছিল পড়াশোনার চল। ৬ ফুট বাই ৮ ফুটের ঘরে আরও তিন বন্ধুর সঙ্গে মিলেমিশে মাটির প্রদীপের আলোয় পড়াশোনা করতে হত তাঁকে। স্কুলের ইংরেজি শিক্ষক প্রেম সিংয়ের অকুণ্ঠ সাহায্য ছাড়া তিনি এতদূর আসতে পারতেন না বলে স্বীকার করেছেন বিচারপতি কান্ত।

কান্তের সাফল্যের শুরু হিসারের জেলা আদালতে। সেখানে তাঁর প্রতিভা দেখে মুগ্ধ হন এক সিনিয়ার আইনজীবী। তিনি তাঁর হাত ধরে তাঁকে চণ্ডীগড়ে নিয়ে যান এবং হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করার সুযোগ করে দেন। মাত্র পাঁচ-ছ’বছরের মধ্যেই তিনি সফল আইনজীবী হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন। ২০০০ সালে হরিয়ানার কনিষ্ঠতম অ্যাডভোকেট জেনারেল হওয়ার বিরল কৃতিত্ব রয়েছে তাঁর।

মনে রাখার মতো কয়েকটি রায়

■ **সংবিধানের ৩৭০ ধারা বাতিল**
জম্মু ও কাশ্মীর এবং লাদাখকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল করার পক্ষে দেওয়া ঐতিহাসিক রায়ের বেঞ্চে তিনি ছিলেন।

■ **এক পদ এক পেনশন**
সশস্ত্র বাহিনীর জন্য এই নীতি বহাল রেখে গুরুত্বপূর্ণ রায় দেন।

■ **পেগাসাস স্পাইওয়্যার মামলা**
বেঞ্চের অংশ হিসাবে তিনি স্পষ্ট জানান, ‘জাতীয় নিরাপত্তার অজুহাতে’ রাষ্ট্রকে নাগরিকের গোপনীয়তা লঙ্ঘনের ‘অবাধ সুযোগ’ দেওয়া যায় না।

■ **লিঙ্গ সমতা**
সুপ্রিম কোর্ট বার অ্যাসোসিয়েশন-সহ অন্যান্য বার অ্যাসোসিয়েশনগুলিতে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের নির্দেশ দিয়ে তিনি সমাজে লিঙ্গ সমতার পথ প্রশস্ত করেন।

দূষণের প্রতিবাদে মাওবাদী স্লোগান

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : ধোঁয়া, ধুলোময় দিল্লির বাতাস। কিন্তু তার থেকেও যেন ধোঁয়াশাচ্ছন্ন রাজধানীর রাজনৈতিক আবহ। বায়ুদূষণের বিরুদ্ধে ইন্ডিয়া গেটে রবিবার এক শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ মুহূর্তেই পরিণত হয়েছে রাষ্ট্রীয় নীতি, মতাদর্শ এবং নিরাপত্তা বিতর্কের উত্তপ্ত মঞ্চে।

প্রতি বছর দেওয়ালির পর দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি ইনডেক্স (একিউআই) বিপজ্জনক সীমায় পৌঁছোয়, এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। দূষণের তীব্রতায় জেরবার সাধারণ মানুষ রোজকার জীবনযাত্রায় শ্বাস নেওয়ার জন্য লড়াই করছেন। এই বাস্তবতার মধ্যেই রবিবার কয়েকজন নাগরিক ইন্ডিয়া গেটে প্রতিবাদে বসেন, সরকারের নীতিগত ব্যর্থতার বিরুদ্ধে এবং দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার দাবিতে। প্রতিবাদের শুরুটা ছিল আর পাঁচটা বিক্ষোভের মতোই। হাতে পোস্টার নিয়ে ‘ক্লিন এয়ার ইজ এ রাইট’, ‘স্টপ টক্সিক পলিসি’, ‘ফিক্স দিল্লি পলিউশন ক্রাইসিস’। কিন্তু কয়েক মিনিটের মধ্যে পরিস্থিতি ভিন্ন দিকে মোড় নেয়।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে একটি ভিডিও, যেখানে দেখা যাচ্ছে, বিক্ষোভকারীদের কয়েকজনের হাতে নিহত মাওবাদী নেতা মাধভি হিদমার ছবি। তার সঙ্গে স্লোগান, ‘হিদমা অমর রহে’, ‘ঘরে ঘরে জন্ম নেবে হিদমা’। সেই মুহূর্ত থেকেই পরিবেশ আন্দোলনের চরিত্র বদলাতে থাকে। দূষণ নিয়ন্ত্রণের দাবি এবং ছত্তিশগড়ের বস্তারের নকশাল রাজনীতির বয়ান যেন একসঙ্গে মিশে যায়। বক্তাদের বক্তব্যে উঠে আসে বন অধিকার, রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন মডেল এবং কর্পোরেট শাসনের প্রসঙ্গ। তাঁদের ভাষায়, ‘দিল্লির দূষণ আর বস্তারের বন উজাড় করে দেওয়া একই রাষ্ট্রীয় নীতির ফল।’

এই বিতর্ক যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছোয়, তখন দিল্লির দূষণ বিরোধী বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে সংঘর্ষ শুরু হয় পুলিশের। অভিযোগ, বিক্ষোভ সরাতে গেলে কয়েকজন পুলিশকর্মীকে পেপার স্প্রে করা হয়। ছোড়া হয় লংকার গুঁড়ো। আহত হয়েছেন অন্তত চারজন নিরাপত্তাকর্মী। ২৩ জনকে আটক করেছে পুলিশ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ইন্ডিয়া গেটে বিক্ষোভ অনুমোদিত নয়। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী সব ধরনের প্রতিবাদ কেবল যন্তরমন্তরে করা যাবে। ঘটনার পর রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া এসেছে দ্রুত। দিল্লি সরকারের মন্ত্রী কপিল মিশ্র মন্তব্য করেন, ‘এটা পরিবেশ আন্দোলন নয়, এটি জিহাদি নকশাল জোটের রাজনৈতিক ময়দান।’

দিল্লিতে পেপার স্প্রে পুলিশকে, আটক ২৩

প্রতিবাদকারীদের অবস্থান অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। তাঁদের বক্তব্য, যখন রাষ্ট্র একটি শহরের বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে এবং মানুষকে শ্বাস নেওয়ার অধিকারের দাবিতে লড়াই করতে হয়, তখন প্রতিবাদ আর ‘শুধু পরিবেশ আন্দোলন’-এর গণ্ডিতে সীমাবদ্ধ থাকে না। এটি হয়ে ওঠে নীতি, অধিকার এবং দমনপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

তেজস ভেঙে পড়া বিচ্ছিন্ন ঘটনা : হ্যাল

নয়াদিল্লি ও দুবাই, ২৪ নভেম্বর : দুবাইয়ের এয়ার শোতে তেজস যুদ্ধবিমান ভেঙে পড়ার দু’দিন পর ভারতীয় নির্মাণ সংস্থা হিন্দুস্তান অ্যারোনটিক্স লিমিটেড (এইচএ এল--হ্যাল) বিবৃতি দিয়ে বিষয়টিকে একটি ‘বিচ্ছিন্ন ঘটনা’ বলে বর্ণনা করল। তারা জানিয়েছে, শুক্রবারের দুর্ঘটনা ‘ব্যতিক্রমী পরিস্থিতির’ কারণে ঘটেছে। এতে তাদের ব্যবসায়িক কাজে কোনও প্রভাব ফেলবে না।

দুর্ঘটনায় ভারতীয় বায়ুসেনার উইং কমান্ডার নামাংশ সায়েলের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে পূর্ণ সহায়তার আশ্বাস দিয়েছে সংস্থাটি।

এদিকে দুর্ঘটনার পরও সেদিন শো চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত বিস্মিত করেছিল মার্কিন পাইলট ও তাঁর দলকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এফ-১৬ ভাইপার ডিমনস্ট্রেশন টিমের কমান্ডার মেজর হাইস্টার তিনি ইনস্টাগ্রামে লিখেছেন, ‘প্রয়াত ভারতীয় বায়ুসেনা পাইলট, তাঁর পরিবার ও সহকর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আমাদের পারফরম্যান্স আমরা বাতিল করলাম। আমি ঘটনাস্থল ঘুরে দেখেছি। ভেবেছিলাম কর্তৃপক্ষ সামগ্রিকভাবে অনুষ্ঠানটি বাতিল করবেন। কিন্তু দুর্ঘটনা নিয়ে একটুও বিচলিত হননি আয়োজকরা। উৎসাহে ভাঁটা পড়েনি দর্শকদেরও। শোকের মুহূর্তে অনুষ্ঠানের স্বাভাবিকতা বজায় রাখার চেষ্টাটাই গভীর বেদনার।’

আইএনএস মাহে-তে সওয়ার আর্মি প্রধান উপেন্দ্র দ্বিবেদী। সোমবার মুম্বইয়ে।

মণিপুরে বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে বাস্তুহারারা

ইম্ফল, ২৪ নভেম্বর : মণিপুরে নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ালেন ঘরে ফিরতে চাওয়া বাস্তুচ্যুত বাসিন্দারা। সোমবার ইম্ফল পূর্ব জেলার পুখাও ও দোলাইথাবি বাঁধের কাছে ত্রাণশিবিরে অবস্থানরত কয়েকশো ঘরছাড়া মানুষের সঙ্গে ধস্তাধস্তি বাধে নিরাপত্তাবাহিনীর।

সোমবার একৌ, দোলাইথাবি এবং ইয়েংপুমান এলাকার ত্রাণশিবিরগুলি থেকে ঘরে ফেরার জন্য রওনা দেন ঘরছাড়ারা। কয়েকশো মানুষ আশ্রয়শিবির ছেড়ে বেরোতেই নিরাপত্তাবাহিনী তাঁদের পথ আটকায়। পালটা বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন ভিটেহারারাও। বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়া হয়। তাতেও কেউ পিছু হটেননি। ঘরছাড়াদের

দাবি, সংঘর্ষ শেষ হতে না হতেই রাজ্যে ঐতিহ্যবাহী সাঙ্গাই উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। অথচ এখনও ত্রাণশিবিরে থাকতে বাধ্য হচ্ছেন ৫০ হাজারেরও বেশি মানুষ। সরকার যখন দাবি করছে যে, রাজ্যে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরেছে, তা হলে তাঁদের ঘরে ফেরার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না কেন?

বিক্ষোভকারীদের একজন এস কুমারজিৎ মেইতেই বলেন, ‘আমরা বেশিরভাগই কৃষক। ঘর ছাড়ার পর আমাদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পূর্ণভাবে বিধ্বস্ত। সরকার বলছে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়েছে, অথচ আমাদের ঘরে ফিরতে দিচ্ছে না। আমরা ঘরে ফিরতে চাই। আর কতদিন আমরা ত্রাণ শিবিরে আটক থাকব? নিরাপত্তাবাহিনী কেন জঙ্গিদের মোকাবিলা না করে আমাদের শিবিরে থাকতে বাধ্য করছে?’

অরুণাচল চিনের, যুক্তি দিয়ে হেনস্তা তরুণীকে

সাংহাই, ২৪ নভেম্বর : অরুণাচলের দখল নিয়ে ভারতের সঙ্গে বিতর্ক রয়েছে চিনের। কিন্তু এবার ভারতীয় ভূখণ্ডকে অজুহাত করে অরুণাচলের এক তরুণীর সঙ্গে অভব্য আচরণ করতেও দ্বিধা করল না চিনা কর্তৃপক্ষ।

অরুণাচলপ্রদেশের বাসিন্দা ওই ভারতীয় বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ নাগরিককে সাংহাই পুডং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে দীর্ঘ ১৮ ঘণ্টা আটক রেখে হয়রানি করার অভিযোগ উঠেছে। পাসপোর্ট পরীক্ষার সময় চিনা অভিবাসন আধিকারিকরা তাঁর নথিপত্র ‘অবৈধ’ বলে জানান। কারণ, পাসপোর্টে জন্মস্থান হিসাবে অরুণাচলপ্রদেশের নাম উল্লেখ ছিল!

পেমা ওয়াংজম থংডক নামে ওই তরুণী গত ২১ নভেম্বর লন্ডন থেকে জাপানে যাচ্ছিলেন। সাংহাই

বিমানবন্দরে তাঁর তিন ঘণ্টার ট্রানজিট ছিল। কিন্তু অভিবাসন কাউন্টারে তাঁর ভারতীয় পাসপোর্ট দেখে আধিকারিকরা সেটিকে বাতিল করে দেন। অভিযোগ, আধিকারিকরা তাঁকে বলেন, ‘অরুণাচলপ্রদেশ চিনের অংশ। আপনার পাসপোর্ট অবৈধ।’

সমাজমাধ্যমে একটি পোস্টে পেমার অভিযোগ, চিনা বিমানবন্দরের আধিকারিকরা তাঁকে নিয়ে হাসি-ঠাট্টা। করেন শুধু তা-ই নয়, চিনা পাসপোর্টের জন্য আবেদন করার পরামর্শও দেন। তাঁকে কোনও তথ্য, খাবার বা বিমানবন্দর পরিষেবা ছাড়াই প্রায় ১৮ ঘণ্টা আটক থাকতে হয়। পরে সাংহাইয়ে ভারতীয় কনসুলেটের হস্তক্ষেপে তিনি গন্তব্যের উদ্দেশে রওনা হন। এই ঘটনার পর অরুণাচলের তরুণী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে চিঠি লিখে গোটা ঘটনা জানিয়েছেন এবং তাঁকে অনুরোধ করেছেন যাতে হেনস্তার বিষয়টি বেজিংয়ের কানেও তোলা হয়।

আর পারছি না, চাকরিতে ইস্তফা বিএলও-র

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) করতে গিয়ে অত্যধিক কায়িক ও মানসিক চাপে একের পর এক বুথ স্তরের আধিকারিকের অসুস্থতা, মৃত্যু ও আত্মহত্যার ঘটনার পরেও মুখে কুলুপ নির্বাচন কমিশনের। ‘ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে অত্যাচার চলছে’ বলে অভিযোগ করেছে বিরোধীরা। ইতিমধ্যে কাজের চাপে বিএলওদের মানসিক চাপে ভেঙে পড়া, কান্নাকাটির রিলস সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হওয়ায় পরিস্থিতি ক্রমেই উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে।

এই আবহেই চাকরিতে ইস্তফা দিতে বাধ্য হলেন নয়ডার এক স্কুল শিক্ষিকা। বিএলও হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত পিঙ্কি সিং নামে ওই শিক্ষিকা জানিয়েছেন, এসআইআরের বিপুল কাজের চাপ এবং মানসিক ধকল আর সহ্য হচ্ছে না তাঁর। কারণ, তাঁকে নিয়মিত স্কুলে পড়ানোর পাশাপাশি ভোটার তালিকা সংশোধনের মতো সময়সাপেক্ষ এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজও করতে হচ্ছিল। এই দ্বৈত দায়িত্বের চাপ তিনি আর নিতে পারছিলেন না।

ইস্তফাপত্রে পিঙ্কি পরিষ্কার লিখেছেন, অতিরিক্ত কাজের বোঝা তাঁর পক্ষে আর বহন করা সম্ভব নয়। কাজের চাপে ভুল হওয়ার আশঙ্কা এবং তার ফলে ভবিষ্যতে আইনি ঝামেলায় জড়িয়ে পড়ার ভয়ও তাঁকে তাড়িত করছিল। শিক্ষিকার কথায়, ‘আমি কাজ করতে প্রস্তুত, কিন্তু শিক্ষকতার পাশাপাশি এই বিপুল এসআইআরের কাজ একসঙ্গে করা অসম্ভব। আমার পক্ষে আর এটা করা সম্ভব নয়।’

অন্যদিকে এই পরিস্থিতিতেও বিএলও-দের উদ্দেশে নানা টিকাটিপ্পনী ও দায়িত্বজ্ঞানহীন মন্তব্যের বিরাম নেই। ভোটার তালিকা সংশোধন নিয়ে বিভ্রান্তি ও আতঙ্ককে উসকে দিয়ে জামতারার এক জনসভায় ঝাড়খণ্ডের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ইরফান আনসারি নিশানা করেন কমিশনের বুথ স্তরের আধিকারিকদের। তিনি বলেন, বিজেপি জনগণের একাংশকে ‘অনুপ্রবেশকারী’ দেগে দিয়ে তাঁদের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে। এরপরই তাঁর নাটকীয় সংলাপ, ‘কেউ (পড়ুন, বিএলও) আপনার নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দিতে চাইলে তাকে ঘরে তালাবন্ধ করে রাখুন।’

হামলায় হত শীর্ষ হিজবুল্লা কমান্ডার

তেল আভিভ, ২৪ নভেম্বর : হামাসের পর এবার ইজরায়েলের নিশানায় ইরান সমর্থিত হিজবুল্লা। লেবাননের বড় অংশ নিয়ন্ত্রণকারী এই জঙ্গিগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে কয়েকমাস ধরে টানা অভিযান চালাচ্ছে ইজরায়েলি বায়ুসেনা। তাদের হামলায় মৃত্যু হয়েছে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ হিজবুল্লা নেতার। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হল জঙ্গিগোষ্ঠীর অন্যতম শীর্ষ কমান্ডার হেথাম আলি তাতাবাইয়ের নাম। রবিবার রাতে বেইরুটের একটি আবাসনে ক্ষেপণাস্ত্র হামলা চালায় ইজরায়েলের বিমান বাহিনী। একটি ফ্ল্যাটে লুকিয়ে ছিলেন হিজবুল্লার চিফ অফ জেনারেল স্টাফ তাতাবাই। বিমান হামলায় আবাসনটি ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। শীর্ষ কমান্ডারের মৃত্যু নিয়ে নীরব হিজবুল্লা। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর দপ্তর থেকে অবশ্য বিবৃতি জারি করে তাতাবাইয়ের মৃত্যুর কথা ঘোষণা করা হয়েছে।

দুই রাজ্যে দুই দুর্ঘটনায় মৃত ১১

চেন্নাই ও দেরাদুন, ২৪ নভেম্বর : তামিলনাড়ু ও উত্তরাখণ্ড। দু-রাজ্যে পথ দুর্ঘটনায় সোমবার মৃত্যু হয়েছে ১১ জনের। এদিন সকালে দুটি বাসের মুখোমুখি সংঘর্ষে তামিলনাড়ুতে মৃত্যু হয়েছে ৬ যাত্রীর। আহত ৩২। পুলিশ জানিয়েছে, মাদুরাই থেকে সেনকোট্টাই যাচ্ছিল একটি যাত্রীবাহী বাস। অন্যটি তেনকাসি থেকে কোবিলপট্টি যাচ্ছিল। তেনকাসিতে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় বাস দুটির। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, সেনকোট্টাইগামী বাসটি বেপরোয়া গতিতে যাচ্ছিল। আচমকা নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে অন্যটিকে ধাক্কা মারে। দুর্ঘটনায় শোক প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন। আহতদের যথাযথ চিকিৎসার আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। সিসিটিভি ফুটেজ দেখে ঘটনার তদন্ত চলছে।

উত্তরাখণ্ডের তেহরিতে অপর এক বাস দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫

যাত্রীর। আহত ২০ জনেরও বেশি। অন্য রাজ্য থেকে আসার পথে বাসটি হঠাৎ ৭০ মিটার গভীর খাদে গিয়ে পড়ে। উদ্ধারকারী দল আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করেছে।

বার্তা সিদ্দারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু ও নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : কর্ণাটকে ক্ষমতাসীন কংগ্রেসের অন্দরে মুখ্যমন্ত্রী পদ নিয়ে সংঘাত ক্রমশ তীব্র হচ্ছে। রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী ডিকে শিবকুমারের অনুগামী বিধায়করা একের পর এক দিল্লি যাত্রা করায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এরই মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, ‘কংগ্রেস হাইকমান্ড যদি চান, তাহলে আমি মুখ্যমন্ত্রী পদে বহাল থাকব।’ রাজ্যে কংগ্রেস সরকারের আড়াই বছর পূর্ণ হওয়ার পরেই নেতৃত্ব পরিবর্তনের জল্পনা শুরু হয়। এই প্রসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া আজ সাংবাদিকদের বলেন, ‘হাইকমান্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। তাঁরা যা চাইবেন, সেটাই মানতে হবে। তাঁরা যদি আমায় মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকতে বলেন, তবে আমি থাকব। এই বিষয়ে শিবকুমারকেও হাইকমান্ডের সিদ্ধান্ত মেনে চলতে হবে।’

রাজনীতিক বীরু

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর : শোলের বীরু তথা বলিউডের কিংবদন্তি অভিনেতা ধর্মেন্দ্র অভিনয় জীবনের পাশাপাশি স্বল্প সময়ের জন্য পা রেখেছিলেন ভারতের সংসদীয় রাজনীতিতেও। নতুন সহস্রাব্দের গোড়ায় তিনি বিজেপিতে যোগ দেন।

২০০৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে রাজস্থানের বিকানের কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে বিপুল ভোটে জয়ী হয়ে সাংসদ হন। ‘ইন্ডিয়া শাইনিং’ প্রচারের সময় তিনি ছিলেন দলের অন্যতম মুখ। তবে অভিনেতা হিসাবে তাঁর জনপ্রিয়তা থাকলেও রাজনীতির জগৎ তাঁর কাছে সুখকর ছিল না। তিনি নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন রাজনৈতিক শঠতা ও তঞ্চকতার কাছে। তাঁর কথায়, ‘কাম ম্যাঁয় করতা থা, ক্রেডিট কোই অওর লে জাতা থা...। কাজ করছি আমি, কৃতিত্ব নিচ্ছে অন্যরা। কিন্তু কোথাও কিছুর অভাব হলে আঙুল উঠছে আমার দিকে।’ শেষে বিরক্ত ও বিধ্বস্ত ধর্মেন্দ্র সংসদ বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছিলেন।

পরবর্তীতে ধর্মেন্দ্র নিজেই স্বীকার করেন, সক্রিয় রাজনীতিতে নামা ভুল হয়েছিল তাঁর। সেইসময় মানসিক চাপ যেভাবে তাঁকে ক্ষতবিক্ষত করেছিল, তার জন্য তিনি আদৌ প্রস্তুত ছিলেন না। জনগণের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণে ব্যর্থতার যন্ত্রণা তাঁকে বিচলিত করেছিল। ফলস্বরূপ তিনি নিজেকে সেই মঞ্চ থেকে সরিয়ে নেন।

কার্নির সফরের আগে নাগরিকত্ব আইনে বদল কানাডার

টরন্টো, ২৪ নভেম্বর : সব কিছু ঠিকঠাক চললে আগামী বছরের প্রথমার্ধে ভারত সফরে আসছেন কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নি। ফেব্রুয়ারিতে দিল্লিতে অনুষ্ঠেয় গ্লোবাল এআই শীর্ষবৈঠকে অংশ নেওয়ার কথা তাঁর। সেই সফরের আগে কানাডা সরকার তাদের নাগরিকত্ব আইনে এক ঐতিহাসিক সংশোধন এনেছে, যা বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে থাকা বহু প্রবাসী পরিবার, বিশেষ করে ভারতে জন্ম নেওয়া হাজার হাজার মানুষের জন্য নাগরিকত্ব লাভের পথ খুলে দিয়েছে। এতদিন কানাডার নাগরিকত্ব প্রাপ্তির ক্ষেত্রে একটি জটিলতা ছিল। তা হল ‘দ্বিতীয় প্রজন্মের বাইরে বিদেশে জন্ম’ নেওয়া ব্যক্তিরা সরাসরি কানাডার নাগরিক হতে পারতেন না। এর অর্থ, একজন কানাডীয় নাগরিক যদি দেশের বাইরে জন্মগ্রহণ করেন, তবে তাঁর নাতি-নাতনিরা কানাডার বাইরে জন্ম নিলে নাগরিকত্ব পেতেন না।

স্বস্তিতে ভারতে জন্মগ্রহণকারীরা ■ জোহানেসবার্গে শিখর বৈঠক

এই নিয়মের ফলে বহু পরিবার বছরের পর বছর ধরে অনিশ্চয়তা এবং আইনি জটিলতার শিকার হচ্ছিল। সমস্যায় পড়তেন বিদেশ থেকে শিশু দত্তক গ্রহণকারীরাও। নতুন সংশোধনীটি সেই জটিলতা দূর করেছে। এর ফলে, ১৯৪৮-এর আগে যে সকল কানাডীয় নাগরিকের সন্তানরা দেশের বাইরে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু আগে নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করার সুযোগ পাননি, তাঁদের এখন থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কানাডার নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হবে। প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প যখন অভিবাসীদের সন্তানদের মার্কিন নাগরিকত্ব পাওয়ার ক্ষেত্রে নিত্যনতুন বাধা তৈরি করছেন, তখন প্রতিবেশী কানাডার উলটো পথে হাঁটা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে কূটনৈতিক মহল।

রবিবার দক্ষিণ আফ্রিকার জোহানেসবার্গে জি২০ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে কানাডার

প্রধানমন্ত্রী কার্নির সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আলোচনা সেরে এক্সে মোদি লেখেন, ‘কানাডার প্রধানমন্ত্রী মার্ক কার্নির সঙ্গে একটি অত্যন্ত ফলপ্রসূ বৈঠক হয়েছে।... আমরা আগামী মাসগুলিতে আমাদের সম্পর্ক আরও এগিয়ে নিতে সম্মত হয়েছি, বিশেষ করে বাণিজ্য, বিনিয়োগ, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন, শক্তি এবং শিক্ষার ক্ষেত্রে।’ ঘটনাচক্রে কানাডা সরকারের নাগরিকত্ব আইন সংশোধনের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে মোদি-কার্নি দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের ঠিক পরেই।

একনজরে

■ ভারতে জন্ম নেওয়া কানাডায় বসবাসকারীদের স্বাভাবিক নাগরিকত্ব

■ জি২০ সম্মেলনের ফাঁকে কানাডার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক প্রধানমন্ত্রী মোদির

■ গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ে সম্মত দু-দেশ

■ কানাডায় নিষিদ্ধ বিষ্ণোই গ্যাং

আইনটি বিদেশে থাকা কানাডীয় নাগরিকদের জন্য নতুন অধিকার নিশ্চিত করেছে, যার মাধ্যমে কানাডীয় বংশোদ্ভূত ব্যক্তিদের সন্তানরা বিশ্বের যে কোনও প্রান্তেই জন্ম নিন না কেন, তাঁরা নাগরিকত্বের অধিকার হারাবেন না। এই পরিবর্তনটি ভারতে জন্মগ্রহণকারী বহু মানুষের জন্য স্বস্তি বয়ে এনেছে। বহু ভারতীয় বংশোদ্ভূত পরিবার কানাডায় অভিবাসী হয়েছেন এবং তাঁদের সন্তান বা নাতি-নাতনিদের জন্ম হয়েছে ভারতে। এই নতুন আইন তাঁদের আইনি জটিলতা দূর করে সহজে নাগরিকত্ব পেতে সাহায্য করবে। কানাডা সরকার জানিয়েছে, এই পদক্ষেপ জন্মসূত্রে প্রাপ্ত অধিকারকে প্রসারিত করবে এবং বিদেশে বসবাসকারী নাগরিকদের প্রতি কানাডার রাষ্ট্রীয় সমর্থনকে আরও মজবুত করবে। কানাডার অভিবাসন মন্ত্রী লেনা মেটলেগে দিয়াব বলেন, ‘এটি আগের আইনের আওতায় বাদ যাওয়া ব্যক্তিদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত করবে। এর ফলে কানাডিয়ান নাগরিকত্ব আরও শক্তিশালী এবং সুরক্ষিত হবে।’ মার্ক কার্নি কানাডার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকে ভারতের সঙ্গে দেশটির সম্পর্ক ইতিবাচক মোড় নিয়েছে। গোয়েন্দা তথ্য বিনিময়ে সম্মত হয়েছে দু-দেশ।

দৃশ্যত খুশি সেদেশে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত দীনেশ পট্টনায়েক বলেন, ‘আমরা খুশি যে কানাডায় বিষ্ণোই গ্যাং নিষিদ্ধ হয়েছে। লরেন্স বিষ্ণোইয়ের ভাই আমাদের জেলে আছে এবং তার আরেক ভাই আমেরিকায় রয়েছে। গত সপ্তাহে আমেরিকা তাকে ভারতে প্রত্যর্পণ করেছে। এই গ্যাং সম্পর্কে আমাদের কাছে যা কিছু তথ্য আছে সেগুলি সংশ্লিষ্ট দেশগুলির সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি।’

বিদায় বীরু

জন্ম : ৮ ডিসেম্বর, ১৯৩৫
মৃত্যু : ২৪ নভেম্বর, ২০২৫

এক যুগের পরিসমাপ্তি

সুদীপ্ত সেন

আজ আমরা হারালাম এমন এক মহীরুহকে, যাঁর অস্তিত্ব পর্দার বাইরে এসে আমাদের জীবনের ভেতরে বসবাস করত- ধর্মেন্দ্র। আজকের দিনে দাঁড়িয়ে যখন ফিরে দেখি আমার তরুণ বয়স, তখন উপলব্ধি করি তাঁর উপস্থিতি শুধু এক 'হিরো'র আকর্ষণ ছিল না- ছিল এক দর্শন, এক অনুভব, এক স্বপ্ন তৈরির শক্তি। আমার কৈশোরে হিন্দি সিনেমা তখন একরৈখিক অ্যাকশননির্ভর ধাঁচে এগোচ্ছে, অনেকটা হলিউড অনুকরণে। হলিউড সেসময়ে চূড়ান্ত টালমাটাল অবস্থায়, তখন পৃথিবীজুড়ে চলছিল ইউরোপিয়ান নিউ ওয়েভের ঝোড়ো হাওয়া- আর ভারতীয় সিনেমাতেও জন্ম নিচ্ছিল এক নতুন সময়। সেই ত্রয়ী সুপারস্টারের যুগ- দিলীপকুমার তাঁর ট্র্যাজেডির অসামান্য গভীরতা নিয়ে, রাজেশ খান্না রোমান্টিকতার চূড়ান্ত রূপ দিয়ে, আর তৃতীয় শক্তি হিসেবে ধর্মেন্দ্র, যিনি অ্যাকশন ও রোমান্টিসিজমকে এক অসম্ভব সুন্দর ভারসাম্যে বেঁধে ভারতীয় চলচ্চিত্রকে এক নতুন দিগন্তে পৌঁছে দিলেন।

সীতা অউর গীতা-র সরল রোমান্টিকতা, চুপকে চুপকে-র সুরেলা হাস্যরস, আর শোলে-র আপসহীন শক্তি- এই তিন রূপই আমাকে শেখায়, হিরোর ভেতর কোমলতা থাকতে পারে, স্বপ্ন থাকতে পারে, দুর্বলতা থাকতে পারে। মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে হিসেবে আমি পর্দায় প্রথমবার এমন একজনকে দেখেছিলাম, যিনি আমার মতোই ভাবেন, আমার ভাষায় কথা বলেন, আমার জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও ভয়কে পর্দায় জীবন্ত করেন।

তাঁর রূপ, তাঁর কাজ, তাঁর আবেগ আমার-ই জীবনের এক স্তর হয়ে আছে। আজ আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে বলছি- ধ্রুপদি এই অভিনেতার জন্য 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' একটু কম বলে মনে হয়, কারণ তিনি যা দিয়েছেন – তা মাপের

১৯৬৬ সালে অসিত সেন পরিচালিত 'মমতা' সিনেমার 'ইন বাহারো মে' গানের একটি দৃশ্যে দার্জিলিংয়ে অভিনেতা। সুচিত্রা সেন ছিলেন তাঁর সহ অভিনেত্রী।

বাইরে। তাঁর সত্তা, তাঁর রূপ-প্রতিভা, তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব আমাদের আনন্দ-বেদনায় সবসময়ে বেঁচে থাকবে। তিনি প্রজন্মের পর প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করেছেন, রোমান্টিক করেছেন, স্বপ্ন দেখিয়েছেন।

আমরা আজও রোমান্টিক হতে চাই, তাই হঠাৎ করেই দেখতে পাই কোনও লাভ স্টোরি রি-রিলিজ করে প্রথম রিলিজ-এর তিনগুণ আয় করছে। আবার নতুন কোনও লাভ স্টোরি ৫০০ কোটি আয় করে নিচ্ছে। কিন্তু তারপর? সেই হিরো-হিরোইনদের কতদিন পাচ্ছি আমরা? অথচ ধর্মেন্দ্রকে ভারতীয় দর্শকরা যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে পেয়ে চলেছেন। তাঁর অভিনয় বর্তমান প্রজন্মকেও মোহিত করে রাখছে। এখানেই পার্থক্য অভিনেতার লিজেন্ড হয়ে যাওয়ার।

বর্তমান সময়ে বহু অভিনেতাই আসছেন, দু'একটি সিনেমা বক্স অফিস সাফল্য দিচ্ছেন, তারপর তাঁরা আর অভিনেতা হয়ে উঠতে পারছেন না। কারণ অভিনেতা হবার আগে তাঁদের মধ্যে স্টারডম চলে আসছে। অপরদিকে ধর্মেন্দ্র তাঁর অভিনয় জীবনের চূড়ান্ত পর্যায়ে দাঁড়িয়েও যেভাবে মাটির সঙ্গে মিশে চলতেন, নিম্ন বা মধ্যবিত্ত মানুষদেরকে যেভাবে আপন করে নিয়ে চলতেন, তাঁর সিনেমার শুটিংয়ে যে কোনও ডিপার্টমেন্টের যে কোনও কর্মীকে তিনি যে শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্মান দিতেন সেটাই তাঁর স্টারডম এবং অভিনেতা সত্তাকে দীর্ঘস্থায়ী করেছে।

আজ তাঁর চলে যাওয়া শুধু একজন অভিনেতার অন্তিম অধ্যায় নয়- এক যুগের পরিসমাপ্তি। এক আবেগের অবসান। তাঁর কাজ, তাঁর শক্তি, তাঁর রোমান্টিসিজম আজও আমার ভেতরে জীবিত। তিনি চলে গেলেন, কিন্তু আমাদের আবেগে, পর্দার আলোয়, প্রজন্মের স্মৃতিতে তিনি নিঃশেষ নন।

ধর্মেন্দ্রজি- আপনার কাছে আজ আমার গভীর কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা। পরিবার ও অসংখ্য ভক্তের প্রতি সমবেদনা। আপনি চিরদিন বেঁচে থাকবেন।

(লেখক দ্য কেরালা স্টোরির পরিচালক)

হেমার জন্যে এখনও শায়েরি লিখতেন ধর্মেন্দ্র

১৯৩৫ সালের ৮ ডিসেম্বর পঞ্জাবের লুধিয়ানা জেলার সাহনেওয়াল গ্রামে জন্ম ধর্মেন্দ্র কেওয়াল কৃষণ দেওলের। ছোটবেলায় সিনেমার পর্দা ছিল তাঁর কাছে জাদুর জানলা। সেই গ্রাম থেকে, কাদামাখা রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন— একদিন তিনিও বড় পর্দায় আলো ছড়াবেন।

ফিল্মফেয়ার ম্যাগাজিনের ট্যালেন্ট কনটেস্ট জিতে ১৯৬০ সালে 'দিল ভি তেরা হম ভি তেরে' ছবির মাধ্যমে বলিউডে আত্মপ্রকাশ। প্রথম ছবিতেই নজর কাড়লেও প্রকৃত সাফল্য আসে কিছু বছর পরে— 'শোলা অউর শবনম' (১৯৬১), 'বন্দিনী' (১৯৬৩), 'ফুল অউর পাথর' (১৯৬৬) ও 'সত্যকাম' (১৯৬৯)-এর মাধ্যমে।

ষাট ও সত্তরের দশক ছিল তাঁর সোনালি যুগ। শক্তিমত্তা, মাধুর্য ও সংবেদনশীলতার এমন মিশেল বলিউড আগে দেখেনি। 'মেরা গাঁও মেরা দেশ', 'চুপকে চুপকে', 'ড্রিম গার্ল', 'শোলে'—প্রতিটি ছবিতে ধর্মেন্দ্র হয়ে উঠেছেন ভারতীয় পুরুষত্বর নতুন সংজ্ঞা। শক্তির মধ্যে প্রেম, সাহসের মধ্যে কোমলতা—এই অনন্য ভারসাম্যই তাঁকে আলাদা করে দিয়েছে সমসাময়িক নায়কদের থেকে।

ধর্মেন্দ্র ও হেমা মালিনীর প্রেমের গল্প যেন এক সিনেমাই। 'তুম হাসিন ম্যায় জওয়ান' ছবির সেটে তাঁদের দেখা হয়। তারপর 'শোলে', 'সীতা অউর গীতা', 'ড্রিম গার্ল'-এর মতো একের পর এক ছবিতে রোমান্সের পরত জমতে থাকে।

তখন ধর্মেন্দ্রর সংসারে ছিলেন প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কাউর। তবুও হৃদয়ের টান থামেনি। সমাজের সমালোচনা, বিতর্ক—সব পেরিয়ে ধর্মেন্দ্র ও হেমা এক হয়েছেন। ধর্মেন্দ্র বলেছিলেন, 'আমি কাউকে আঘাত করিনি, আমি শুধু হৃদয়ের কথা শুনেছি।'

হেমা মালিনী তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন, 'তিনি একই সঙ্গে শক্তিশালী ও কোমল। ঝড়ের মধ্যেও পাহাড়ের মতো পাশে থেকেছেন।' তাঁদের দুই মেয়ে ঈশা ও অহনা আজও বলেন—বাবা এখনও মায়ের উদ্দেশ্যে শায়েরি লেখেন, ভালোবাসায় বলেন, 'মেরি হেমা।'

ধর্মেন্দ্রর অভিনয়ে এক অদ্ভুত মানবিকতা ছিল। 'সত্যকাম'-এর আদর্শবাদী যুবক থেকে শুরু করে 'অনুপমা'র সংবেদনশীল লেখক—প্রতিটি চরিত্রেই তিনি জীবনের রং ফুটিয়ে তুলেছেন।

রাজি ছিলেন একা হেমার বাবা

বলিউডে জুটি আর প্রেম অনেক আছে। তবে ধর্মেন্দ্র এবং হেমা মালিনীর জুটি এই একটিই। ড্রিমগার্ল আর ড্রিমম্যান কি আর বারবার আসেন? সবটাই যে স্বপ্নের মতো।

১৯৭০ সালে 'তুম হাসিন ম্যায় জওয়ান' ছবির সেটে যখন ধর্মেন্দ্র এবং হেমা মালিনী প্রথম দেখা করেন, তখনই তাঁদের মধ্যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করে তাঁরা শুটিংয়ের সময় একে অপরের সঙ্গ উপভোগ করেছিলেন এবং শুটিং শেষ হওয়ার আগেই প্রেমের ছোঁয়া লেগে যায়। একটি স্মৃতিকাতর সাক্ষাৎকারে হেমা জানান যে, ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে দেখা হওয়ার মুহূর্তেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, তিনি তার সঙ্গেই জীবন কাটাতে চান।

ধর্মেন্দ্র এবং হেমা মালিনীর মধ্যে প্রথম মুহূর্ত থেকেই প্রেমের ঝলক দেখা গেলেও, তাঁদের প্রেমের গল্পে বেশ কিছু চ্যালেঞ্জ ছিল। সেই সময় ধর্মেন্দ্র বিবাহিত ছিলেন, তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল প্রকাশ কাউর এবং তাঁদের চার সন্তান ছিল- সানি, ববি, বিজেতা এবং অজিতা। এই জটিল পরিস্থিতি তাঁদের দুজনকেই তাঁদের অনুভূতি অনুসরণ করতে দ্বিধাগ্রস্ত করে তুলেছিল। তবে, ধর্মেন্দ্র বলিউডের ড্রিমগার্লের আকর্ষণকে প্রতিহত করতে পারেননি এবং তাঁর হৃদয় জয় করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। এদিকে, হেমার অনুরাগীদের মধ্যে সঞ্জীবকুমার এবং জিতেন্দ্রও ছিলেন। এমনকি জিতেন্দ্রকে বিয়ের কথাও প্রায় পাকা হয়ে গিয়েছিল। তবুও ধর্মেন্দ্রকে ছেড়ে যেতে পারলেন না হেমা।

হেমার বাবা তাঁদের সম্পর্ক মেনেও নিয়েছিলেন। কিন্তু আপত্তি করেছিলেন বাকিরা। এমনকি ধর্মেন্দ্রর পরিবার থেকেও প্রবল আপত্তি ওঠে। হেমা বলেও বসেন যে, ধর্মেন্দ্র এবং তাঁর পরিবারের মধ্যে আসতে চান না হেমা। তবুও ধর্মেন্দ্রর জেদের কাছে হার মানেন তিনি। হেমা মালিনীকে বিয়ে করার জন্যে ধর্মেন্দ্র তাঁর ধর্মও পরিবর্তন করে ফেলেন। ধর্মেন্দ্রর প্রথম স্ত্রী প্রকাশ কাউর বিবাহবিচ্ছেদে রাজি হননি। এদিকে, হিন্দু বিবাহ আইনে এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে আরেকটি বিয়ে করা যায় না। ব্যাস, হেমার প্রেমে ধর্মেন্দ্র তাঁর ধর্ম অবধি পালটে ফেললেন।

সংলাপে অমর

- এক এক কো চুন চুন কে মারুঙ্গা। **শোলে**
- ইস দেশ কি মিট্টি মে বহুত দম হ্যায়। **কাতিল**
- জো ডর গ্যয়া, সমঝো মর গ্যয়া। **ফুল অউর পাথর**
- কুত্তে, কামিনে– ম্যায় তেরা খুন পি জায়ুঙ্গা। - **ইয়াদোঁ কি বারাত**
- দিল কে মামলে মে হামেশা দিল কি সুননি চাহিয়ে। -**লাইফ ইন এ মেট্রো**

সুচিত্রাতে মজে

দেবদাস দেখে সুচিত্রা সেনের সঙ্গে কাজ করার ইচ্ছা হয়েছিল ধর্মেন্দ্রর। একবার এক সাক্ষাৎকারে তিনি নিজেই এ কথা বলেছিলেন। এরপর সেই সুযোগ আসে অসিত সেনের পরিচালিত ছবি মমতা-য় কাজ করার সময়। ছবির নায়িকা সুচিত্রা সেন। এক নায়ক ধর্মেন্দ্র, অন্য নায়ক অশোককুমার। অসিত সেনেরই ছবি উত্তর ফাল্গুনী-র হিন্দি রিমেক এটি। ধরমজি'র কথায়, 'মমতা-র শুটিং হয় কলকাতার নিউ থিয়েটার্সে ও দার্জিলিংয়ে। সেই প্রথম সুচিত্রা সেনকে কাছ থেকে দেখেছিলাম। শুটিংয়ের মুহূর্তগুলো ছিল ম্যাজিকের মতো। সেসময় সুচিত্রা সেন ও তাঁর বোনকে নিয়ে গাড়ি চালিয়ে ঘুরতাম। একদিনের কথা এখনও মনে আছে, সে দিনটা আমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলোর একটি। আমি গাড়ি চালাচ্ছি, আর আমার পাশে বসে আছেন সুচিত্রা সেন। এ যেন এক স্বপ্নের মুহূর্ত।' ছবিতে ধর্মেন্দ্র আইনজীবীর ভূমিকায় ছিলেন।

'শোলে'-তে বীরু চরিত্রে তাঁর সংলাপ—'বসন্তি, ইন কুত্তোঁ কে সামনে মৎ নাচনা'—আজও ভারতীয় চলচ্চিত্রের ইতিহাসে অমর। কিন্তু পর্দার বাইরে তিনি একেবারে আলাদা মানুষ। এক সাক্ষাৎকারে বলেন, 'দেনে ওয়ালে নে সব কুছ দিয়া, বস যো চাহা, ওহ নেহি দিয়া।' অর্থাৎ, স্রষ্টা তাঁকে সব দিয়েছেন—কিন্তু তিনি কখনও দাবিদার হননি। এটাই ধর্মেন্দ্রর জীবনের দর্শন—বিনয়ে মহত্ত্ব।

খ্যাতির চূড়ায় থেকেও ধর্মেন্দ্র আজও মাটির মানুষ। লোনাভালার খামারে কাজ করেন, ট্র্যাক্টর চালিয়ে ভিডিও পোস্ট করেন ইনস্টাগ্রামে। ২০২৫ সালের দশেরা উপলক্ষ্যে তাঁর ভিডিও বার্তায় বলেন, 'ভালো মানুষ হয়ে বাঁচুন, তবেই সাফল্য আপনার পিছু নেবে।' তাঁর এই সরলতাই তাঁকে কোটি ভক্তের হৃদয়ে অমর করেছে। দূরদর্শনের এক পুরোনো সাক্ষাৎকারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, 'আপনি কীভাবে স্মরণীয় হতে চান?' ধর্মেন্দ্রর চোখে মৃদু হাসি ছিল সেদিন। বলেছিলেন, 'আমি দেশকে ভালোবেসেছি, মানুষকে ভালোবেসেছি—আমাকে সেইভাবেই মনে রাখুন।'

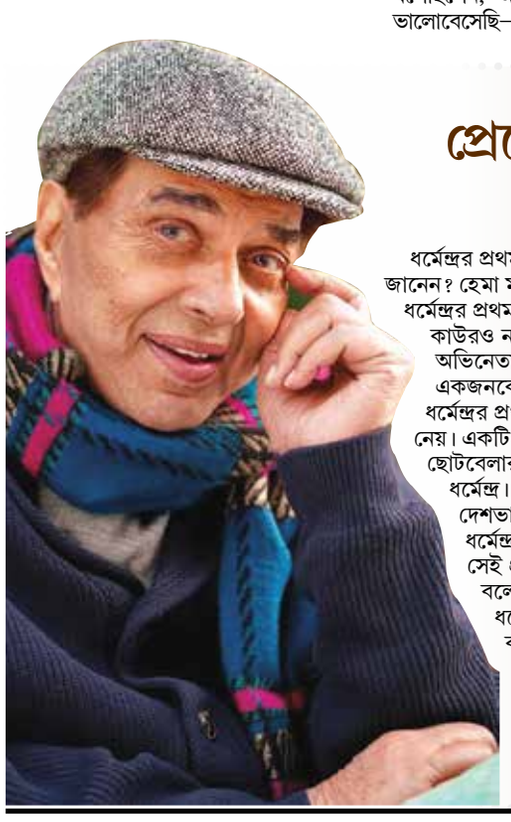

প্রেমের এমন কাহিনীও যে ঠিক সিনেমারই মতো

ধর্মেন্দ্রর প্রথম প্রেম কে ছিলেন, জানেন? হেমা মালিনী তো ননই। ধর্মেন্দ্রর প্রথম প্রেম কিন্তু প্রকাশ কাউরও নন। তারও আগে, অভিনেতা নাকি মন দিয়েছিলেন একজনকে। দেশভাগ নাকি ধর্মেন্দ্রর প্রথম প্রেম ছিনিয়ে নেয়। একটি শো-তে এসে নিজের ছোটবেলার প্রেমের গল্প বলেছিলেন ধর্মেন্দ্র। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের আগের ঘটনা সেটা। ধর্মেন্দ্র যে গ্রামে থাকতেন, সেই গ্রামেই থাকতেন হামিদা বলে একটি মেয়ে। হামিদা ধর্মেন্দ্রর থেকে বয়সে একটু বড় ছিলেন, তবে সেই সময়ে সেটা ভাবনার বিষয় ছিল না ধর্মেন্দ্রর কাছে। সেই সময়ে ধর্মেন্দ্র ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়তেন আর হামিদা পড়তেন অষ্টম শ্রেণিতে। হামিদা ছিলেন ধর্মেন্দ্রর শিক্ষকের মেয়ে।

ধর্মেন্দ্র বলেছিলেন, ছোটবেলায় তিনি খালি চাইতেন হামিদার পাশে বসতে। তিনি কেবল দূর থেকে হামিদাকে দেখতেন আর দীর্ঘশ্বাস ফেলতেন। সেই সময়ে ধর্মেন্দ্র ভীষণ লাজুক ছিলেন। তিনি কখনও মুখে বলেননি তাঁর ভালোলাগার কথা। ছোটবেলার প্রেম, মনের কথা মনেই রেখেছিলেন তিনি। হামিদা কখনও জানতেই পারেননি যে ধর্মেন্দ্রর তাঁকে ভালো লাগে। পরবর্তীতে ধর্মেন্দ্র একটি কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে তিনি হামিদার কথা লিখে রেখেছিলেন।

দেশভাগের সময় ১৯৪৭ সালে হামিদা তাঁর পরিবারের সঙ্গে পাকিস্তান চলে যান এবং ধর্মেন্দ্র ভারতে থেকে যান। তাঁদের আর কখনও দেখা হয়নি। পঞ্জাবের ছোট্ট অখ্যাত গ্রাম লালটন কালান। সালটা ২০০২। সেদিন রাত প্রায় ন'টা। অনেকের বাড়িরই দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। রাম সিং নামে এক কৃষকের দরজার কড়াটা নড়ে উঠল। দরজা খুললেন রাম সিং-এর ছেলের বৌ। আর দরজা খুলতেই—এ কী! চোখের সামনে এ কাকে দেখছেন! স্বয়ং কিংবদন্তি ধর্মেন্দ্র দাঁড়িয়ে আছেন যে।

হাসিমুখে ধর্মেন্দ্র বললেন, 'ভয় পাবেন না, আমি সেই ধর্ম সিং, ছোটবেলায় আপনাদের ঘরেই ভাড়া থাকতাম।' মুহূর্তেই আবেগে ভেসে ওঠে সেই গ্রামীণ কুটির।

রাম সিং তাঁর পুরোনো বন্ধুর মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বাসই করতে পারছিলেন না। সেই সাধারণ ছেলেটিই আজ বলিউডের কিংবদন্তি। দুজন একে অপরকে জড়িয়ে ধরেন, যেন কৃষ্ণ-সুদামার পুনর্মিলন ঘটল চল্লিশ বছর পর। খবরটা মুহূর্তে ছড়িয়ে পড়ে গোটা গ্রামে। রাতের নিস্তব্ধতা ভেঙে মানুষ ভিড় জমান ধর্মেন্দ্রকে দেখতে।

মহানায়িকার কাছে ক্ষমা চাইলেন ধর্মেন্দ্র

সেবার 'মমতা' ছবির শুটিং হচ্ছে। 'মমতা' হল বাংলার সুপারহিট ছবি 'উত্তর ফাল্গুনী'র রিমেক। সে সময় বাংলা ব্লকবাস্টারের রিমেক হিন্দিতে হত না। কিন্তু এই ছবির হয়েছিল। মুখ্য চরিত্রে অবশ্যই সুচিত্রা সেন। মা এবং মেয়ের চরিত্রে বাংলাতেও তিনিই ছিলেন।

সুচিত্রা সেন যখন মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করছেন, সেই চরিত্রের বিপরীতে ছিলেন ধর্মেন্দ্র। সেই 'দেবদাস' ছবি থেকে সুচিত্রাতে মুগ্ধ তিনি। এতদিন অপেক্ষা করে করে এবার একসঙ্গে কাজ করার সুযোগ এসেছে। আউটডোর শুটিং চলছে দার্জিলিংয়ে। একটা রোমান্টিক গানের দৃশ্য তোলা হচ্ছে। এই দৃশ্যে অভিনয় করতে করতে তরুণ ধর্মেন্দ্র আচমকা সুচিত্রা সেনের পিঠে একটি চুমু খান।

ব্যাস, আর যায় কোথায়! তুমুল খেপে গেলেন সুচিত্রা। কাজ প্রায় পণ্ড হয় আর কি। কড়া গলায় তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, তাঁকে জিজ্ঞেস না করে, তাঁর সঙ্গে আলোচনা না করে ধর্মেন্দ্র এটা কী করলেন? সুচিত্রার ওই অগ্নিশর্মা মূর্তি দেখে লজ্জায়, বিড়ম্বনায় একেবারে মাটির সঙ্গে মিশে গেলেন ধর্মেন্দ্র। প্রকাশ্যে তাঁর কাছে ক্ষমাও চাইলেন। নির্দেশক সহ গোটা টিম ভাবলেন বুঝি, শুটিং পণ্ড হয়ে গেল। সুচিত্রা হয়তো সেট ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু ধর্মেন্দ্র'র ক্ষমা চেয়ে নেওয়াতে সুচিত্রা সেনের রাগ তখনকার মতো গলে গেল। এরপর সুচিত্রা সেনের সামনে অত্যন্ত সংযত হয়ে থাকতেন ধর্মেন্দ্র।

তেমন শীতও পড়েনি, কমলায় রংও ধরেনি। শিলিগুড়িতে শুরু কেনাবেচা। সোমবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

ভাঙা রাস্তা থেকে যানজট

বুলেটিনে খবর দেবে পুলিশ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ঠিক দু'মাস দু'দিন আগে সামাজিকমাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে 'শিলিগুড়ি ট্রাফিক অফিশিয়াল' নামে একটি পেজ। ওই পেজের মাধ্যমে শহরবাসীকে প্রতিদিন রাস্তার হালহকিকতের খবর পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেয় শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ। কিন্তু দুর্গাপুজো ও কার্নিভালের সময় চালকদের বিধিনিষেধ সংক্রান্ত কিছু নির্দেশিকা ছাড়া আর কোনও পোস্ট এতদিন নজরে আসেনি।

অবশেষে সোমবার থেকে প্রথমবারের জন্য বুলেটিন প্রকাশ করা শুরু করল শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এবার থেকে রোজ যানজট থেকে শুরু করে রাস্তার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ খবর সামাজিকমাধ্যমে বুলেটিন আকারে প্রকাশ করা হবে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ জানিয়েছেন, তিনি অল ইন্ডিয়া রেডিও'র সঙ্গে কথা বলেছেন। সেখানেও শিলিগুড়ির ট্রাফিক সম্পর্কে নিয়মিত ধারাবিবরণী দেওয়া হবে। কিন্তু বুলেটিন প্রকাশে এত দেরি হল কেন? এ বিষয়ে সামসুদ্দিন বলেন, 'প্রস্তুতি নেওয়ার জন্য আমাদের কিছুটা সময় লেগেছে।'

আর কীভাবে চলছে বুলেটিনের কাজ? ডিসিপি (ট্রাফিক)-এর অফিসে একটি ঘর এই কাজে বরাদ্দ করা হয়েছে। সেখানে দুইজন মহিলা কনস্টেবল থাকছেন। সমস্ত ট্রাফিক গার্ডের একজন করে পুলিশকর্মীকে যাবতীয় তথ্য ওই দুই মহিলা কনস্টেবলকে সরবরাহ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ডিসিপি (ট্রাফিক)-এর তত্ত্বাবধানেই সমস্ত প্রক্রিয়া চলছে।

> আমরা চাইছি রিয়েল টাইম আপডেট দিতে। কোন রাস্তা খারাপ, কোথায় যানজট- সমস্ত তথ্য বুলেটিনে উল্লেখ থাকবে। এতে সাধারণ মানুষ ও ট্রাফিক, দুই পক্ষেরই সুবিধা হবে।
>
> **কাজি সামসুদ্দিন আহমেদ**
> *ডিসিপি (ট্রাফিক)*

ডিসিপি (ট্রাফিক) বলেন, 'দায়িত্বপ্রাপ্ত দুই মহিলা কনস্টেবল বাংলা, হিন্দি, নেপালি ও ইংরেজি- চার ভাষাতেই দক্ষ। তাঁরা রেডিও-এর জন্য রেকর্ডিং পাঠাবেন। আমরা চাইছি রিয়েল টাইম আপডেট দিতে। অর্থাৎ কোন রাস্তা খারাপ, কোথায় যানজট- সমস্ত তথ্য বুলেটিনে উল্লেখ থাকবে। এতে সাধারণ মানুষ ও ট্রাফিক, দুই পক্ষেরই সুবিধা হবে।'

প্রথম দিন দুটি বুলেটিন প্রকাশ করে শিলিগুড়ি ট্রাফিক পুলিশ। সকালের বুলেটিনে জানানো হয়, কাছারি রোড, হকার্স কর্নার মোড়ে বক্স কালভার্ট তৈরির কাজ চলার কারণে কিছুদিনের জন্য ওয়ান ওয়ে থাকবে। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে শিলিগুড়ি গেট থেকে চম্পাসারি মোড় পর্যন্ত রাস্তা তৈরির কাজ চলছে। শালুগাড়া হাটের কারণে সেবক মোড়, ৮ মাইল থেকে কালচক্র মোড় পর্যন্ত ধীরগতিতে যান চলাচল হবে।

সন্ধ্যার বুলেটিনে বলা হয়েছে, বাজার এলাকায় কেনাকাটার জন্য সেবক রোড ব্যস্ত থাকবে। দূরপাল্লার বাসের কারণে হিলকার্ট রোডের জংশন এলাকা ব্যস্ত থাকবে। বাগডোগরা, শিবমন্দির ও ঘোষপুকুরে যাওয়ার জন্য নৌকাঘাট কাওয়াখালি মেডিকেল মোড় রুট ব্যবহার করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

আজ শহরে

■ উত্তালের আয়োজনে এক সন্ধ্যায় ভিন্ন স্বাদের তিন নাটক। সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা থেকে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে।

বৃহস্পতিবার শহরে ফিরহাদ

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ২৭ নভেম্বর বৃহস্পতিবার শিলিগুড়িতে আসছেন রাজ্যের পুরমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। ওইদিন বিকেল চারটায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের নতুন ভবনের সভাকক্ষ উদ্বোধন করার কথা রয়েছে তাঁর। বিধানসভার আদলে এই সভাকক্ষ তৈরি করা হয়েছে শিলিগুড়ি পুরনিগমে। যেখানে একসঙ্গে ১০০-র বেশি মানুষ উপস্থিত থাকতে পারবেন। তৈরি হয়েছে পৃথক প্রেস রুমও। সেখানে সংবাদমাধ্যমকে ভিডিও ফিড দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের কথায়, 'বিধানসভা এবং কলকাতা পুরসভার আদলে এই নতুন কনফারেন্স হল তৈরি হয়েছে। এখানে নিজের আসনে বসে আবার মঞ্চে এসেও কথা বলা যাবে।'

শিলিগুড়ি পুরনিগমের নতুন ভবন তৈরি হওয়ার পর সেখানেই তৈরি হচ্ছে নতুন সভাকক্ষ। এই সভাকক্ষতে ১০০-রও বেশি মানুষ একসঙ্গে বসতে পারবেন। প্রত্যেকের আসনের সামনে মাইক থাকবে। চারদিকে বসানো থাকবে এলইডি স্ক্রিন। থাকবে ভোটিং মেশিনও। পুরমন্ত্রীর হাত ধরে উদ্বোধন হবে নতুন সভাকক্ষের। নতুন ভবন তৈরি করতে কত খরচ হয়েছে সেটিরও তথ্য ওই দিনই দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুরনিগম।

বাসস্ট্যান্ড সংস্কার

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : হাওড়া পেট্রোলপাম্পের কাছে বহুদিন বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা বাসটস্ট্যান্ড সংস্কার করল শিলিগুড়ি ইন্টার ডিস্ট্রিক্ট মিনি বাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। ২০১৫ সালে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের তরফে ওই বাসস্ট্যান্ডটি তৈরি করা হয়েছিল। তবে কয়েকদিনের মধ্যেই সেখানকার লোহার রেলিং ও বসার জায়গাগুলি চুরি হয়ে যায়। তাই এবার চুরি রুখতে একেবারে সিমেন্টের গাঁথনি করা বসার জায়গা বানানো হয়েছে। সংগঠনের সম্পাদক প্রণবকান্তি মানি বলেন, 'যেহেতু সাধারণ মানুষের মধ্যেই কেউ বা কারা বাসস্ট্যান্ডের জিনিসগুলি চুরি করেছিল, তাই এবার উন্নয়ন দপ্তরের দ্বারস্থ না হয়ে, আমরা নিজেরাই বাসস্ট্যান্ড মেরামত করালাম। আশা করি যাত্রী ও স্থানীয়রা উপকৃত হবেন।'

বিক্ষোভ

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে সোমবার নিউ জলপাইগুড়ি এডিআরএম অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখাল অল ইন্ডিয়া মতুয়া উদ্বাস্তু সেল। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার। সম্প্রতি ঠাকুরনগর রেলগেট থেকে জাবরাভিটা পর্যন্ত রামনগর মজদুর কলোনি এলাকার বাসিন্দাদের রেলের তরফে উচ্ছেদের নোটিশ দেওয়া হয়। রঞ্জন বলেন, 'আমাদের স্পষ্ট বার্তা, কোনওভাবেই উচ্ছেদ করা যাবে না। প্রয়োজনে রেল জমিগুলি রাজ্যের হাতে তুলে দিক। রাজ্য সরকার সেখানে পাট্টা দেবে।'

শ্লীলতাহানি ৩ পড়ুয়ার

মেডিকেলের গেটে ধৃত এক নেশাগ্রস্ত তরুণ

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : মোমোর দোকানে গিয়ে শ্লীলতাহানি ও ইভটিজিংয়ের শিকার হলেন পাঁচ মেডিকেল পড়ুয়া। আর এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে তুলকালাম কাণ্ড বাধে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মেডিকেলের ১ নম্বর গেট সংলগ্ন রাস্তার ধারে ওই মোমোর দোকানে দুই পড়ুয়া যাওয়ার সময় পিছু নেন এক তরুণ। ওই দুই পড়ুয়ার অভিযোগ, পেছন থেকে সমানে তাঁদের কটূক্তি করতে থাকেন ওই অভিযুক্ত। এরপর ওই পড়ুয়া মোমোর দোকানে ঢুকলে পরিস্থিতি হাতের বাইরে চলে যায়। ওই মোমোর দোকানে আগে থেকে তিন পড়ুয়া বসেছিলেন। ওই অভিযুক্ত গিয়ে ওই তিন পড়ুয়ার শরীরে হাত দেন। এরপরেই এলাকায় উত্তেজনা তৈরি হয়। আতঙ্কে কাঁদতে শুরু করেন ওই পাঁচ পড়ুয়া। ঘটনাটি ঘটে মেডিকেল কলেজ চত্বরের বাইরে।

এদিকে, হইচই শুরু হলে পরিস্থিতি বেগতিক বুঝে ওই তরুণ পালিয়ে যান। খবর পেয়ে হাজির হয় মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। রাতে অভিযোগ দায়ের হয়। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্তে নেমে গভীর রাতে ওই অভিযুক্তকে পাকড়াও করে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই ব্যক্তি তরুণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় এমন কাণ্ড ঘটিয়েছেন। তাঁর নাম পুজন সিং ঘটরাজ। বাড়ি দার্জিলিংয়ের সিংমারিতে। পুজনের পরিবারের এক সদস্য মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে কর্মরত থাকায় নিত্যদিন তাঁর ওই এলাকায় যাতায়াত রয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর। ধৃতকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে চোদ্দোদিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

এদিকে, নেশাগ্রস্তদের দৌরাত্ম্যে বারবার নারী নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন ওঠায় আশঙ্কা প্রকাশ করছে বিভিন্ন মহল। গত একমাসের মধ্যে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ি ও এনজেপি থানার পৃথক দুই ঘটনায় দুই তরুণের অশ্লীল অঙ্গভঙ্গির মুখে পড়তে হয়েছিল দুই তরুণ ও এক নাবালিকাকে। পরবর্তীকালে ঘটনার তদন্তে দেখা গিয়েছিল, দুই ক্ষেত্রেই অভিযুক্ত তরুণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় রয়েছে।

ভেনাস মোড়ে শ্লীলতাহানি কাণ্ডেও তদন্তে দেখা গিয়েছিল অভিযুক্ত তরুণ নেশাগ্রস্ত অবস্থাতেই এমন কাণ্ড ঘটায়। এর মধ্যেই রবিবার রাতের ঘটনা নতুন করে আশঙ্কা তৈরি করেছে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ইস্ট) রাকেশ সিং জানিয়েছেন, 'নারী নিরাপত্তায় প্রয়োজনীয় নজরদারি চালানো হচ্ছে। নারী সংক্রান্ত কোথাও অভিযোগ পেলেই আইনত কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ১ নম্বর গেট সংলগ্ন এলাকায় থাকা ওই মোমোর দোকানটি বেশ জনপ্রিয়। ইভটিজিংয়ের শিকার হওয়া ওই পড়ুয়া পুলিশকে অভিযোগ করেছেন, 'রাস্তা ধরে মোমোর গলিতে যাওয়ার সময় ওই তরুণ কানে ফোন দিয়ে আমাদের উদ্দেশ্য করে অশ্লীল কথাবার্তা বলতে শুরু করে। প্রথমটা আমরা বুঝতে পারিনি। তবে পিছু পিছু এসে একেবারে মোমোর দোকানে ঢুকে এমনটা ওই সে করবে, সেটা ভাবা যায়নি।' এদিকে, এলাকায় এমন ঘটনায় আশঙ্কা প্রকাশ করছেন এলাকার সাধারণ মানুষ। এলাকার বাসিন্দা আরতি দাসের কথায়, 'এই এলাকায় এধরনের ঘটনা খুবই ভয়ের। প্রশাসনের কাছে অনুরোধ করব, এলাকায় আরও নজরদারি বাড়ানোর জন্য।'

মোমোর দোকানে

■ মেডিকেলের ১ নম্বর গেট সংলগ্ন একটি মোমোর দোকানে এই ঘটনা ঘটে

■ ওই দোকানে যাওয়ার সময় এক তরুণ দুই পড়ুয়াকে অনুসরণ করতে থাকেন

■ ওই পড়ুয়াদের উদ্দেশ্য করে অশ্লীল কথাবার্তা বলা হয় বলেও অভিযোগ

■ পরে একেবারে মোমোর দোকানে ঢুকে তিনজনের শ্লীলতাহানি করেন বলে দাবি পড়ুয়াদের

শিলিগুড়ির কাছারি রোডে নিত্য যানজটের পরিচিত ছবি। সোমবার। ছবি : সূত্রধর

পার্কিং সমস্যা

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : শালুগাড়া বাজারে ঢোকার মুখে বাইক, স্কুটার পার্ক করার ব্যবস্থা থাকলেও রাস্তা সম্প্রসারণের ফলে সেই অংশ ভাঙা পড়েছে। ফলে বাজারে আসা মানুষজন যেখানে-সেখানে বাইক, স্কুটার রেখে বাজারে প্রবেশ করছেন। ফলে সমস্যায় পড়ছেন স্থানীয়রা। এই সমস্যা সমাধানে একযোগে স্থায়ী পার্কিংয়ের ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন ব্যবসায়ী, ক্রেতা-বিক্রেতারা। বিষয়টি নিয়ে বৃহত্তর শিলিগুড়ি খুচরো ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক বিপ্লব রায় মুহুরি বললেন, 'ফ্লাইওভারের নীচে গাড়ি রাখার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে সেই অনুমতি মিলবে কি না, জানা নেই। বিকল্প জায়গা আমাদেরই খুঁজতে হবে।'

সমাজমাধ্যমে নজর সিপিএমের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : '২৬-এর ভোটের ক্ষেত্র তৈরিতে সমাজমাধ্যমে নজর সিপিএমেরও। বড় কর্মসূচি তো বটেই, পথসভা ও স্মারকলিপি জমা দেওয়ার মতো ছোট কর্মসূচিও সমাজমাধ্যমে তুলে ধরে সাধারণের কাছে যেতে চাইছে ৩৪ বছর রাজ্যের ক্ষমতায় থাকা সিপিএম। আগামী ৩০ নভেম্বর শিলিগুড়িতে 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'র ডাক দিয়েছে অনিল বিশ্বাস ভবন। ওইদিনের কর্মসূচিতে উপস্থিত থাকার কথা দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম ও যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের। যার প্রস্তুতি এবং প্রচার ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই সংক্রান্ত সমস্ত কিছু পোস্ট করা হচ্ছে দলীয় ফেসবুক পেজে। সোমবার দলের ছাত্র সংগঠন এসএফআইয়ের পক্ষ থেকে 'স্কুল বাঁচাও, বাংলা বাঁচাও' কর্মসূচিতে খড়িবাড়ি হাইস্কুল ও বেলগাছি হিন্দি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নয়নের দাবি তোলা হয়। দুই স্কুলের প্রধান শিক্ষকের কাছে এই সংক্রান্ত স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। এই কর্মসূচিও দলীয় ফেসবুক পেজে জায়গা করে নিয়েছে। মানুষের কাছে যেতেই সমাজমাধ্যমে বিশেষ নজর, স্বীকার করছেন দলের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক সমন পাঠক।

বছর ঘুরলেই বিধানসভা নির্বাচন। সেদিকে নজর রেখে ১৫টি দাবিকে সামনে রেখে লড়াইয়ে নামছে সিপিএম। প্রতিটি ভোটের আগেই এমনভাবে রাজনীতির মাঠে নামে সিপিএম। কিন্তু মানুষের কাছে পৌঁছে সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধিতে নতুন প্রজন্মের দিকে নজর দিতে চাইছে অনিল বিশ্বাস ভবন। নতুন প্রজন্মের 'ভাইবস' বোঝার কথা বলছেন বাম জমানার পুরমন্ত্রী এবং শিলিগুড়ির প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্যও। তাঁর বক্তব্য, 'বর্তমান সময়ে বিশেষ করে জেন জেড-দের কথা আমাদের মাথায় রাখতে হচ্ছে। আমরা যেভাবে দল পরিচালনা করেছিলাম, এখন সেই পদ্ধতিতে চলবে না বলে আমার পর্যবেক্ষণ। জেন জেড-রা কী চাইছেন, তা বোঝার জন্য তাঁদের সঙ্গে আরও বেশি করে কথা বলতে হবে।' জেন জেড-দের কাছে পৌঁছানোর অন্যতম প্লাটফর্ম যে সোশ্যাল মিডিয়া, তা এখন আর অজানা নয় কারও কাছে। তাই ২৯ নভেম্বর তুফানগঞ্জ থেকে শুরু হতে চলা 'বাংলা বাঁচাও যাত্রা'র প্রচারও জোরকদমে চলছে সোশ্যাল মিডিয়াতে।

দলের জেলা সম্পাদক সমন বলছেন, 'শিলিগুড়ি পুরনিগমের দুর্নীতির বিরুদ্ধে, সরকারি স্কুলের পরিকাঠামো উন্নতি, পানীয় জলের ব্যবস্থা, চা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি, শ্রমিক-কর্মচারীদের সামাজিক সুরক্ষা, নারী নিরাপত্তা সহ বেশ কিছু দাবি নিয়ে আমরা রাস্তায় নামছি। মানুষ কাছে দাবিগুলি পৌঁছে দিতেই পথসভা, মিছিলের পাশাপাশি সোশ্যাল মিডিয়াকেও ব্যবহার করা হচ্ছে।' সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে মানুষের কাছে দ্রুত পৌঁছে যাওয়া সম্ভব হওয়ায় সমাজমাধ্যমে জোর, বলছেন তিনি।

সিপিএমে দার্জিলিং জেলা কমিটির ফেসবুক পেজে বর্তমানে ফলোয়ারের সংখ্যা ২৪ হাজার। গত এক বছরে সংখ্যাটা অনেকটা বেড়েছে বলে দলীয় নেতৃত্বের দাবি। বিজেপি, তৃণমূলের সঙ্গে লড়াইয়ে শুধু পোস্ট নয়, নজর কাড়তে গ্রাফিকস, ভিডিও তৈরি করা হচ্ছে। যার জন্য বিশেষ দল তৈরি করেছে সিপিএম।

লক্ষ্য বিধানসভা ভোট

প্রতারণায় শিলিগুড়িতে গ্রেপ্তার দুই

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : বছর দেড়েক আগে হোয়াটসঅ্যাপে প্রেম নিবেদন। বিয়ের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন তরুণ। এর মাঝে বিভিন্ন সময়ে প্রেমিকার থেকে নেওয়া টাকার পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় সাত লক্ষ। বিয়ের সময় এগিয়ে আসতেই হঠাৎ মুম্বইয়ের ওই তরুণীর সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ করে দেন ভক্তিনগর থানা এলাকার মলয় পাল।

অন্যদিকে, মুম্বইয়ের এক তরুণ কর্মসূত্রে কাতারে থাকেন। তাঁরই এক পুরোনো বন্ধুর নামে ফেসবুকে ফেক প্রোফাইল খুলেছিলেন ভক্তিনগর থানা এলাকার আরেক তরুণ মনোজিৎ বর্মন। দুজনের মধ্যে দীর্ঘ কথোপকথনের পর অসুস্থতার অজুহাতে কাতারে বসবাসকারী সেই তরুণের কাছ থেকে দেড় লক্ষ টাকা 'সাহায্য' নেন মনোজিৎ। কিছুদিন পর প্রতারিত দেশে ফিরে বন্ধুর হালহকিকত জানতে যান। এরপরই পর্দা ফাঁস হয়।

প্রতারণার দুই অভিযোগে সোমবার ভক্তিনগর থানার সহযোগিতায় মুম্বই সাইবার ক্রাইম থানার পুলিশ মলয়কে গ্রেপ্তার করে। এদিনই মনোজিৎকে পাকড়াও করা হয়। ঘটনা দুটি পৃথক হলেও মলয় আর মনোজিতের মধ্যে কোনও যোগসূত্র রয়েছে কি না, পুলিশ খতিয়ে দেখছে। দুজনেই অ্যাকাউন্টে প্রতারণার টাকা ঢোকার পর উঠিয়ে নিয়েছেন। সোমবার ধৃতদের জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তুলে ট্রানজিট রিমান্ডে নেয় মুম্বই পুলিশ।

সূত্রে খবর, মলয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগটি জমা পড়ে ফেব্রুয়ারি মাসে। অভিযোগপত্রে প্রতারিত তরুণী দাবি করেছেন, বছরখানেক ধরেই মলয়ের সঙ্গে তাঁর প্রেম চলছে। ফেব্রুয়ারিতে আচমকা অভিযুক্ত হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্টটি বন্ধ করে দেন। তরুণীর সন্দেহ হওয়ায় সাইবার ক্রাইম থানার দ্বারস্থ হন।

অম্বিকানগরে রেলের আন্ডারপাসে প্রাণ হাতে যাতায়াত

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : শিলিগুড়ির শহরতলির অম্বিকানগর রেলওয়ে আন্ডারপাসে প্রাণ হাতে করে এখন ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করতে হচ্ছে। আন্ডারপাসের ভেতর বড় বড় গর্ত, ভাঙা কংক্রিট এবং রাস্তা অসমান থাকায় পথচারী ও যানবাহন চালকদের মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে।

ওই এলাকার বাসিন্দা পিন্টু মণ্ডল বলেন, 'খুবই খারাপ অবস্থা আন্ডারপাসটির। গতকাল রাতেই একটি টোটো উলটে যায়। অল্পের জন্য বেঁচে যান চালক। ভাগ্যিস সেই সময় টোটোয় কোনও যাত্রী ছিলেন না।' তাঁর মন্তব্য, 'আর বাইক, স্কুটি তো হামেশাই পড়ে যায়।'

রেলের এই আন্ডারপাস নিয়ে ক্ষোভে ফুঁসছেন ওই এলাকা সহ আশপাশের এলাকার মানুষ। প্রতিদিন হাজারো মানুষ এই আন্ডারপাস ব্যবহার করেন। ফলে এর বেহাল দশা স্থানীয়দের বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিশেষ করে স্কুল-কলেজ পড়ুয়াদের জন্য এই রাস্তা আক্ষরিক অর্থেই ঝুঁকিপূর্ণ। স্থানীয়দের মতে, রেলের দীর্ঘদিনের অবহেলা, আর রক্ষণাবেক্ষণে গুরুত্ব না দেওয়ার কারণেই আন্ডারপাসটির আজ এই বেহাল অবস্থা।

অম্বিকানগর এলাকার বাসিন্দা কৃষ্ণ দাস বলেন, 'কয়েকমাস আগে আমি শিলিগুড়ি থেকে কাজ শেষ করে সাইকেল চালিয়ে এই আন্ডারপাসের ভেতর দিয়ে বাড়ি ফিরছিলাম। তখন আন্ডারপাসের গর্তে আমার সাইকেলের চাকা ঢুকে যায়। আমি সাইকেল থেকে পড়ে যাই। আমার ডান হাত ভেঙে যায়।' তিনি ভবিষ্যৎ ভেবে বলেন, 'এখন এই আন্ডারপাস দিয়ে খুব সাবধানে চলাচল করি। জানি না কবে এই দুর্ভোগ কাটবে। বাড়ির বাচ্চারা যখন ওই পথ দিয়ে স্কুলে যাতায়াত করে তখন খুব চিন্তায় থাকি।'

আর এক বাসিন্দা বলেন, 'সারাবছর আন্ডারপাসের ভিতর জল জমে থাকে। সঙ্গে নোংরা কাদা। এটা তো রেলের দেখা দরকার। প্রতিদিন হাজারো মানুষের চলাচলের ভরসা এই আন্ডারপাস। অবিলম্বে এটাকে মেরামত করা দরকার, নাহলে যখন-তখন বড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে।'

নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের এডিআরএম অজয় সিং বলেন, 'বিষয়টা জানা আছে। আসলে সাউথ কলোনি হয়ে রেল হাসপাতাল পর্যন্ত রাস্তাটি সম্প্রসারণ করা হবে। তার টেন্ডার প্রক্রিয়া চলছে। খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যার সমাধান হবে। আন্ডারপাসটিকে ঠিক করে দেওয়া হবে।' রেলকর্তা আশ্বাস দিলেও এখনই ভরসা পাচ্ছেন না এলাকার মানুষ।

ভরসা নেই

■ সারাবছর অম্বিকানগর রেল আন্ডারপাসে জল জমে থাকে, সঙ্গে কাদাও

■ আন্ডারপাসে বড় গর্ত এবং রাস্তা অসমান থাকায় যানবাহন চালকদের দুর্ঘটনায় পড়তে হচ্ছে

■ রেলের দীর্ঘ অবহেলার কারণেই আন্ডারপাসটির আজ এই বেহাল অবস্থা

■ রেলকর্তা এটি সংস্কারের আশ্বাস দিলেও ভরসা পাচ্ছেন না এলাকার মানুষ

নিউ জলপাইগুড়িতে জলে-কাদায় পরিপূর্ণ অম্বিকানগর রেল আন্ডারপাস।

পৃথিবীর পাঠশালা

গাছের ছালে হাইওয়ে

ভাবুন তো, আপনার পরের সুপার হাইওয়েটি তৈরি হল কেবল গাছের ছাল দিয়ে! বিশ্বাস হচ্ছে না? বিশ্বের কর্ক উৎপাদনের রাজধানী পর্তুগাল কিন্তু এমনটাই করে দেখিয়েছে। প্রকৌশলীরা সফলভাবে একটি দারুণ হাইওয়ে তৈরি করেছেন, যেখানে ঐতিহ্যবাহী পিচের বদলে ব্যবহার করা হয়েছে প্রাকৃতিক কর্ক বা গাছের ছালের পেভমেন্ট। এর ফলাফল অবিশ্বাস্য। এই প্রাকৃতিক উপাদানের ছিদ্রযুক্ত গঠনের কারণে, রাস্তার উপর দিয়ে গাড়ি চললে যে বিরক্তিকর টায়ারের শব্দ হয়, তা প্রায় ৩০ শতাংশ পর্যন্ত কমিয়ে দেয়। আরও ভালো খবর হল, কর্ক তাপ নিরোধক হিসেবে কাজ করে। ফলে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড রোদে কালো পিচের মতো গরম হয়ে ওঠে না রাস্তাটি। এটি শুধু একটা মজার পরীক্ষা নয়, পরিবেশবান্ধব প্রকৌশলের এক বিরাট পদক্ষেপ। কর্ক একটি সম্পূর্ণ পুনর্নবীকরণযোগ্য সম্পদ, কারণ ওক গাছ না কেটেই এর ছাল সংগ্রহ করা যায়। পর্তুগাল প্রমাণ করে দিল, আমাদের গ্রহকে সবুজ করার সেরা সমাধানগুলো হয়তো আমাদের দরজার বাইরেই বেড়ে উঠছে।

নামল বিমান, বাঁচল না কেউ

১৯৮০ সালের ১৯ অগাস্টের ঘটনা। সউদিয়া এয়ারলাইন্সের ফ্লাইট ১৬৩ রিয়াধ থেকে জেড্ডা যাচ্ছিল ৩০১ জন যাত্রী নিয়ে। আকাশে ওড়ার কিছুক্ষণ পরেই ককপিটে আগুনের অ্যালার্ম বাজে। ক্যাপ্টেন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে নিরাপদে নামিয়ে আনেন বিমানটিকে। ল্যান্ডিং ছিল একেবারে নিখুঁত! কিন্তু এরপরই ঘটল বিপদ। বিমান নামলেও ভিতরে জরুরি নির্গমনের কোনও নির্দেশ আসেনি, আর দরজাগুলিও ছিল তালাবন্ধ। বাইরে তখন চোখেমুখে উদ্বেগ নিয়ে অপেক্ষা করছিল উদ্ধারকারী দল। অথচ বিমান থেকে একজনকেও বেরিয়ে আসতে দেখা গেল না। অবশেষে দরজা খুললেও ততক্ষণে ভিতরের ধোঁয়ায় দমবন্ধ হয়ে প্রাণ হারিয়েছেন সকলেই। একটি বিমান নিরাপদে নামার পরেও কেন একজনেরও বেঁচে ফেরা হল না, সেই রহস্যময় ভুলের জেরে বিমান সুরক্ষা নীতি চিরতরে বদলে যায়। ওই বিমান দুর্ঘটনা প্রমাণ করেছিল, নিরাপদে নামাটাই সব নয়, যদি বেরোতেই না পারেন!

সন্তান শোকে উপোসী তিমি

২০১৮ সালের ঘটনা। প্রশান্ত মহাসাগরের তিমি তাহলেকুয়া (জে৩৫)-এর মাতৃত্বের দৃশ্য বিশ্বকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। জন্মের আধ ঘণ্টার মধ্যেই তিমির শিশুসন্তানটি মারা যায়। বিজ্ঞানীরা দেখেন, তাহলেকুয়া টানা দু'সপ্তাহেরও বেশি সময় ধরে তার মৃত সন্তানের দেহটি মাথায় তুলে সমুদ্রের বুকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ওয়াশিংটনের পুগেট সাউন্ড থেকে কানাডার জলসীমা পর্যন্ত চলে তার এই নীরব শোকযাত্রা। তিমি দলের অন্য সদস্যরাও তাদের গতি কমিয়ে সন্তানহারা মায়ের সঙ্গে ছিল। সমুদ্রের বুকে তিমিদের ওই মিছিল কেবল মাতৃস্নেহ নয়, পারস্পরিক সহানুভূতিরও বিরল প্রকাশ বলে মনে করেন বিজ্ঞানীরা। এই ঘটনা প্রমাণ করে, মানুষের মতো পশুজগতেও ভালোবাসার আবেগ কতটা গভীর হতে পারে। তাহলেকুয়ার এই শোক আমাদের প্রাণীজগতের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি বদলে দিয়েছে।

চিন্তায় গর্ভের সন্তানের ক্ষতি

গর্ভবতী মায়ের মানসিক চাপ কিন্তু শুধু তাঁর একার নয়, এটি গর্ভের শিশুর উপরও গভীর প্রভাব ফেলে। একটি গবেষণা অনুযায়ী, মায়ের উচ্চ মাত্রার মানসিক চাপ থেকে উৎপন্ন কর্টিসল হরমোন প্ল্যাসেন্টা ভেদ করে ভ্রূণের মস্তিষ্কের বিকাশকে প্রভাবিত করতে পারে। এই চাপ শিশুর বৃদ্ধি এবং এমনকি শিশু ছেলে হবে না মেয়ে হবে, তাও প্রভাবিত করতে পারে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। এর ফলে শিশুর ভবিষ্যতে আবেগগত বা শেখার সমস্যা হতে পারে। তাই মায়েদের মনে কোনও চাপ এলে, সেটা হালকা করা বা মানসিক স্বাস্থ্যকে সাপোর্ট দেওয়া খুব জরুরি।

সিইও অফিস রাতে অগ্নিগর্ভ

কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : সোমবার মধ্যরাতে ধুন্ধুমার পরিস্থিতি তৈরি হয় কলকাতায় রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের (সিইও) দপ্তরের সামনে। বিক্ষোভরত তৃণমূলপন্থী বিএলও রক্ষা কমিটির সদস্যদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা। উপস্থিত ছিলেন পদ্ম নেতা সজল ঘোষ। তিনি বলেন, 'এখানে যাঁরা রয়েছেন, তাঁরা অধিকাংশ বিএলও নন। এঁরা তৃণমূলের লোক।' বিক্ষোভকারীদের পালটা দাবি, বিজেপি নেতা উসকানিমূলক কথা বলে পরিস্থিতিকে জটিল করতে চাইছেন।

অতিরিক্ত কাজের চাপের অভিযোগ তুলে প্রতিবাদে দিনভর সিইও দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ দেখায় বিএলও রক্ষা কমিটি। সংগঠনের সদস্যরা সারারাত অবস্থান বিক্ষোভ করবেন বলে জানিয়েছেন। সেখানেই রাত ১১টার পর সদলবলে হাজির হন সজল। এসআইআর-এর সমর্থনে স্লোগান দেয় বিজেপি। এরপর দুই পক্ষ বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়ে। স্লোগানে-স্লোগানে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সিইও দপ্তর।

নিকাশিনালার কাজ থমকে

শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের বিএসএফ রোড সংলগ্ন এলাকায় নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা। এই বিএসএফ রোডের দু'ধারে গজিয়ে উঠেছে একাধিক আবাসন। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তার পাশে থাকা নিকাশিনালাটি কাঁচা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। ফলে প্রতিবছর বর্ষাকালে সম্পূর্ণ এলাকায় জল জমে যায়। নিকাশিনালার জল উপচে রাস্তায় জমে থাকে। ফলে সাধারণ মানুষকে দুর্ভোগ পোহাতে হয়।

এই গ্রাম পঞ্চায়েতের আগের বোর্ডের সময় নিকাশিনালা পাকা করার কাজ শুরু হয়েছিল। তবে কিছুটা কাজ হওয়ার পর কাজ থমকে যায়। কারণ ওই নিকাশিনালার একাংশ দখল করে দোকান ও বাড়িঘর রয়েছে। পরবর্তী বোর্ড আসার পরেও এই কাজ নতুন করে আর শুরু করা যায়নি। যদিও সংশ্লিষ্ট গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান অভিরাম সাইবো বলেন, 'আমরা জোর করে কোনও ব্যবস্থা নিতে চাইছি না। আগে দখলদারদের নোটিশ দেওয়া হবে। এরপরেও সমস্যার সমাধান না হলে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

মূলত নিকাশিনালার ওপর অবৈধ দখলদারির জেরে কাজ করা যাচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে দখলদারদের সঙ্গে একাধিকবার বৈঠক করা হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এদিকে, গত বর্ষাতেও নিকাশিনালার এই সমস্যা নিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে ক্ষোভ দেখা গিয়েছিল।

বিক্ষোভ

ধূপগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা না মেনে বিভিন্ন দপ্তরের অস্থায়ী এবং চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের এসআইআর-এর ডেটা এন্ট্রি করানোর অভিযোগে সোমবার ধূপগুড়ি বিডিও অফিসে বিক্ষোভ করে বিজেপি। তাদের দাবি, শাসকদল দলীয় কর্মীদের চুক্তিভিত্তিক অস্থায়ী কর্মী হিসেবে নিয়োগ করে এসআইআর-এর কাজ করাচ্ছে। এনিয়ে ইতিমধ্যে নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তারা।

স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ি যাওয়ার জের

টোটো থামিয়ে মারধরে হুলুস্থুল

সুবীর মহন্ত

বালুরঘাট, ২৪ নভেম্বর : স্কুল টাইম। সোমবার বালুরঘাট শহরের রাস্তায় তখন প্রচুর ভিড়। অথচ টোটোতে ছাত্রছাত্রীদের তুলেও স্কুলের সামনে তাদের না নামিয়ে এক চালককে হন্তদন্ত হয়ে পালাতে দেখা গেল। বাইক নিয়ে পিছনে একজন ধাওয়া করছিলেন। সবাই অবাক। বাইকচালককে কোনওভাবে ফাঁকি দিয়ে ওই টোটোচালক পালাতে যান। কিন্তু উদ্দেশ্য সফল হয়নি। তিনি ধরা পড়ে যান। টোটো থেকে নামিয়ে চালককে ওই বাইকচালক এলোপাতাড়িভাবে মারতে শুরু করেন। বাইকের চাবি দিয়ে টোটোচালকের শরীর খুঁচিয়ে দেওয়া হয়। বাইকে থাকা একটি ব্যাগ থেকে হাঁসুয়া বের করে টোটোচালককে মারার চেষ্টা চলে। স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনার প্রতিবাদ করলে ওই টোটোচালক প্রাণে বাঁচেন। সুযোগ বুঝে ওই বাইকচালক এলাকা ছেড়ে পালান। স্থানীয় বাসিন্দারা ওই বাইকটি উদ্ধার করে পুলিশের হেপাজতে দেন। জখম টোটোচালককে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কোনও পক্ষের তরফে অভিযোগ দায়ের না করা হলেও পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

ছবি : এআই

বেশ কিছুদিন ধরেই মাঝিগ্রামের বাসিন্দা এক ট্র্যাক্টরচালকের সঙ্গে বালুরঘাট ব্লকের ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের চকরামের বাসিন্দা এক টোটোচালকের বচসা চলছে। পারিবারিক অশান্তির জেরে ওই ট্র্যাক্টরচালকের স্ত্রী মাসখানেক আগে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে বাপের বাড়ি চকরামে এসে থাকতে শুরু করেছেন। মাঝিগ্রামের বাসিন্দা ওই ট্র্যাক্টরচালক প্রতিদিনই বালুরঘাটে কাজে আসা-যাওয়ার জন্যে চকরামের স্ত্রীর বাড়ির সামনের রাস্তা ব্যবহার করেন। কিন্তু প্রতিদিনই তাঁর সঙ্গে কারও না কারও বিবাদ হয় বলে অভিযোগ।

গত মঙ্গলবারও ওই এলাকায় টোটোচালকের নাবালক ছেলের সঙ্গে বচসা হয় বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ওই ট্র্যাক্টরচালক এলাকা দিয়ে যাওয়ার সময় নাবালক তাঁর দিকে অদ্ভুতভাবে তাকায়। তাঁর শ্বশুরবাড়ির এলাকার ছোটরা কেন তাঁর দিকে তাকাবে বলে অভিযোগ তুলে ওই ট্র্যাক্টরচালক ওই নাবালককে মারতে উদ্যত হন। খবর পেয়ে ওই টোটোচালক বাড়ি থেকে বের হয়ে এলে তাঁর সঙ্গে ওই ট্র্যাক্টরচালকের জোর বচসা হয়। পরে তা হাতাহাতিতে গড়ায়। মারধর খেয়ে ওই ট্র্যাক্টরচালক এলাকা ছেড়ে পালান। বদলা নিতে তিনি কয়েকদিন ধরে ওই টোটোচালককে অনুসরণ করছিলেন বলে অভিযোগ। এদিন ওই টোটোচালক পড়ুয়াদের নিয়ে স্কুলের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় ওই ট্র্যাক্টরচালক বাইক নিয়ে বালুরঘাটে আসছিলেন। তারপর কী হয়েছে তা তো প্রতিবেদনে আগেই বলা হয়েছে।

ওই টোটোচালক বললেন, 'ওর স্ত্রী রাগ করে বাপের বাড়ি এসে থাকায় ও আমাদের গ্রামের সবাইকে দোষী করে মারধর ঝগড়াবিবাদ করে বেড়ায়। গত মঙ্গলবার আমার ছেলেকে মারধর করে। আজ আমাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। এলাকাবাসীর সৌজন্যে বেঁচে গিয়েছি। সবকিছু জানিয়ে পরে বালুরঘাট থানায় অভিযোগ জানাব।' ওই ট্র্যাক্টরচালকের মায়ের কথায়, 'পুত্রবধূ রাগ করে বাপের বাড়ি যাওয়ার পর থেকে ছেলে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। সব সময় চারিদিকে অশান্তি করে বেড়াচ্ছে। আমরাও অতিষ্ঠ হয়ে রয়েছি।' অভিযোগ পেলে গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে বালুরঘাট থানার পুলিশ জানিয়েছে।

অভিনেতার আগে পালোয়ান হওয়ার

প্রথম পাতার পর

নতুন ছবি আসছে শুনলাম। মুক্তি পাওয়া দেখে যেতে পারলেন না, এটাই দুঃখের। এক সাধারণ মানুষের অসাধারণ সফর শেষ হল।

১৯৩৫ সালের ৪ ডিসেম্বর লুধিয়ানার নসরালি গ্রামে স্থানীয় স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে জন্ম ধর্মেন্দ্র সিং দেওলের। কিশোর বয়স থেকেই আখড়ায় শরীরচর্চা করতেন। পালোয়ান হওয়ার স্বপ্ন দেখতেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালে ফিল্মফেয়ার পত্রিকায় নিউ ট্যালেন্ট হান্ট-এর বিজ্ঞাপন তাঁর জীবন বদলে দেয়। তার আগে তিনি রেলে ক্লার্ক পদে চাকরিও করেছেন। চাকরি করতে করতেই বিয়ে হল প্রকাশ কাউরের সঙ্গে। পরের বছর জ্যেষ্ঠ পুত্র সানি দেওলের জন্ম।

কিন্তু চাকরির বাঁধাধরা রুটিন, সেই জীবনযাপন তাঁর পোষাল না। পুষিয়ে গেলে হয়তো বলিউড হি-ম্যানকে পেত না। ট্যালেন্ট হান্টের বিজ্ঞাপন অভিনেতা হওয়ার স্পর্ধা জোগাল তাঁকে। সেই স্বপ্নপূরণ করতে চাকরি ছেড়ে পকেটে সামান্য কিছু টাকা আর ইচ্ছেশক্তির জোরে পা রাখলেন মায়ানগরীতে। ১৯৬০ সালে মুক্তি পেল তাঁর প্রথম ছবি 'দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে'। যদিও দর্শক মহলের খুব বেশি সাড়া মিলল না। এরপর ১৯৬১ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত 'শোলা অউর শবনম' ধর্মেন্দ্রকে পরিচিত দিল। ১৯৬৩ সালে 'বন্দিনী'-কে তাঁর কেরিয়ারের টার্নিং পয়েন্ট বলা যেতে পারে। ১৯৬৬ সালের 'ফুল অউর পাত্থর' তাঁকে স্টারডমের শিখরে পৌঁছে দেয়।

'অনুপমা', 'সত্যকাম', 'হকিকত'- প্রতিটি আলাদা স্বাদের সিনেমা। সত্তরের দশক থেকে বলিউডে অ্যাকশনের জমানা শুরু হল। নিজেকে বদলালেন ধর্মেন্দ্র। ১৯৭১ সালে 'মেরা গাঁও মেরা দেশ' ছবিতে তিনি ডাকাতের চরিত্র করলেন। সেই শুরু তাঁর 'হি-ম্যান' হয়ে ওঠার সফর। বড় পর্দায় এসেছে 'জুগনু', 'চরস', 'আজাদ', 'ইয়াদোঁ কি বরাত', 'শালিমার' এবং আরও আরও অনেক। ১৯৮০ সালে হেমা মালিনীকে বিয়ে করেছিলেন অভিনেতা।

ডিসেম্বর মাসে ৯০ বছর পূর্ণ হওয়ার কথা ছিল ধর্মেন্দ্রর। তার আগেই সফর শেষ হল। দীর্ঘ কর্মজীবন। অগণিত সিনেমা। মনে দাগ কাটা অভিনয়। বলিউডের এক যুগের অবসান হল বছরের শেষলগ্নে।

হেরিটেজের দায়িত্বে বিশেষজ্ঞ সংস্থা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : রাজ্যের ঐতিহাসিক ও হেরিটেজ স্থাপত্য সংস্কার করে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য দেশের ২৭টি বিশেষজ্ঞ সংস্থার নাম তালিকাভুক্ত করল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হেরিটেজ কমিশন। কলকাতার বাইরে মুম্বই, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ এবং বিশাখাপত্তনম থেকে এই সংস্থাগুলিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। এখন থেকে রাজ্যের হেরিটেজ সম্পত্তি সংস্কার, মেরামত এবং রক্ষণাবেক্ষণ ওই সংস্থাগুলির মাধ্যমেই করা হবে বলে কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে। এমনকি পশ্চিমবঙ্গের সম্ভাব্য এবং প্রস্তাবিত ঐতিহাসিক ও হেরিটেজ স্থাপত্যও সংরক্ষণ করে রক্ষণাবেক্ষণ করবে তারাই। ফলে এতদিন উত্তরবঙ্গজুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা একাধিক স্থাপত্যের সংস্কারকাজ অবশেষে হতে চলেছে।

রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের নিজস্ব কোনও ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ নেই। যদিও কয়েকজন বিশেষজ্ঞ, ইতিহাসবিদ ও প্রযুক্তিবিদ রয়েছেন। এর ফলে হেরিটেজ কমিশনের পক্ষে রাজ্যের একাধিক জেলায় হেরিটেজ স্থাপত্য সংস্কার বা দেখভাল করা এতদিন সম্ভব হত না। এখন থেকে বিশেষজ্ঞ সংস্থাগুলিকে দিয়ে প্রস্তাবিত হেরিটেজ স্থাপত্যগুলির ওপর সমীক্ষা চালানো হবে। পর্যবেক্ষণ করে স্কেচ বানিয়ে সংস্কারের জন্য ডিপিআর বানানো হবে। তারপর শুরু হবে কাজ। এছাড়া ঐতিহাসিক স্থাপত্যগুলিকেও সংস্কার করার পরিকল্পনা নেওয়া হবে। তার মধ্যে কোনও বড় বাড়ি বা প্রতিষ্ঠান, কিংবা ধর্মীয় ও ঐতিহাসিক স্থাপত্য থাকতে পারে। কমিশনের তালিকাভুক্ত সংস্থাগুলি ইতিমধ্যে দিল্লি, মহারাষ্ট্র, বিশাখাপত্তনম এবং উত্তরপ্রদেশ ছাড়াও কলকাতায় স্থাপত্য সংস্কার করার কাজ করেছে। এবার গোটা রাজ্যের দায়িত্বও তাদের দেওয়া হল।

২০১৩ সালে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হেরিটেজ কমিশনের নির্দেশে উত্তরবঙ্গজুড়ে প্রায় ৪০০ ঐতিহাসিক ও সম্ভাব্য হেরিটেজ স্থাপত্য, স্কুল, মাঠ, বাড়ি, ধর্মীয় স্থান চিহ্নিত করে কমিশনের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু কমিশন এখনও পর্যন্ত কোনও উদ্যোগ নেয়নি বলে অভিযোগ। ফলে ক্ষতিও হয়েছে। যেমন জলপাইগুড়ি শহরের ১৫০ বছরের প্রাচীন ব্যাপ্টিস্ট চার্চ কর্তৃপক্ষ বেহাল গির্জা ভেঙে নতুন করে বানাতে বাধ্য হয়েছে বলে জানালেন চার্চের ফাদার বিপ্লব সরকার। এই অবস্থায় উত্তরবঙ্গে একাধিক স্থাপত্যকে হেরিটেজ তকমা দিয়েও এতদিন নিজেদের ইঞ্জিনিয়ারিং ও প্রযুক্তি বিভাগ না থাকায় কোনও সংস্কারকাজ করতে পারছিল না কমিশন। এবার সেই সমস্যা মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে। এনিয়ে রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের সদস্য তথা উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রাক্তন প্রধান আনন্দগোপাল ঘোষ বলেন, 'এই ধরনের বিশেষজ্ঞ সংস্থার সাহায্য নেওয়াটা খুবই জরুরি ছিল। দক্ষিণবঙ্গের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও কয়েকশো প্রস্তাবিত ঐতিহাসিক ও হেরিটেজ স্থাপত্য তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। সেগুলিকে নিয়ম মেনে হেরিটেজ স্বীকৃতি দিয়ে সংস্কার করা প্রয়োজন।'

স্কুল পালানোয়

প্রথম পাতার পর

বিদ্যালয়ের গেট অল্প সময়ের জন্য খোলা পেলেই তারা পালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের পেছনের একটি ঘর টপকেও তারা চলে যাচ্ছে। অভিভাবকদের ডেকে বৈঠক করে সচেতন করা হলেও কাজ হয়নি। স্কুল থেকে পালিয়ে কোনও বিপদ হলে তার দায়ভার আমাদের ওপর এসে পড়বে। অনেক চেষ্টা করেছি। কিন্তু পড়ুয়ারা তা শুনছে না।'

ছাত্রীদের স্কুলে না এসে ঘুরতে যাওয়ার ঘটনাটি সামনে আসার পর জ্যোৎস্নাময়ী গার্লস হাইস্কুল কর্তৃপক্ষ পড়ুয়াদের সচেতন করার পথে হাঁটতে চাইছে। বিদ্যালয়ের ক্লাস চলাকালীন পালানোর জায়গা তেমন নেই। সেই কারণে উঁচু ক্লাসের পড়ুয়ারা বাড়ি থেকে বের হওয়ার আগে অন্য পোশাক ব্যাগে ভরে নিচ্ছে। এরপর আর স্কুলে না এসে পালিয়ে যাচ্ছে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষিকা বনানী রায় বলেন, 'সোশ্যাল মিডিয়ায় বন্ধু পাতিয়ে ছাত্রীরা ঘুরতে চলে যাচ্ছে। কম বয়সে কাঁচা বুদ্ধির কারণে এরা বিপদে পড়ে যেতে পারে। অভিভাবকরা সচেতন নন। তাই বিদ্যালয়ে শীঘ্রই আমরা ছাত্রীদের সচেতনতার পাঠ দেব।'

যদিও পুলিশের তরফে অভিভাবক ও স্কুল কর্তৃপক্ষকে দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। শিলিগুড়ি কমিশনারেটের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'নারী পাচার নিয়ে লাগাতার আমরা সচেতনতামূলক অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি। প্রতিটি স্কুলে নজর রাখা পুলিশের পক্ষে সবসময় সম্ভব নয়। সেই কারণে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন করতে স্কুল কর্তৃপক্ষ ও অভিভাবকদের এগিয়ে এসে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হবে।'

মুখে আগুন

প্রথম পাতার পর

নীচের তলায় জল সরবরাহ বিভাগেও ১১টায় ১ জনই ছিলেন। লাইসেন্স বিভাগে দুজন কর্মী বসে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করছিলেন। সম্পত্তি কর বিভাগেও তখনও সব কর্মী আসেননি। রেকর্ড রুমের বাইরে অপেক্ষারতরা তখন অসন্তোষ প্রকাশ করছিলেন। লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা সুভাষ সরকারের বক্তব্য, 'কখন থেকে দাঁড়িয়ে রয়েছি দাদা। কেউ আসেই না। কেউ ঠিকমতো বলতেও পারছিলেন না যে কখন আসবেন। এতক্ষণে একজন এলেন। এখন দেখি কতক্ষণে কাজ শেষ হয়।'

মহাকাল মন্দিরে মন্ত্রীসভার

প্রথম পাতার পর

এখন শিলিগুড়িতে মহাকাল মন্দির নির্মাণের ফলে ধর্মীয় পর্যটনের আরেকটি সম্ভাবনা তৈরি হবে। শিলিগুড়ি শহরের কাছে মাটিগাড়ায় ওই মন্দির তৈরি হলে যোগাযোগের কোনও অসুবিধা হবে না। ট্রেন যোগাযোগের পাশাপাশি কাছে বাগডোগরা বিমানবন্দর থাকায় উড়ানের সুবিধা পাবেন সকলে। মন্ত্রীসভার এই সিদ্ধান্তে ২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে উত্তরবঙ্গে হিন্দু ভোট প্রভাবিত করতে তৃণমূল বাড়তি সুযোগ পাবে বলে দলের নেতা, মন্ত্রীরা আশা করছেন।

দিঘায় জগন্নাথধাম নির্মাণের সময় বিজেপি নেতারা, বিশেষ করে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী কড়া সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তাতে দিঘায় ভিড় বাড়তে অসুবিধা হয়নি। শিলিগুড়ির মহাকাল মন্দির নিয়ে অবশ্য এখনও তেমন বিরোধিতা নেই। শুধু মন্দির নয়, শিলিগুড়ির কাছে একটি কনভেনশন সেন্টার তৈরির সিদ্ধান্তও হয়েছে মন্ত্রীসভার সোমবারের বৈঠকে।

বিশ্বমানের ওই কনভেনশন সেন্টারের জন্য ডাবগ্রামে ১০ একর জমি চিহ্নিত হয়েছে। অর্থ প্রতিমন্ত্রী জানান, এশিয়ান হাইওয়ে সংলগ্ন উৎসধারা প্রকল্পের তিস্তা টাউনশিপ এলাকায় এই কনভেনশন সেন্টার গড়ে তোলা হবে। চন্দ্রিমার কথায়, 'দীর্ঘদিন থেকে আন্তর্জাতিক মানের একটি কনভেনশন সেন্টার তৈরির দাবি উত্তরবঙ্গে ছিল। সরকার অবশেষে সেই উদ্যোগ নিয়ে এগিয়ে গেল।'

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ সফরের সময় মুখ্যমন্ত্রী মহাকাল মন্দির নির্মাণের আশ্বাস দিয়েছিলেন। তাঁর নির্দেশে সরকারি দপ্তরগুলি জমির খোঁজ শুরু করেছিল। খুব তাড়াতাড়ি সেই চেষ্টায় ইতিবাচক ফল এল। এছাড়া অর্থ প্রতিমন্ত্রী জানান, 'পথশ্রী' প্রকল্পে রাজ্য সরকার বিভিন্ন জেলায় প্রায় ১৫ হাজার কিলোমিটার রাস্তা তৈরি করছে। 'বাংলা আবাস যোজনা'য় ইতিমধ্যে ১২ লক্ষ বাড়ি দেওয়া হয়েছে। আরও ১৬ লক্ষ ৩৬ হাজার ৫২২ বাংলার বাড়ি দিতে চলেছে রাজ্য সরকার। উত্তরবঙ্গ সহ বিভিন্ন জেলায় আরও আটটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্কও গড়বে সরকার।

ভুয়ো এনআইএ

প্রথম পাতার পর

বছরদুয়েক আগে সেবক রোডের চেকপোস্টে সংলগ্ন একটি অ্যাপার্টমেন্টেও ফ্ল্যাট কেনেন মানিক। যদিও মানিক সেই ফ্ল্যাটে থাকতেন না। বছরখানেক ধরে রাতের দিকে সেবক রোডের ওই চায়ের আড্ডায় যাওয়া-আসা শুরু করেন ওই ব্যক্তি। আড্ডার সূত্রে ওই ব্যক্তিকে বেশ কিছুদিন ধরেই দেখে আসছেন নিলয় দাস। তিনি বলেন, 'মানিক চায়ের দোকানে চার চাকার গাড়ি নিয়ে আসতেন। এসেই কোটি টাকার গল্প করতেন। হাতে দামি মোবাইল ফোন থাকায় মনে হত হয়তো মানিক বড় ব্যবসায়ী।'

আসলে মানিকের লাইফস্টাইল কতটা উচ্চ পর্যায়ের ছিল, সেটা পুলিশ সূত্রে পাওয়া একটি তথ্যেই বোঝা যাচ্ছে, মানিকের কাছ থকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোনগুলির মধ্যে দেড় লক্ষ টাকার একটি মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়েছে। তিনি সেটা শুধুমাত্র গান শোনার জন্য ব্যবহার করতেন বলে খবর। শুধুমাত্র ইউপিআই-এর জন্য ব্যবহার করতেন দুটো মোবাইল ফোন। বাকি দুটো মোবাইল ফোন ব্যবহার করতেন কথা বলার জন্য। এই অবস্থায় ইউপিআই-এর মাধ্যমে কত টাকা কোথায় ট্রানজ্যাকশন করা হয়েছে, সেব্যাপারে তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। মানিকের আরও কোনও সম্পত্তিও রয়েছে কি না, সেটাও তদন্ত করে দেখছে পুলিশ। তদন্ত এগোতে থাকার সঙ্গে আরও রহস্য বের হবে বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

বিহারে জয়ী লিস্টে বাহুবলীর সংখ্যাই বেশি

প্রথম পাতার পর

এহেন অনন্ত সিং ৬ অগাস্ট পাটনা জেল থেকে ছাড়া পেয়ে সদর্পে ঘোষণা করেছিলেন, তিনি নীতীশের জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর প্রার্থী হবেন। ২০২০ সালে তিনি লালুপ্রসাদের দল আরজেডি'র হয়ে জেল থেকে ভোটে লড়ে জিতেছিলেন। তার আগের ভোটে অনন্ত জিতেছিলেন নির্দল হয়ে। তার পরের দুটো ভোটে তিনি জেডিইউয়ের এমএলএম হয়েছিলেন।

তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার বেশি। এতেও মোকামার ছোটে সরকারের সম্পর্কে সবটা বলা হয় না। ২০২২ সালে তিনি আদালতে দোষী সাব্যস্ত হলে তাঁর বিধায়কপদ বাতিল হয়ে যায়। তখন তাঁর কেন্দ্রে তাঁর স্ত্রী নীলমণি দেবী আরজেডি'র হয়ে ভোটে লড়ে জিতে যান। তবে গত বছর 'ইন্ডিয়া' জোট ছেড়ে নীতীশ বিজেপির হাত ধরলে নীলম আস্থা ভোটে তাঁকে ভোট দিয়েছিলেন।

তাঁর বাড়ি থেকে একে ৪৭ বন্দুক পাওয়ার পর বছর ছয়েক আগে তাঁর বিরুদ্ধে ইউএপিএ ধারায় মামলা হয়। দশ বছরের জেল হয়। সেই তিনি এবারের ভোটে পেয়েছেন ৯১,৪১৬ ভোট। প্রতিদ্বন্দ্বী আরজেডি'র বীণাদেবীকে প্রায় হাজার তিরিশেক ভোটে হারিয়ে তিনিই ফের মোকামার হিরো।

শুধু অনন্ত নন, এবার নীতীশের দলের এমএলএ হয়েছেন অমরেন্দ্রকুমার পান্ডে। তিনি এখন কুচাইকোটের এমএলএম। তাঁর নামে ১৪টা গুরুতর মামলা ঝুলছে। একমা সিটে জিতেছেন আরেক বাহুবলী ধুমল সিং। সিওহরে জিতেছেন আইএএস অফিসার খুনে সাজাপ্রাপ্ত আনন্দমোহন সিংয়ের বড় বেটা চেতন আনন্দ। সেই খুনের ঘটনায় নীতীশ কুমারের সৌজন্যে কারাবিধি সংশোধনের দৌলতে ১৬ বছর পর ছাড়া পান আনন্দমোহন।

সন্দেশ কেন্দ্রের বিধায়ক হয়েছেন বাহুবলী রাধাচরণ শেঠ। আরেক বাহুবলী রাধাবল্লভ যাদবের ঘরনি বিভাদেবী জিতেছেন নওয়াদা কেন্দ্রে। এঁরা সবাই জঙ্গলরাজ খতমের দাবি করা সুশাসনবাবু নীতীশের দলের। শুধু নীতীশের দল কেন, এমন মণিমুক্তো বিহারের অন্য দলেও গাদা গাদা। বাহুবলী সুনীল পান্ডের ছেলে বিশাল প্রশান্ত পান্ডে বিজেপির টিকিটে জিতেছেন ভোজপুরের তারারি থেকে।

এবার যাঁরা বিহার বিধানসভায় যাচ্ছেন, তাঁদের অর্ধেকের নামে নানা মাপের ক্রিমিন্যাল কেস ঝুলছে। অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্র্যাটিক রিফর্মসের (এডিআরঃ রিপোর্ট অনুযায়ী, বিহারের ২৪৩ জয়ী প্রার্থীর মধ্যে ১৩০ জনই নানা ধারায় অভিযুক্ত।) তাঁরা নির্বাচনি হলফনামায় তা জানিয়েছেনও। বিজেপির জেতা ৮৯ এমএলএ'র মধ্যে ৫৪ জনের নামে গুরুতর অপরাধের মামলা রয়েছে।

জেডিইউয়ের ৮৫ বিধায়কের মধ্যে ৩২ জনই দাগি। লালুপ্রসাদের দল আরজেডি'র ২৫ জয়ী প্রার্থীর ১৮ জনের নামে মামলা রয়েছে। রামবিলাসের লোক জনশক্তি'র ১৯ বিধায়কের মধ্যে ১১ জনের নামে নানা ফৌজদারি মামলা ঝুলছে। কংগ্রেসের ৬ জনের মধ্যে ৪ জনের নাম আছে সেই লিস্টে।

লালুর দলের টিকিটে জিতেছেন বাহুবলী অশোক মাহাতোর স্ত্রী অনীতা দেবী। আরেক বাহুবলী মহম্মদ শাহাবুদ্দিনের ছেলে ওসামা সাহাব জিতেছেন সিওয়ানের রঘুনাথপুর কেন্দ্র থেকে। সিপিআই (এমএল) লিবারেশন-এর ২ জন, সিপিএমের ১ জন, মায়াবতীর দলের ১ জন বিধায়কের নামে ক্রিমিন্যাল মামলা রয়েছে। সবমিলিয়ে মোট এমএলএ'র ৬৮ শতাংশ নানা ফৌজদারি মামলায় অভিযুক্ত। তাঁদের মধ্যে ৪২ শতাংশের বিরুদ্ধে মামলা আছে খুন, অপহরণ, মহিলাদের ওপর অত্যাচারের।

সুশাসনের দাবিকে সামনে রেখে প্রচার করা বিজেপি ও জেডিইউয়ের তিনজন করে এমএলএ খুনের মামলার আসামি। মহিলা সংক্রান্ত অপরাধে অভিযুক্ত বিজেপি আর আরজেডি'র তিনজন করে এমএলএ। জেডিইউয়ের দুজন এই অপরাধে জড়িত। মিমের ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই অভিযুক্ত। বাহুবলীদের পাশাপাশি বিধায়ক তালিকায় বিত্তশালীও নেহাত কম নেই বিহারে।

বিধানসভায় মোট ২৪৩ জনের মধ্যে ২১৮ জন কোটিপতি। প্রায় ৯০ শতাংশ। জেডিইউয়ের ৮৫ জনের ৭৮ জন, বিজেপির ৮৯ জনের ৭৭ জন, আরজেডি'র ২৫ জনের ২৪ জনই কোটিপতি। সবথেকে ধনী মুঙ্গেরের বিজেপি বিধায়ক কুমার প্রণয়। তাঁর মোট সম্পদ প্রায় ১৭০ কোটি টাকা। বারবিঘার জেডিইউ বিধায়ক কুমার পুষ্পঞ্জয়ের সম্পদ ৯৪ কোটির বেশি। অথচ বিহার সবথেকে গরিব রাজ্য। কে বলবে এই রাজ্যের মাথাপিছু আয় সবথেকে কম। ৩৩ শতাংশেরও বেশি মানুষ দারিদ্র্যসীমার নীচে।

নিঃশব্দে শেষযাত্রা, মহাশূন্যতা বলিউডে

প্রথম পাতার পর

বন্ধুকে শেষবিদায় জানাতে শ্মশানে গিয়েছিলেন অমিতাভ বচ্চন। দীপিকা পাডুকোন, রণবীর সিং, আমির খান, সলমন খান, অনিল কাপুর- উপস্থিতির তালিকাটি দীর্ঘ। ধর্মেন্দ্রর শেষ ছবি ইক্কিস মুক্তি পাবে ২৫ ডিসেম্বর। ঘটনাচক্রে সেই ছবির ট্রেলার রিলিজ হল তাঁর মৃত্যুর দিন। কার্যত সকলের চোখের আড়ালে হয়ে গেল ধর্মেন্দ্রর শেষযাত্রা। এজন্য প্রশ্ন যেমন অনেক, তেমনই ক্ষোভ আছে অনেকের।

ধর্মেন্দ্র অবশ্য সেসব বিতর্কের ঊর্ধ্বে এখন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি শোকবার্তায় অমোঘ বার্তাটিই যেন দিলেন, 'ভারতীয় সিনেমায় একটি যুগের অবসান হল। তাঁর অভিনীত সমস্ত চরিত্রে ছিল বিশেষ ধরনের সৌন্দর্য এবং গভীরতা।' তাঁর শেষ মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি 'রকি অউর রানি কি প্রেম কহানি'-র প্রযোজক ও পরিচালকের স্মৃতিতে উঠে এসেছে, 'ভারতীয় সিনেমার চিরকালের লেজেন্ড...তাঁর কাছে সবার জন্য ভালোবাসা আর ইতিবাচকতা ছিল।'

কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধি মানলেন, 'ভারতীয় শিল্পে অপূরণীয় ক্ষতি হল।' ১৯৩৫ সালের ৮ ডিসেম্বর লুধিয়ানার নসরালি গ্রামে এক স্কুলের প্রধান শিক্ষকের বাড়িতে জন্ম ধর্মেন্দ্র কেওল কৃষাণ দেওলের। কিশোর বয়সে আখড়ায় শরীরচর্চা করতেন। পালোয়ান হওয়ার স্বপ্ন ছিল। কিন্তু ১৯৫৮-এ ফিল্মফেয়ার পত্রিকায় নিউ ট্যালেন্ট হান্ট-এর বিজ্ঞাপন তাঁর জীবন বদলে দেয়। তাঁর চোখে ভিড় করল অভিনেতা হওয়ার স্বপ্ন।

তাঁর আইডল দিলীপকুমার। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আমি কি দিলীপকুমার হতে পারব?' এদিকে রেলে ক্লার্কের চাকরি করতে করতেই বিয়ে হয় প্রকাশ কাউরের সঙ্গে। পরের বছর জ্যেষ্ঠ পুত্র সানি দেওলের জন্ম। কিন্তু চাকরি এবং এই জীবন তাঁর ভালো লাগেনি। অভিনেতার স্বপ্ন সফল করতে পকেটে কিছু টাকা নিয়ে চলে আসেন মুম্বইয়ে।

লড়াই করেছেন অনেক। ১৯৫৮-এ প্রথম ছবি দিল ভি তেরা হাম ভি তেরে তেমন চলেনি। প্রথম হিট ছবি শোলা অওর শবনম, পরে স্টার হলেন ১৯৬৩-র বন্দিনী-তে। স্টারডমের শিখরে গেলেন ১৯৬৬-র ছবি ফুল অউর পাত্থর-এ। রোমান্টিক চরিত্রে নিজেকে প্রমাণ করেছেন। তারপর বলিউডে পালাবদল হল, এল অ্যাকশনের যুগ। নিজেকে বদলালেন ধরমজি। দেশ দেখল মাসল আর লাবণ্যের হাত ধরাধরি।

চরস, জুগনু, ইয়াদোঁ কি বারাত, আজাদ, শালিমার... তিনি এগোতে থাকলেন। কেরিয়ারের মাইলফলক শোলে। আটের দশকে ড্রিমগার্ল হেমা মালিনীকে বিয়ে। প্রথম স্ত্রী থাকতে দ্বিতীয় বিয়ে নিয়ে আলোচনা ও সমালোচনা কম হয়নি। কিন্তু প্রকাশ ও হেমাকে নিয়ে তিনি দীর্ঘ দাম্পত্য কাটিয়েছেন। সানি, ববি, অজিতা, বিজেতা কিংবা এষা, অহনা- তাঁর সন্তানরা তাঁকে ঘিরে থেকেছেন।

কাঠগড়ায় গম্ভীরের টি২০ সুলভ ভাবনা

দক্ষিণ আফ্রিকা-৪৮৯ ও ২৬/০
ভারত-২০১
(তৃতীয় দিনের শেষে)

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর : ইডেন গার্ডেন্সে হেরে সিরিজ জয়ের রাস্তা আগেই বন্ধ।

বাঁচার ম্যাচেও দেওয়ালে পিঠ ভারতীয় দলের। জিতে সিরিজ ১-১ করার আশা ক্রমশ ক্ষীণ। জাঁকিয়ে বসেছে ঘরের মাঠে আরও একটা 'হোয়াইটওয়াশ'-এর আতঙ্ক। সোমবার তৃতীয় দিনের শেষে ম্যাচের রাশ পুরোদস্তুর দক্ষিণ আফ্রিকার কবজায়। ভারতের সামনে সেখানে হার বাঁচানোর কঠিন চ্যালেঞ্জ।

দক্ষিণ আফ্রিকার ৪৮৯-এর জবাবে ভারত ২০১। তৃতীয় দিনের শেষে দ্বিতীয় ইনিংসে প্রোটিয়া ব্রিগেড ২৬/০। জসপ্রীত বুমাহর বলে জীবন পাওয়া আইডেন মার্করামের (১২) সঙ্গী রায়ান রিকেলটন (১৩)। লিড সবমিলিয়ে ৩১৪। মঙ্গলবার ৪৫০-৫০০ রানের টার্গেট ছুড়ে দিলে ম্যাচ বাঁচানো কার্যত অসম্ভব। মিরাকল ঘটাতে যে মানসিক দৃঢ়তা দরকার, তার ছিটেফোঁটা চলতি সিরিজে এখনও পর্যন্ত দেখাতে ব্যর্থ গৌতম গম্ভীরের ছাত্ররা।

পিচে বাড়তি বাউন্স ছাড়া সেই অর্থে 'জুজু' নেই। প্রথম দুইদিনে চোখে আঙুল দিয়ে যা দেখিয়েছেন প্রোটিয়া ব্যাটাররা। টেলএন্ডাররাও বড় রান করেছেন। সেই পিচে ভারতীয় ব্যাটিংয়ে থরহরিকম্প। লাল মাটির উইকেটে বাড়তি বাউন্স এবং নিজের ৬ ফুট ৮ ইঞ্চি উচ্চতা কাজে লাগিয়ে শর্টপিচ ডেলিভারির ফাঁদ পাতেন মার্কো জানসেন। সেই ফাঁদে পা দিয়ে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দেন ঋষভ পন্থরা।

ধ্রুব জুরেল, ঋষভদের খারাপ শটের সঙ্গে বাউন্সে কেঁপে যাওয়ার ফল- ৪৮ রানে ছয় শিকার জানসেনের। গতকালের ঝোড়ো ৯৩-র পাশে আজ ইনিংসে ৬ উইকেট- ভারতের বিরুদ্ধে দক্ষিণ আফ্রিকার আর কোনও খেলোয়াড়ের যে নজির নেই। সঙ্গতে স্পিনার সাইমন হার্মাররও (৬৪/৩)। স্পিন-পেসের যে ককটেল জল ঢালে ভারতের ঘুরে দাঁড়ানোর আশায়। দক্ষিণ আফ্রিকা অধিনায়ক টেম্বা বাভুমা ফলো অন না করালেও জয়ের মঞ্চ গড়ে ফেলেছেন।

গতকাল যে পিচে সেনুরান মুথুস্বামী শতরান করেছেন, লোয়ার অর্ডারে জানসেন ঝড় তুলেছেন, সেখানে ভারত ৯৫/১ থেকে ১২২/৭! ওয়াশিংটন সুন্দর (৪৮), কুলদীপ যাদবরা (১৯) অষ্টম উইকেটে ৭২ রানের জুটি না গড়লে দেড়শো পেরোয় না স্কোর। মাত্র ১৯ রান করলেও ১৩৪ বল ক্রিজে কাটান কুলদীপও! বুঝিয়ে দেন পিচ নয়, ধৈর্যের অভাব, টি২০ সুলভ শটের বদঅভ্যাসই ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

অনিল কুম্বলে, চেতেশ্বর পূজারা, রবি শাস্ত্রীরা কাঠগড়ায় তুললেন গম্ভীরদের। অভিযোগ, টেস্টে বিশেষজ্ঞ খেলোয়াড় প্রয়োজন। আধা-অধুরা অলরাউন্ডারদের দিয়ে চলে না। সেখানে গম্ভীর টি২০ মানসিকতায় টেস্ট দলও চালাতে চাইছেন। ফল সবার সামনে।

দিনের শুরুতে যদিও আলো আশার কিরণ ছিল যশস্বী জয়সওয়াল-লোকেশ রাহুলের ৬৫ রানের জুটিতে। কেশব মহারাজের

হোয়াইটওয়াশের আতঙ্কে কাঁপছে টিম ইন্ডিয়া

বল লোকেশের (২২) কানা ছুঁয়ে স্লিপে যেতেই ছন্দপতন। বি সাই সুদর্শন-যশস্বীর জুটিও বেশিক্ষণ স্থায়ী হয়নি। ভুল শটে খেসারতে আউট যশস্বী (৫৮)। চলতি সিরিজে দলের প্রথম ব্যাটার হিসেবে হাফ সেঞ্চুরি। দরকার ছিল ইনিংসটাকে আরও লম্বা করা। বদলে স্লিপে ক্যাচিং প্র্যাকটিস যশস্বীর।

এরপর ধস। যশস্বীর পর সুদর্শনও হার্মারের ঝোলায়। ইডেনে সুদর্শনের বাদ পড়া নিয়ে প্রচুর জলঘোলা হয়েছে। সুযোগ ছিল ব্যাট হাতে এদিন জবাব দেওয়ার। কিন্তু ১৫-তেই ইতি সুদর্শনের ইনিংস। অনসাইডে খেলা শট বারবার হাওয়ায় চলে যাচ্ছে। এদিনও রোগটা বদলাতে পারেননি।

অহেতুক চালাতে গিয়ে উইকেট খোয়ান জুরেলও (০)। চা পানের (দ্বিতীয় সেশন) পর উইকেট ছুড়ে দিয়ে আসেন ঋষভ। দল ১০২/৪ স্কোরে খোঁড়াচ্ছে। ক্রিজে টিকে থাকার বদলে ঋষভ (৭) এমনভাবে ব্যাট ঘোরালেন, যেন বলকে বর্ষাপাড়া স্টেডিয়ামের বাইরে ফেলবেন। বদলে কানায় লাগিয়ে নিজেই মাঠের বাইরে!

গম্ভীরের 'অলরাউন্ডার' নীতীশ কুমার রেড্ডির দৌড় থেমে যায় দশে। জানসেনের সঙ্গে কৃতিত্ব প্রাপ্য মার্করামের। ডানদিকে শরীর ছুড়ে দিয়ে এক হাতে চোখ ধাঁধানো ক্যাচ। চলতি সিরিজের এখনও পর্যন্ত সেরা। রবীন্দ্র জাদেজাও (১০) প্রতীক্ষা বাড়াননি। ফলস্বরূপ, ৯৫/১ থেকে ২৭ রানে আরও ৬ উইকেট হারিয়ে ভারত ১২২/৭!

এখান থেকে ৭২ রানের জুটিতে ওয়াশিংটন-কুলদীপের সুন্দর প্রয়াস। রান ছাপিয়ে দলের স্বার্থে ক্রিজ আঁকড়ে পড়ে থাকার আকাঙ্ক্ষা। যে প্রয়াসের সুবাদে কেরিয়ারে এক ইনিংসে সর্বাধিক ১৩৪টি বল খেলেও ফেলেন কুলদীপ। ভারতীয় ইনিংসেও যা সর্বাধিক। কিন্তু কুলদীপ-সুন্দরে ঢাকা যাচ্ছে না লজ্জার ব্যাটিং। যা গম্ভীরের জন্যও বড় শিক্ষা- টেস্ট আর টি২০ এক নয়। যত দ্রুত ভুল শুধরে যশস্বীদের হেডস্যর নিজেকে বদলাবেন, ততই মঙ্গল টিম ইন্ডিয়ার।

৬ উইকেট নিয়ে ভারতকে ভাঙলেন মার্কো জানসেন।

৭ রান করেই ফিরছেন ঋষভ পন্থ। গুয়াহাটিতে সোমবার।

ঋষভকে তুলোধোনা কুম্বলে-স্টেইনের

ভারতীয় কোচের স্ট্র্যাটেজি বুঝতেই পারছেন না শাস্ত্রী

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর : ভারতীয় ক্রিকেটে হচ্ছেটা কী?

ব্যাটাররা নিজেদের মেলে ধরতে পারছেন না। ঘরের মাঠে পছন্দের ঘূর্ণি পিচ পাওয়ার পরও ভেঙে পড়ছে ব্যাটিং। আবার গুয়াহাটির 'হাইওয়ের' মতো বাইশ গজেও একই দশা হচ্ছে।

দল নির্বাচন নিয়েও চলছে অদ্ভুত খেলা। যার মাথামুণ্ডু কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারছেন না। ইডেন গার্ডেন্সে তিন স্পিন অলরাউন্ডার খেলানো হচ্ছে। সবমিলিয়ে চার স্পিনার খেলাচ্ছে টিম ইন্ডিয়া। তার মধ্যে একজন ওয়াশিংটন সুন্দর তিন নম্বরে ব্যাটিং করছেন। অথচ, ম্যাচে বল হাতে তাঁকে দেখা যাচ্ছে মাত্র এক ওভার বল করতে। গুয়াহাটি টেস্টে ছবিটা বদলে গিয়েছে। তিন নম্বরে খেলা ওয়াশিংটন ফিরে গেলেন আট নম্বরে। এখানেই শেষ নয়, চমকের আরও রয়েছে। টেস্টে ব্যাটারকে বসিয়ে অলরাউন্ডার খেলানোর সিদ্ধান্তের কথা অতীতে কেউ শোনেনি। হয়তো শুনবেও না। কিন্তু কোচ গৌতম গম্ভীরের জমানায় সবই সম্ভব। বলা ভালো, বাস্তব।

এমন অদ্ভুতুড়ে সিদ্ধান্তের ফল ভুগছে টিম ইন্ডিয়া। এক বছর আগে ঘরের মাঠে কোচ গম্ভীরের এমন স্ট্র্যাটেজির পরিণাম ছিল নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ হার। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধেও সিরিজ হারের মুখে দাঁড়িয়ে গম্ভীরের ভারত। কোচের কিম্ভূতকিমাকার স্ট্র্যাটেজির পাশে রয়েছে দলের ব্যাটারদের শট নির্বাচনও। আহত শুভমান গিলের বদলে দলের নেতৃত্বের দায়িত্ব সামলানো ঋষভ পন্থের অতি আগ্রাসী শট দেখে কিংবদন্তি অনিল কুম্বলের মনে হয়েছে, এমন শট খেলা অপরাধ। তাঁর কথায়, 'ঋষভের মনে হয় ব্রেন ফেড হয়ে গিয়েছিল। না হলে চাপের মুখে থাকা দলের অধিনায়ক এমন শট খেলার কথা ভাবতেই পারে না।' কুম্বলের মতোই টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিংয়ের বেহাল দশা দেখে অবাক হয়ে গিয়েছেন ডেল স্টেইন। দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বকালের অন্যতম সেরা জোরে বোলার ইডেনের পর গুয়াহাটি টেস্টেও ধারাভাষ্যকার হিসেবে কাজ করছেন। ঋষভ সহ ভারতীয় ব্যাটারদের পরিচিত পরিবেশে শট নির্বাচন দেখে স্টেইন বিস্মিত। তাঁর কথায়, 'ভারতীয় ব্যাটারদের শট নির্বাচন দেখে আমি অবাক। ঘরের মাঠে পরিচিত পরিবেশ পাওয়ার পরও কেন ওরা সবাই এভাবে খেলল, বুঝলাম না।' গুয়াহাটি টেস্টের তিন নম্বর দিনের খেলার শেষে ব্যাকফুটে টিম ইন্ডিয়া। ম্যাচ জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ। সেই পরিস্থিতির কথা তুলে ধরে কুম্বলে বলেছেন, 'ইডেনের তুলনায় গুয়াহাটির পিচ অনেক ভালো। এখানে উইকেটে পড়ে থাকতে পারলে রান হবেই। দক্ষিণ আফ্রিকা সেটা দেখিয়ে দিয়েছে। তারপরও ভারতীয় ব্যাটাররা কেন এমন শট খেলল, জানি না।'

কুম্বলে-স্টেইনের মতোই টিম ইন্ডিয়ার পারফরমেন্স দেখে অবাক, বিস্মিত রবি শাস্ত্রীও। দীর্ঘসময় তিনি টিম ইন্ডিয়ার কোচ ছিলেন। দেশের মাঠে বহু টেস্টও খেলেছেন কোচ হিসেবে। কিন্তু কখনও ভারতীয় দলের এমন বেহাল দশা হয়নি। এহেন শাস্ত্রী দলের বর্তমান কোচ গম্ভীরের স্ট্র্যাটেজিই বুঝতে পারছেন না। দলে নির্দিষ্ট জায়গা বলে কারও কিছু নেই। হর্ষিত রানা, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের মতো ক্রিকেটারদের অযথা গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ইডেনে ভারতীয় দলের অদ্ভুত কম্বিনেশন, গুয়াহাটিতেও দল নির্বাচন নিয়ে বিস্তর প্রশ্ন। এমন অবস্থায় শাস্ত্রী বলেছেন, 'ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট ও কোচ গম্ভীরের ভাবনা, পরিকল্পনাটাই বুঝতে পারছি না আমি। কলকাতা টেস্টে সুন্দরকে তিন নম্বরে ব্যাট করানো হল। বল করানো হল এক ওভার। সেই সুন্দরকে গুয়াহাটিতে আট নম্বরে ব্যাটিং করতে দেখলাম আমরা। ইডেনে তিন স্পিন অলরাউন্ডার ছিল দলে। এখানে আবার নীতীশকে খেলানো হল। ভারতীয় দলের ভাবনা, পরিকল্পনা আমি অন্তত বুঝতে পারছি না।'

> ভারতীয় ব্যাটারদের শট নির্বাচন দেখে আমি অবাক। ঘরের মাঠে পরিচিত পরিবেশ পাওয়ার পরও কেন ওরা সবাই এভাবে খেলল, বুঝলাম না।
>
> **ডেল স্টেইন**

> ঋষভের মনে হয় ব্রেন ফেড হয়ে গিয়েছিল। না হলে চাপের মুখে থাকা দলের অধিনায়ক এমন শট খেলার কথা ভাবতেই পারে না।
>
> -অনিল কুম্বলে

রহস্য পোস্টে লক্ষ্য গম্ভীর

কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে করুণের

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : তুলনামূলক সহজ পিচ।

যদিও ইডেন গার্ডেন্সের ব্যাটিং ব্যর্থতা কাটেনি গুয়াহাটিতেও। ভারতীয় দলের ব্যাটিং ভরাডুবির পর করুণ নায়ারের রহস্য পোস্ট চর্চায়। দল থেকে বাদ পড়া নিয়ে আগেই ক্ষোভ উগরে দিয়েছিলেন। আঙুল তুলেছিলেন নির্বাচক কমিটির প্রধান অজিত আগরকার, হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের দিকে।

গুয়াহাটি টেস্টে গম্ভীরদের বেছে নেওয়া ব্যাটিং লাইনআপের হতশ্রী পারফরমেন্সের পর রহস্য পোস্টে নায়ার বোঝাতে চেয়েছেন, গুয়াহাটি টেস্টের দলে তাঁর থাকা উচিত ছিল। গম্ভীরদের কাঁটা ঘায়ে নুনের ছিটে দিয়ে এক্স হ্যান্ডলে নায়ার লিখেছেন বলেছেন, 'কোনও বিশেষ পরিস্থিতিতে মনের মধ্যে একটা অনুভূতির জন্ম দেয়। সেখানে থাকতে না পেরে নীরব থাকাটাও কাঁটার মতো বিঁধতে থাকে।' এদিন ব্যাটিং ভরাডুবির পর চেতেশ্বর পূজারা, আকাশ চোপড়াদের মুখে অভিমন্যু ঈশ্বরণ, সরফরাজ খান, করুণ নায়ারের মতো লাল বলের স্পেশালিস্ট ব্যাটারদের গুরুত্ব দেওয়ার কথা। দিনের শেষে সেই যন্ত্রণা সমাজমাধ্যমে ভাগ করে নায়ার বুঝিয়ে দেন, তিনি বঞ্চনার শিকার।

দুঃসাহসী ঋষভ-ধ্রুবর পাশে দাঁড়াচ্ছেন সুন্দর

এখনও আশা ছাড়তে নারাজ

গুয়াহাটি, ২৪ নভেম্বর : কথায় আছে যতক্ষণ শ্বাস, ততক্ষণ আঁশ।

হোয়াইটওয়াশের আতঙ্কের মাঝেও সেই ক্ষীণ আশাটুকু আঁকড়ে ধরতে মরিয়া ভারতীয় শিবির। ৪৮ রানের লড়াকু ইনিংসের পর দিনের শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে যে আশার কথাই শোনালেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ভারতীয় দলের স্পিন-অলরাউন্ডারের কথায়- সবসময় ইতিবাচক থাকা উচিত। কখন কী ঘটবে, কেউ জানে না।

জঘন্য শটে উইকেট ছুড়ে দিয়ে আশা দুই সতীর্থ ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেলের পাশেও দাঁড়ালেন। কঠিন পরিস্থিতিতে ঋষভদের দুঃসাহসী শট নির্বাচন নিয়ে সমালোচনাকে গুরুত্ব দিলেন না। সুন্দরের পালটা যুক্তি, এরকম ঝুঁকির শট খেলে অভ্যস্ত ঋষভ। এভাবেই রান করে। বলেছেন, 'অন্যদিন এই শটগুলিই গ্যালারিতে উড়ে গেলে আমরাই প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়ে থাকি ওদের। হাততালি দিই।'

সুন্দর অবশ্য স্বীকার করছেন, পরিকল্পনা তৈরি এবং মাঠে নেমে তার সঠিক বাস্তবায়নে ফাঁক থেকে গিয়েছে। তৃতীয় দিনের শেষে ভারতের কঠিন অবস্থার জন্য যা অনেকাংশে দায়ী। পাশাপাশি ম্যাচ পরিস্থিতি অনুযায়ী স্কিল সেট এবং মাঠে নেমে তা মেলে ধরার দিকে নজর দেওয়া গুরুত্বপূর্ণ।

বিগহিট, ঝুঁকির শট নিতে গিয়ে যেভাবে নিজেদের কবর খুঁড়েছেন ভারতীয় ব্যাটাররা, সমালোচনার ঝড় বইছে। ঘরের মাঠে মার্কো জানসেনের শর্টপিচ ডেলিভারি সামলাতে না পারা নিয়ে কটাক্ষও উড়ে আসছে মাইকেল ভনদের থেকে। ৪৮৯ রানের চাপ নিয়ে ভারতের যে ব্যাটিং পরিকল্পনা নিয়ে ওয়াশিংটনের সাফাই, 'পাঁচদিনের ম্যাচ। রান রেট, দ্রুত রান তোলা নিয়ে আমরা ভাবিনি। মূলত যেভাবে টেস্ট খেলে অভ্যস্ত আমরা, সেটাই বজায় রাখার চেষ্টা করেছি মাত্র। আজকে এত রান করতে হবে, এই রকম কোনও পরিকল্পনা ছিল না।'

ইডেনের পর গুয়াহাটি, দলগত ব্যাটিং ব্যর্থতার মাঝে ব্যতিক্রম সুন্দর। প্রথম টেস্টে তিন নম্বরে নেমে সফল। আজ আট নম্বরে নেমে ৪৮। ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে 'মিউজিক্যাল চেয়ার' চললেও তামিলনাড়ুর তারকার অলরাউন্ডারের কোনও অভিযোগ নেই। সাফ কথা, 'দল যেখানে চাইবে, আমি খুশি সেখানে ব্যাটিং করতে। ক্রিকেট টিমগেম। পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা, একাধিক বিকল্প রাখতে হয়। আমি চ্যালেঞ্জটা উপভোগ করছি।'

দিনের নায়ক একান্তভাবে জানসেন। প্রথম সেশনের বিরতির আগে ও পরে করা স্পেলে (৮-১-১৮-৪) ভারতীয় ব্যাটিংয়ের কোমড় ভেঙে দেন। যেখান থেকে আর বেরোতে পারেনি গম্ভীরের দল। ৪৮ রানে ৬ উইকেট নিয়ে কার্যত একার হাতে প্রতিপক্ষকে গুড়িয়ে দেওয়ার রহস্যটা দিনের শেষে ফাঁস করলেন স্বয়ং জানসেনই।

১০ উইকেট হাতে নিয়ে ৩১৪ রানের লিড। খুশিটা নিয়ে দীর্ঘকায় জানসেন বলেছেন, 'পিচে বাউন্স আছে বোঝার পর সেটাকেই যথাসম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। দুর্দান্ত একটা দিন গেল। বল যখন খুব একটা মুভ করছিল না, সেইসময় স্পিনাররাও দারুণভাবে পরিস্থিতি সামলাল। এখনও পিচে বাউন্স, গতি আছে। কিছু কিছু বল টার্নও করছে। ম্যাচ যত এগোবে স্পিনারদের ভূমিকা আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে।'

> পাঁচদিনের ম্যাচ। রান রেট, দ্রুত রান তোলা নিয়ে আমরা ভাবিনি। মূলত যেভাবে টেস্ট খেলে অভ্যস্ত আমরা, সেটাই বজায় রাখার চেষ্টা করেছি মাত্র। আজকে এত রান করতে হবে, এই রকম কোনও পরিকল্পনা ছিল না।
>
> **ওয়াশিংটন সুন্দর**

চেষ্টা চালালেও ভারতকে দক্ষিণ আফ্রিকার রানের কাছাকাছি নিয়ে যেতে পারলেন না ওয়াশিংটন সুন্দর।

পান্ডিয়া ব্রাদার্স ও শিশির নিয়ে দুশ্চিন্তায় বাংলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : লাল বলের রনজি আপাতত স্থগিত। বাকি থাকা পর্ব হবে ফের জানুয়ারি মাসে। তার মধ্যেই বুধবার থেকে শুরু হয়ে যাচ্ছে সর্বভারতীয় সৈয়দ মুস্তাক আলি টি২০ প্রতিযোগিতা। যেখানে শক্তিশালী বরোদার বিরুদ্ধে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামছে বাংলা।

অভিমন্যু ঈশ্বরণদের মুস্তাক আলি অভিযান শুরুর আগে বাংলা শিবিরে 'কাঁটা' দুইটি বিষয়। এক, তারকা সমৃদ্ধ বরোদা দল। যেখানে হার্দিক ও ক্রুণাল পান্ডিয়ারা রয়েছেন। জিতেশ শর্মার মতো তারকাও খেলবেন বরোদার হয়ে। দুই, সন্ধ্যার শিশির। হায়দরাবাদে সন্ধ্যার দিকে নিয়ম করে শিশির পড়ছে। বরোদার বিরুদ্ধে বুধবার বাংলার খেলা শুরু বিকেল সাড়ে চারটেয়। ফলে শিশির

সৈয়দ মুস্তাক আলি

একটা ফ্যাক্টার হবেই।

আজ সকালে হায়দরাবাদের উপ্পলের রাজিব গান্ধি আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে অনুশীলন করেছে বাংলা। আকাশ দীপ ছাড়া পুরো দলই হাজির। গুয়াহাটি টেস্ট শেষ হলেই আকাশ যোগ দেবেন বাংলার ক্রিকেট সংসারে। সকালের অনুশীলনে মহম্মদ সামি ব্যাট-বলে নজর কেড়েছেন। সন্ধ্যার দিকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা হায়দরাবাদ থেকে বলছিলেন, 'বরোদা অবশ্যই শক্তিশালী দল। তবে বিপক্ষকে নিয়ে না ভেবে নিজেদের কাজটা করতে হবে। প্রথম একাদশ এখনও চূড়ান্ত করিনি আমরা। দেখা যাক কী হয়। সন্ধ্যার শিশিরের কারণে টস একটা ফ্যাক্টার হতেই পারে।' এদিকে, বিহারের হয়ে মুস্তাক আলি ট্রফি খেলতে কাল কলকাতায় হাজির হচ্ছেন বৈভব সূর্যবংশী।

নিউজিল্যান্ড সিরিজে ফিরতে পারেন গিল

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর : এখনও তিনি পুরো ফিট নন। ঘাড়ের সমস্যা রয়েছে এখনও। মুম্বইয়ে চলছে ভারত অধিনায়ক শুভমান গিলের চিকিৎসা।

সঙ্গে চলছে গিলকে নিয়ে জল্পনা। ঠিক কবে তিনি মাঠে ফিরতে পারবেন? প্রশ্নের সঠিক জবাব এখনও অজানা দুনিয়ার। তার মধ্যেই আজ সংবাদ সংস্থা পিটিআই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের একটি সূত্রকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজ নয়, নতুন বছরের শুরুতে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজে ফিরতে পারেন শুভমান। যদিও সবই নির্ভর করছে চিকিৎসকদের পরামর্শ ও কত দ্রুত শুভমান ফিট হতে পারেন, তার উপর।

গুয়াহাটি টেস্টে ফের মুখ থুবড়ে পড়েছে টিম ইন্ডিয়া। অধিনায়ক শুভমানের অভাব অনুভব করছে দল। হয়তো মাঠের বাইরে থেকে গিল নিজেও তাঁর দলের পারফরমেন্স দেখে হতাশায় ডুবে। বাস্তবে তাঁর ঘাড়ের চোটের যা অবস্থা, আপাতত মাঠের বাইরে থেকে হতাশ হওয়া ছাড়া আর উপায় নেই গিলের। এমন অবস্থায় আজ জানা গিয়েছে, টেস্টের পর আসন্ন একদিনের সিরিজ, টি২০ সিরিজে গিলের মাঠে ফেরার কোনও সম্ভাবনাই নেই। আগামী জানুয়ারি মাসে দেশের মাটিতে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি ওয়ান ডে ও পাঁচটি টি২০ ম্যাচের সিরিজ রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। সেই সিরিজে গিলের ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে বলেই খবর।

বিশ্বচ্যাম্পিয়নদের প্রধানমন্ত্রীর অভিনন্দন

নয়াদিল্লি, ২৪ নভেম্বর : দৃষ্টিহীন মহিলাদের প্রথম টি২০ বিশ্বকাপজয়ী ভারতীয় ক্রিকেট দলকে শুভেচ্ছা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

শ্রীলঙ্কায় অনুষ্ঠিত ফাইনালে ৯ উইকেটে নেপালকে হারিয়ে ইতিহাস গড়েছেন ভারতের দৃষ্টিহীন কন্যারা। শুধু তাই নয়, গোটা টুর্নামেন্টে অপরাজিত ভারত।

এই সাফল্যের পর দেশের দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেটারদের শুভেচ্ছা জানিয়ে সমাজমাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন, 'এই বিশ্বকাপ জয় ইতিহাসের পাতায় জায়গা করে নিয়েছে। ভারতের দৃষ্টিহীন মহিলা ক্রিকেট দলকে আন্তরিক অভিনন্দন। কঠোর পরিশ্রম, দলগত সংহতি এবং দৃঢ় সংকল্পের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত এই সাফল্য। প্রতিটি খেলোয়াড়ই এক একজন চ্যাম্পিয়ন। ওদের ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা। এই অর্জন আগামী প্রজন্মকে আরও অনুপ্রাণিত করবে।'

অভিনন্দন জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা-ও। মহিলা দলের উদ্দেশ্যে সামাজিকমাধ্যমে তিনি লিখেছেন, 'স্মরণীয় জয়। তোমাদের জয়ে দেশের জাতীয় পতাকা আজ আরও উঁচুতে গর্বের সঙ্গে উড়ছে।'

বেঙ্গালুরুতে পৌঁছে কেক কাটল টি২০ বিশ্বকাপে চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল।

ডায়মন্ডে নতুন বিদেশি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : স্প্যানিশ মিডফিল্ডার আন্তোনিও মোয়ানো ক্যারাসকুইয়াকে সই করাল ডায়মন্ড হারবার এফসি। স্পেনের চতুর্থ ডিভিশনের ক্লাব ফুয়েনলাব্রাডা থেকে কলকাতার ক্লাবে খেলতে আসছেন ২৫ বছর বয়সি এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। স্পেনের পরিচিত ক্লাব কর্ডোবা থেকে মোয়ানোর পেশাদার ফুটবল কেরিয়ার শুরু। তাঁর ওই ক্লাবে সিনিয়ার দলের জার্সিতেও বেশ কিছু ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা রয়েছে।

ঠিক হল না আইএসএল নিয়ে আলোচনার দিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : শেষপর্যন্ত 'এক ব্যক্তি-এক পদ'কেই মত দিল রাজ্য ফুটবল সংস্থাগুলি।

শীর্ষ আদালতের দেওয়া নতুন সংবিধান অনুযায়ী কোনও ব্যক্তি একসঙ্গে রাজ্য সংস্থা ও অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের কোনও পদে থাকতে পারবেন না। তবে সেই সময় এই নিয়ে আপত্তি করে রাজ্য সংস্থাগুলি। চিঠি দিয়ে তারা এই সংবিধানের এই ২৫.৩ (সি) ও (ডি) ধারা প্রয়োগ করার বিষয়ে প্রশ্ন ওঠে। এই ইস্যুতে অবশ্য শীর্ষ আদালতের অনুমোদনের আর প্রয়োজন ছিল না। তাই ২৪ নভেম্বর বিশেষ সাধারণ সভা ডেকে রাজ্য সংস্থাগুলির ভোটদানের ভিত্তিতে বিষয়টির নিষ্পত্তি করার সিদ্ধান্ত নেয় এআইএফএফ। আগে আপত্তি জানালেও অবশ্য এদিন বেশিরভাগ রাজ্যের ভোট এক ব্যক্তি-এক পদে যাওয়ায় পাশ হয়ে যায় এই দুই ধারা। তবে বর্তমান কমিটি স্থিতাবস্থায় থাকবে আগামী বছর সেপ্টেম্বর পর্যন্ত। এমনিতেই এআইএফএফের বর্তমান কমিটির মেয়াদ ২০২৬ সালের ৩১ জুলাই পর্যন্ত। অর্থাৎ এখনই এই কমিটির কোনও সদস্যকে পদত্যাগ করতে হচ্ছে না। এদিনের সভায় আগে স্বশরীরে উপস্থিত থাকার কথা বলা হলেও পরে অনলাইনে ভোটদান এবং আলোচনায় অংশগ্রহণের বিষয়টি মেনে নেয় এআইএফএফ। ফলে এদিন শুধুমাত্র আইএফএ, ওড়িশা ফুটবল সংস্থা ও গোয়া ফুটবল সংস্থার প্রতিনিধিরা ছাড়া আর কোনও রাজ্য সংস্থার প্রতিনিধি দিল্লির ফুটবল হাউসের সভায় উপস্থিত ছিলেন না। আলোচনার

রাজ্য সংস্থার ভোটে পাশ এক ব্যক্তি-এক পদ

আগেই অবশ্য রাজ্য সংস্থাগুলি ভোটদানের মাধ্যমে এই এক পদে থাকার বিষয়টি মেনে নেয়। তবু পরে এই বিষয়ে নিজের মতামত জানিয়ে জোরাল বক্তব্য রাখেন আইএফএ সচিব অনির্বাণ দত্ত। এদিনের সভার পর শীর্ষ আদালতের নির্দেশিকা মেনে নেওয়ার জন্য স্টেকহোল্ডারদের ধন্যবাদ দিয়ে একটি প্রেস বিজ্ঞপ্তি দেয় এআইএফএফ।

অনেকেই মনে করছেন, এই এক ব্যক্তি-এক পদে সবচেয়ে লাভবান হতে পারেন ফেডারেশন সভাপতি কল্যাণ চৌবে। কারণ তিনি কোনও রাজ্য সংস্থার কোনও পদে নেই। এআইএফএফে তিনি গুজরাট থেকে প্রতিনিধিত্ব করলেও সেখানকার কোনও পদে তিনি নেই। তবে এইমুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর পক্ষে থাকা প্রায় অসম্ভব। আইএসএল অনুষ্ঠিত হওয়া এখনও বিশবাঁও জলে। গত ২১ নভেম্বর শীর্ষ আদালত শেষপর্যন্ত দেশের এক নম্বর লিগ করতে কেন্দ্রকে এগিয়ে আসার পরমর্শও দিয়েছে। তারপরেই আলোচনা চেয়ে ফেডারেশনকে চিঠি পাঠায় ক্লাবগুলি। যে চিঠির প্রাপ্তিস্বীকার করলেও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী সময় না দেওয়া পর্যন্ত এখনও আলোচনায় বসতে পারছে না স্টেকহোল্ডাররা ও ফেডারেশন। ফলে আদৌ জানুয়ারি থেকে আইএসএল শুরু করা সম্ভব হবে কিনা তা পরিষ্কার নয়। সবমিলিয়ে সংবিধানের কোনও ধারাই আগামীতে কল্যাণকে টিকিয়ে রাখার জন্য যথেষ্ট নয়।

হাসপাতালে স্মৃতির হবু স্বামী

সাঙ্গলি, ২৪ নভেম্বর : রবিবার সকালে অসুস্থবোধ করায় টিম ইন্ডিয়ার তারকা ওপেনার স্মৃতি মান্ধানার বাবা শ্রীনিবাস মান্ধানাকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়েছিল। যার জন্য সংগীত পরিচালক পলাশের সঙ্গে বিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য পিছিয়ে দেন স্মৃতি। এবার হাসপাতালে যেতে হল মান্ধানার হবু স্বামী পলাশকেও। প্রাক বিয়ের বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য দুই পরিবারের মতো পলাশের উপর দিয়েও ধকল যাচ্ছিল। যার ফলে ভাইরাল সংক্রমণ ও অ্যাসিড হয়ে যায় পলাশের। সোমবার সকালে সাঙ্গলির একটি বেসরকারি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয় তাঁকে।

মুছলেন প্রাক বিয়ের পোস্ট

তবে পলাশের মা অমৃতা মুচ্ছল জানিয়েছেন, প্রাথমিক চিকিৎসার পর তাঁকে বিকেলে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। পরিবারের সঙ্গে এদিনই মুম্বই ফিরে যাবেন পলাশ। স্মৃতির বাবাও এখন আগের চেয়ে অনেকটাই ভালো আছেন বলে পলাশের মা জানিয়েছেন।

এদিকে, বাবা হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার পরই পলাশের হাঁটু গেড়ে প্রাক্ বিয়ের ছবি ডিলিট করেছেন স্মৃতি। ছবি, ভিডিও স্মৃতি তাঁর সতীর্থ জেমিমা রডরিগেজ, শ্রেয়াঙ্কা পাতিলদের অ্যাকাউন্টে শেয়ার করেছিলেন। জেমিমারাও নিজেদের অ্যাকাউন্ট থেকে মান্ধানার প্রাক বিয়ের সব পোস্ট মুছে ফেলেছেন।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ সেঞ্চুরির মুখে পেপ

কোচিংয়ে আসার কারণ গুয়ার্দিওলার বার্সা : মারেস্কা

লন্ডন ও ম্যাঞ্চেস্টার, ২৪ নভেম্বর : আন্তর্জাতিক বিরতির পর আবার ফিরছে চ্যাম্পিয়ন্স লিগ। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাতে মুখোমুখি হবে ৪ নম্বরে থাকা ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও ২১ নম্বরে থাকা বেয়ার লেভারকুসেন।

শনিবার নিউক্যাসল ইউনাইটেডের কাছে ২-১ গোলে হেরে মেজাজ হারিয়েছিলেন সিটি কোচ পেপ গুয়ার্দিওলা। তর্কে জড়ান মাঠের ধারে থাকা ক্যামেরাম্যানের সঙ্গেও। লেভারকুসেন ম্যাচ চ্যাম্পিয়ন্স লিগে সিটির হয়ে গুয়ার্দিওলার ১০০তম ম্যাচ হতে চলেছে। এমন নজিরের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর মন্তব্য, 'আমি লজ্জিত এবং দুঃখিত। ক্যামেরাম্যানের কাছে ক্ষমাও চেয়েছি। এটাই আমি। এমনকি ১০০তম ম্যাচের আগেও আমি ভুল করি। মোটেই নির্ভুল নই। বুঝতে পারছি, বয়স হচ্ছে।'

তবে মঙ্গলবার নতুন করে শুরু করতে চান, 'শেষ ম্যাচে কী হয়েছে তা ভুলেই মাঠে নামতে হবে। প্রতিপক্ষ বুন্দেশলিগায় তৃতীয় স্থানে রয়েছে। পরের রাউন্ডে যেতে ১ পয়েন্ট প্রয়োজন আমাদের। প্রথম আটে শেষ করাটাও গুরুত্বপূর্ণ। তাই অতীতে তা মনে রেখে লাভ নেই।'

অন্য হাইভোল্টোজ ম্যাচে নামবে ১১ ও ১২ নম্বরে থাকা বার্সেলোনা ও চেলসি। দুই দলের পয়েন্ট ৭। ম্যাচের আগে চেলসি কোচ এনজো মারেস্কা তাঁর কোচিংয়ে আসার পেছনে বার্সেলোনা-যোগের কথা জানিয়েছেন। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেছেন, 'আমার কোচ হওয়ার কারণ পেপ গুয়ার্দিওলার বার্সেলোনা। ওরা স্পেনে ফুটবল খেলার ধরনটাই পালটে দিয়েছিল। এরপর পেপ জামানিতে গিয়েও একই কাজ করেছিল।'

নিজের দলের প্রতি ভরসা রেখে মারেস্কা বলেছেন, 'বায়ার্নের কাছে হারের পর আমরা অনেকটা উন্নতি করেছি। তবে বার্সেলোনার আক্রমণ ও রক্ষণের পদ্ধতি কিছুটা আলাদা। তাই আগামীকাল একটা নতুন ম্যাচ হতে চলেছে। তবে আমরা রোজ উন্নতি করছি।'

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

আয়াখস আমস্টারডাম বনাম বেনফিকা

গালাতাসারে বনাম ইউনিয়ন সেন্ট গিল্লোইসে

সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট

বোডো গ্লিমট বনাম জুভেন্তাস

নাপোলি বনাম কারাবাগ এফকে

অলিম্পিক মার্সেই বনাম নিউক্যাসল ইউনাইটেড

বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম ভিয়ারিয়াল

চেলসি বনাম বার্সেলোনা

ম্যাঞ্চেস্টার সিটি বনাম বেয়ার লেভারকুসেন

স্লাভিয়া প্রাহা বনাম অ্যাথলেটিক বিলবাও

সময় : রাত ১.৩০ মিনিট

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

১০ কেজি রক্ত কমে গেল, ধর্মেন্দ্রর প্রয়াণে শচীন

মুম্বই, ২৪ নভেম্বর : ২০২১ সালে বিমানযাত্রার সময় শচীন তেন্ডুলকারের সঙ্গে দেখা হয়েছিল ভারতীয় সিনেমার কিংবদন্তি ধর্মেন্দ্রর। মাস্টার ব্লাস্টারের সঙ্গে দেখা করে উচ্ছ্বসিত ধর্মেন্দ্র সামাজিকমাধ্যমে লিখেছিলেন, 'আজ আকাশসফরে দেশের গৌরবশালী শচীনের সঙ্গে হঠাৎই দেখা হল। যখন যখন শচীনের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছে আমার প্রিয় ছেলের মতোই দেখা করেছে। বেঁচে থাকো, তোমাকে ভালোবাসি শচীন।'

সোমবার তাঁর প্রয়াণে সেই ভালোবাসা, শ্রদ্ধাই যেন ফিরিয়ে দিলেন শচীন। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'অগণিত ভারতীয়র মতো আমিও ছিলাম ধর্মেন্দ্রজির অভিনয়ের ভক্ত। ওঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর সেই অনস্ক্রিন সম্পর্ক আরও মজবুত হয়ে ওঠে। প্রাণশক্তি ছিল ছোঁয়াচে। আমায় উনি প্রায়ই বলতেন, তোমাকে দেখলে শরীরে এক কেজি রক্ত বেড়ে যায়। মানুষ হিসেবেও ওঁর ভক্ত না হয়ে উপায় ছিল না। আজ আমার মনে হচ্ছে যেন শরীরে ১০ কেজি রক্ত কমে গেল। আপনার কথা মনে পড়বে।'

শ্রদ্ধা জানিয়েছেন বিরাট কোহলিও। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'আজ আমরা ভারতীয় সিনেমার এক কিংবদন্তিকে হারালাম। তিনি নিজের প্রতিভায় মুগ্ধ করেছিলেন অগণিত ভক্তদের। একজন সত্যিকারের আইকন। ওঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।'

বাইসাইকেল কিকে দুরন্ত গোলের পথে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

ফের বাইসাইকেল কিকে গোল পর্তুগিজ তারকার

৭ বছর আগের স্মৃতি ফেরালেন রোনাল্ডো

রিয়াধ, ২৪ নভেম্বর : ২০১৮ সালের ৪ এপ্রিল। চ্যাম্পিয়ন্স লিগের কোয়ার্টার ফাইনালে জুভেন্তাসের বিরুদ্ধে রিয়াল মাদ্রিদের জার্সিতে বাইসাইকেল কিকে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর গোলটা মনে আছে? যা দেখে রিয়ালের তৎকালীন কোচ জিনেদিন জিদান বিস্ময়ে মাথায় হাত দিয়েছিলেন।

জাম্পকাট টু ২০২৫ সালের ২৩ নভেম্বর। ৪০-এ পা রাখলেও অভ্যাস বদলায়নি পর্তুগিজ তারকার। রবিবার রাতে ফের একবার বাইসাইকেল কিক বেরোল রোনাল্ডোর বিখ্যাত ডান পা থেকে। যার ঠিকানা নিশ্চিতভাবে ছিল গোলের ভিতর। সৌদি প্রো লিগে ক্রিশ্চিয়ানোর দল আল নাসের ৪-১ গোলে আল খালিজকে হারিয়েছে।

ম্যাচের সেরা মুহূর্ত আসে সংযুক্তি সময়ের ৬ মিনিটে। ডানদিক থেকে নওয়াফ বৌসাল মাপা ক্রস রাখেন রোনাল্ডোর জন্য। যা বাইসাইকেল কিকে জালে জড়িয়ে দেন তিনি। আল খালিজের গোলকিপার অ্যান্থনি মরিস শরীর ছুড়ে দিয়েও বলের নাগাল পাননি। ক্রিশ্চিয়ানোর এহেন চোখধাঁধানো গোল স্বাভাবিকভাবেই সামাজিক মাধ্যমে আলোড়ন ফেলেছে।

ফের হোঁচট খেল রিয়াল

এলচে, ২৪ নভেম্বর : শেষ তিন ম্যাচে জয় অধরা। লা লিগায় টানা দ্বিতীয় ড্র।

রবিবার এলচের সঙ্গে ২-২ গোলে ড্র করে মাঠ ছাড়ল রিয়াল মাদ্রিদ। পয়েন্ট টেবিলে ১১ নম্বরে থাকা দলের বিরুদ্ধে রিয়াল কোনওমতে হার এড়াল বললেও বোধহয় খুব ভুল হবে না।

ম্যাচের প্রথমার্ধে বেশ কিছু সুযোগ তৈরি হলেও কোনও দলই গোল করতে পারেনি। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে অ্যালেইক্স ফেবাসের গোলে এগিয়ে যায় এলচে। ৭৮ মিনিটে রিয়ালের হয়ে সমতা ফেরান ডিন হুইজসেন। ৮৪ মিনিটে আলভারো রডরিগেজের গোলে আবার পিছিয়ে পড়ে রিয়াল। ৮৭ মিনিটে জুডে বেলিংহামের গোল ১ পয়েন্ট এনে দেয় রিয়ালকে।

বেলিংহামের গোল বাঁচাতে গিয়ে ভিনিসিয়াস জুনিয়ারের পায়ের আঘাতে নাক থেকে রক্ত ঝরে এলচের গোলকিপার ইনাকি পেনা। এই প্রসঙ্গে পেনা বলেছেন, 'এটা খেলারই অংশ।' অবশ্য এলচে কোচের দাবি, ভিনিসিয়াস যেভাবে আঘাত করেছেন তা নিশ্চিত ফাউল।

মেসি ম্যাজিকে ফাইনালে মায়ামি

ওহায়ো, ২৪ নভেম্বর : সেমিফাইনালে লিওনেল মেসি ম্যাজিক! নিজে গোল করলেন একটি। অবদান রাখলেন আরও তিনটি গোলে। এফসি সিনসিনাটিকে ৪-০ গোলে হারিয়ে মেজর লিগ সকার ইস্টার্ন কনফারেন্সের ফাইনালে উঠল ইন্টার মায়ামি। এদিন ১৯ মিনিটে মেসির গোলেই এগিয়ে যায় মায়ামি। প্রথমার্ধে ব্যবধান আর বাড়েনি। দ্বিতীয়ার্ধে মেসিদের মিনিট কুড়ির ঝড়ে সিনসিনাটির যাবতীয় আশা শেষ। ৫৭ মিনিটে মাতেও সিলভেত্তির জন্য বক্সে বল সাজিয়ে দেন আর্জেন্টাইন মহাতারকা। লক্ষ্যভেদে ভুল করেননি সিলভেত্তি। ৫ মিনিট পর মাঝমাঠ থেকে মেসির নিখুঁত পাস ধরে জালে বল রাখেন আলেন্দে। ৭৪ মিনিটে লিওর ডিফেন্স চেরা পাসে গোল করেন আলেন্দে। কনফারেন্স ফাইনালে নিউ ইয়র্ক সিটির মুখোমুখি হবে মায়ামি। ওই ম্যাচ জিতলে এমএলএস কাপ ফাইনালে খেলবেন মেসিরা।

অ্যাসিস্টের হ্যাটট্রিক করে উল্লাস লিওনেল মেসির। করলেন একটি গোলও।

অনুশীলনে আনোয়ার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৪ নভেম্বর : সোমবার ইস্টবেঙ্গল অনুশীলনে যোগ দিলেন আনোয়ার আলি। জাতীয় শিবির থেকে ফেরার পর লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁর থেকে বাড়তি ছুটি চেয়ে নিয়েছিলেন আনোয়ার। ছুটি কাটিয়ে রবিবারই কলকাতায় চলে এসেছিলেন। এবার মাঠেও নেমে পড়লেন। এদিন আবার বল পায়ে হালকা অনুশীলন করলেন সাউল ক্রেসপো। সুপার কাপের ডার্বিতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। সেই চোট এখনও ভোগাচ্ছে সাউলকে। সোমবার অনুশীলনে শুরুর দিকে বল পায়ে কিছুক্ষণ সময় কাটান স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। পরে অবশ্য ফিজিওর তত্ত্বাবধানে রিহ্যাব করতে দেখা গেল তাঁকে। এদিকে, সোমবার অনূর্ধ্ব-১৮ জাতীয় লিগে বড় জয়ের মুখ দেখল ইস্টবেঙ্গল। কেশব উমা চ্যারিটেবল ট্রাস্ট ফুটবল অ্যাকাডেমিকে ৫-০ গোলে হারাল লাল-হলুদের ছোটরা। গোলগুলি করেছে সাহিল খান, ইয়াকেশ টোপ্পো, স্যামুয়েল হওকিপ, অভিজিৎ ও প্রীতম গাইন।

আন্তঃ কলেজ ভলিবল শুরু

বেলাকোবা ও শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্রীড়া পর্ষদের আন্তঃ কলেজ পুরুষদের দুইদিনের ভলিবল সোমবার রাজগঞ্জের সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে শুরু হল। উদ্বোধনী দিনে কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে জলপাইগুড়ির এসি কলেজ, দাগাপুরের আইআইএলএস, চোপড়ার কমলা পাল কলেজ, ফালাকাটা কলেজ, শিলিগুড়ি কলেজ, ধূপগুড়ির সুকান্ত মহাবিদ্যালয়, ময়নাগুড়ি কলেজ ও সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়। মঙ্গলবার কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল ও ফাইনাল অনুষ্ঠিত হবে।

সুপার ডিভিশন ক্রিকেট শুরু আজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগ মঙ্গলবার শুরু হবে। পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী জানিয়েছেন, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে খেলবে জিটিএসসি ও শিলিগুড়ি কিশোর সংঘ।

বিশ্বজয়ের দৌড় ভারতীয় মহিলা দলের। ঢাকায় সোমবার।

কাবাডিতে বিশ্বসেরা ভারতীয় মহিলা দল

ঢাকা, ২৪ নভেম্বর : মহিলাদের কাবাডি বিশ্বকাপে খেতাবরক্ষায় সফল ভারতীয় দল। এবারের প্রতিযোগিতায় অলউইন রেকর্ড রেখেই তারা বিশ্বসেরা হল। ফাইনালে ভারতীয় দল ৩৫-২৮ পয়েন্টে জিতেছে চাইনিজ তাইপের বিরুদ্ধে। ভারতের মেয়েরা গ্রুপে সব ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে উঠেছিল। সেখানে তারা ৩৩-২১ পয়েন্টে হারিয়ে দেয় ইরানকে। চাইনিজ তাইপেও অপরাজিত থেকে খেতাবি লড়াইয়ে পৌঁছেছিল। সেমিফাইনালে ২৫-১৮ পয়েন্টে তাদের জয় আসে আয়োজক বাংলাদেশের বিরুদ্ধে।

অভিনন্দন প্রধানমন্ত্রীর

বিশ্বসেরা মেয়েদের অভিনন্দন জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এক্সে তিনি লিখেছেন, 'কাবাডি বিশ্বকাপ জিতে দেশকে গর্বিত করার জন্য ভারতীয় মহিলা কাবাডি দলের সদস্যদের অভিনন্দন। অসাধারণ সাহস, স্কিল ও অধ্যবসায়ের পরিচয় দিয়েছে তারা।' প্রধানমন্ত্রীর আশা, দেশের অগণিত তরুণ প্রতিভাকে কাবাডি খেলা চালিয়ে যেতে যা উৎসাহ জোগাবে।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছেন অরুণ তামাং। সোমবার।

জিতল আঠারোখাই সরোজিনী

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে রবিবার আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ২-১ গোলে ওয়াইএমএ-কে হারিয়েছে। কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে ১৭ মিনিটে ইরুংবাম এ সিং সরোজিনীকে এগিয়ে দেন। দ্বিতীয়ার্ধের সংযুক্তি সময়ের ২ মিনিটে সমতা ফেরান ওয়াইএমএ-র অভিজিৎ সরকার। মিনিট তিনেক বাদে করণ রাইয়ের গোলে জয় নিশ্চিত করে সরোজিনী। ম্যাচের সেরা হয়ে সরোজিনীর অরুণ তামাং পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। মঙ্গলবার খেলবে বিবেকানন্দ ক্লাব ও তরুণ তীর্থ।

পৌলোমীর ছেলের ছুটি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : বেঙ্গল স্টেট টেবিল টেনিস অ্যাসোসিয়েশনের ভারতী ঘোষ মেমোরিয়াল রাজ্য ও আন্তঃ জেলা টেবিল টেনিস থেকে ছুটি হয়ে গেল পৌলোমী ঘটক ও সৌম্যদীপ রায়ের ছেলে কিয়ান রায়ের। অনূর্ধ্ব-১৩ ছেলেদের সিঙ্গলসে যোগ্যতা অর্জনে ব্যর্থ হয়েছিল কিয়ান। সোমবার অনূর্ধ্ব-১১ ছেলেদের সিঙ্গলসে প্রথম রাউন্ডে লড়াই করেও উত্তর ২৪ পরগনার প্রতিযোগীর বিরুদ্ধে তাকে ২-৩ গেমে হেরে ফিরতে হয়। টিম ইভেন্টের পর ব্যক্তিগত বিভাগেও দৌড় অব্যাহত শিলিগুড়ির প্যাডলারদের। অনূর্ধ্ব-১৫ মেয়েদের বিভাগে রিনিভা সরকার ও প্রতীতি পাল কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে। একই বয়স বিভাগে ছেলেদের সিঙ্গলসে শেষ আটে জায়গা করেছে শ্রবণ পাল। প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছে মণীশ দাম, সিরাজ বর্ধন সিং ও বিশাল মণ্ডল। অনূর্ধ্ব-১১ মেয়েদের সিঙ্গলসে রূপকথা দাস কোয়ার্টার ফাইনালে খেলবে। প্রি-কোয়ার্টারে স্থান করেছে কৃতিকা শৈব ও ইন্দিরা সরকার।

হাসপাতালে স্মৃতির হবু স্বামী

-খবর এগারোর পাতায়

DIRECTORATE OF SIKKIM STATE LOTTERIES
FINANCE DEPARTMENT
GOVERNMENT OF SIKKIM, GANGTOK.

No: Fin/DSSL/III/934/2022-23/480 Dated :12/11/2025

PUBLIC NOTICE

It is hereby notified for the information of the general public and all concerned that certain Government Lottery tickets have been reported lost in transit and remains untraceable. The details of the lost tickets are as follows:

1. SIKKIM - DEAR ELITE SATURDAY - 6.00 PM
DRAW DATE : 29/11/2025 | DRAW NO. : 09

Sl. No.	Serial & Series	Ticket Numbers	Quantity
A	82 ABCDE	65000 to 65024	125 tickets
B	82 ABCDE	65040 to 65044	25 tickets
C	82 ABCDE	65065 to 65074	50 tickets
D	82 ABCDE	65080 to 65084	25 tickets
E	82 ABCDE	65095 to 65099	25 tickets

2. SIKKIM - DEAR CROWN FRIDAY - 6.00 PM
DRAW DATE : 28/11/2025 | DRAW NO. : 09

Sl. No.	Serial & Series	Ticket Numbers	Quantity
A	82 ABCDE	88000 to 88999	5000 tickets

Accordingly, the above-mentioned tickets shall be treated as UNSOLD TICKETS, and no prize claims whatsoever shall be accepted or entertained in respect of these tickets under any circumstances. This notice is issued in the interest of the general public to prevent misuse of lost tickets and to ensure transparency in lottery operations.

Principal Director,
Sikkim State Lotteries.

ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিচ্ছে দর্শ আগরওয়াল ও অনীক মণ্ডল।

দুনের ক্রিকেটের ফাইনাল কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৪ নভেম্বর : ১৮ দলীয় দুন প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি ও ফুলবাড়ির দিল্লি পাবলিক স্কুল (ডিপিএস)। বুধবার ফাইনাল। সোমবার প্রথম সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি ডিপিএস ৮ উইকেটে হারিয়েছে শ্রীকৃষ্ণ প্রণামী বিদ্যানিকেতনকে। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণ ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১৮১ রান করে। জবাবে শিলিগুড়ি ডিপিএস ১১ ওভারে ২ উইকেটে ১৮৫ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দর্শ আগরওয়াল ২৯ বলে ৭৯ রানে অপরাজিত থাকে। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফুলবাড়ি ডিপিএস ৭ উইকেটে জিতেছে জিডি গোয়েঙ্কা পাবলিক স্কুলের বিরুদ্ধে। প্রথমে জিডি ২০ ওভারে ৬ উইকেটে ১১৫ রান করে। এরপর ফুলবাড়ি ডিপিএস ১৪.৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১১৬ রানে পৌঁছে যায়। ম্যাচের সেরা অনীক মণ্ডল ৪৭ বলে ৫৮ রানে অপরাজিত থাকে।